ভাঙনের পর

হারুকি মুরাকামি

ভূমিকা ও ভাষান্তর
কাসিফুর রহমান

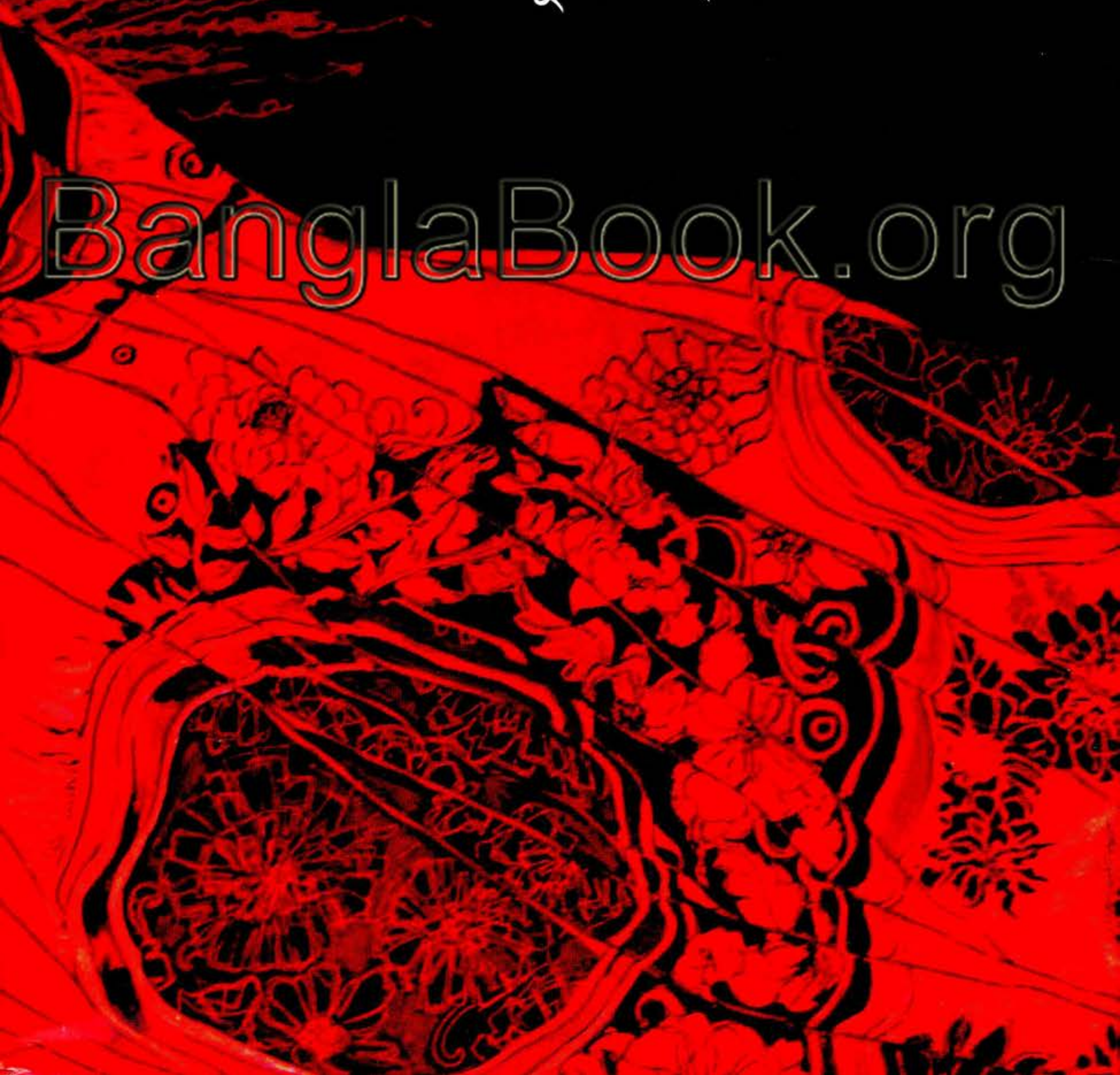

BanglaBook.org

'হারুকি মুরাকামি জাপানিজ ভাষাচিত্রী। বেশ কয়েক বছর ধরেই নোবেল পুরস্কার ঘোষণা পূর্বে তার নাম বেশ জোরেসোরেই আসছে। পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য-দর্শনে প্রভাবিত মুরাকামি'র কথাসাহিত্যের মূল বিষয় উত্তর আধুনিকতা; এছাড়া জাপানিজ ধ্রুপদী সংস্কৃতির আঁচও পাওয়া যায় প্রবলভাবে। বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নভাবে হারুকি মুরাকামি অনূদিত হলেও মানসম্মত পরিপূর্ণ গল্পগ্রন্থ অনুবাদের নজির তেমন নেই। কাসিফুর রহমান নবীন অনুবাদক– সমান্তরালে ইংরেজি সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠক। *আফটার দ্যা কোয়েক* গ্রন্থটি অনুবাদে আক্ষরিক ভাবকে গ্রহণ না করে তিনি নিহিতার্থকেই গ্রহণ করেছেন– ফলে ভাষা ও সংস্কৃতির দূরত্ব ভেঙে মুরাকামি'র গল্পের মূল স্বাদ প্রাপ্তির এক মহার্ঘ্য সুযোগের সদ্ব্যবহারে আপনিও শামিল হোন– হয়তো সহজ সরল গদ্যের আড়ালে বিশ্বায়ন ও ব্যক্তির যোগসূত্র তৈরি করবে এই পাঠসূত্র।

রাহেল রাজিব
কবি ও গল্পকার

প্রচ্ছদ | তৌহিন হাসান

কাসিফুর রহমান

জন্ম ২৩ নভেম্বর, ১৯৮৮ নাড়িমাটি কামাল্লা মুরাদনগর, কুমিল্লা। বাবার চাকরির সুবাদে শৈশব-কৈশোর কেটেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে; স্কুল কলেজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অ্যান্ড কলেজ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অভিসন্দর্ভসহ দল ছিল 'ইংরেজি সাহিত্য ও কালচারাল স্টাডিজ'। এখন ঢাকায় থিতু; পেশা অধ্যাপনা– পড়াচ্ছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগে। গবেষক ও অনুবাদক হিসেবে আবির্ভাব দ্বিতীয় দশকে– ভাষান্তর করেছেন হারুকি মুরাকামি'র গল্প এবং গবেষণা করছেন হারুকি মুরাকামি'র কথাসাহিত্য নিয়ে। কালচারাল স্টাডিজ, পোস্ট কলোনিয়াল স্টাডিজ ও পোস্ট হিউম্যানিটিজে উচ্চতর গবেষণা করতে আগ্রহী। হারুকি মুরাকামি'র *After the Quake* গল্পগ্রন্থটি *ভাঙনের পর* শিরোনামে তার প্রথম অনূদিত গ্রন্থ। এছাড়া গবেষণাগ্রন্থ *Murakami on the Shore* প্রকাশের অপেক্ষায়...।

ভাঙনের পর

মূলঃ হারুকি মুরাকামি

ভূমিকা ও ভাষান্তর
কাসিফুর রহমান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বোধেলা

ভাঙনের পর
মূলঃ হারুকি মুরাকামি
ভাষান্তর : কাসিফুর রহমান

© কাসিফুর রহমান

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৫

রোদেলা ৩৭২

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
তৌহিন হাসান

অনলাইন পরিবেশক :
http://rokomari.com/rodela

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭ হৃষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র

*Vangoner Por*Translated by Kasifur Rahman
First Published Ekushe Boimela 2015
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100
E-mail : rodela.prokashani@gmail.com
Web : www.rodela prokashani.com

Price : Tk. 200.00 only US $ 07.00
ISBN : 978-984-91334-7-6 Code : 372

উৎসর্গ

আহমেদ রেজা
মাসরুর শাহিদ হোসেন
সম্মানিতেষু

প্রাগাভাষ

গল্প সাহিত্যের নতুন শাখা–কথাসাহিত্য পাঠের মধ্যে গল্পই পাঠককে সহজাতভাবে সবচেয়ে বেশি টানে। ফলে সাহিত্যের এই শাখাটির পাঠক সবচেয়ে বেশি। বিশ্বসাহিত্যের গল্পপাঠে মূল ভাষাগত সীমাবদ্ধতা পাঠককে অনুবাদের দারস্থ হতেই হয়। শিক্ষাজীবনের শুরুতেই গল্পপাঠের অভিজ্ঞতা আমার ব্যক্তিজীবনে এক ধরনের বিশেষ আগ্রহের জায়গা তৈরি করে। তাই অন্যান্য পাঠ অভিজ্ঞতার সমান্তরালে গল্পপাঠ নিজের একটি বিশেষ পাঠ ক্ষেত্র হিসেবে বরাবর বিবেচনা করেছি। শিক্ষাজীবনের নানাবিধ সীমাবদ্ধ পাঠের গণ্ডি পেরিয়ে এখন শিক্ষকতা জীবন শুরু করেছি। গল্পপাঠের আবেগ ও শিল্পবোধের টানেই বিভিন্ন ভাষার গল্পপাঠ করতে আগ্রহী হই। হারুকি মুরাকামি আমার প্রিয় কথাকারদের মধ্যে একজন। তাঁর অপরাপর রচনাদি পাঠের অভিজ্ঞতার কারণে মুরাকামির গল্প পাঠ আমার জন্য বিশেষ একটি আগ্রহের স্থান তৈরি হতে থাকে। 'আফটার দ্যা কোয়েক' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো একটি একটি করে অনুবাদে হাত দেই। ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেই গ্রন্থটি গ্রন্থবদ্ধ হচ্ছে। প্রথম কাজ এবং অনুবাদের প্রাথমিক বিষয়াদি মাথায় নিয়েই এই কাজের হাতে খড়ি- তাই দীক্ষিত পাঠকের চাহিদা ও প্রত্যাশা কতখানি পূরণ করতে পারবে এই গ্রন্থ তা হয়তো সময় বলে দেবে। কিন্তু প্রথম কাজের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে আরো পরিপূর্ণ কাজের অভিজ্ঞতার দিকে অগ্রসর হবো এই শুভাশীষ প্রার্থনা করতেই পারি।

'ভিনটেজ' প্রকাশনী'র জে রুবিন অনূদিত ইংরেজি গ্রন্থ থেকে আমি গল্পগুলো অনুবাদ করেছি। ২০০১ সালে যথাক্রমে 'নিউ ইয়র্কার' পত্রিকায় 'কুশিরোতে ইউএফও', 'মধুবন' গল্প দুটি প্রকাশিত হয়েছে। 'ফ্ল্যাট আয়রনের দৃশ্য' পার্সিমন-এ প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বরের শিশুরা নাচতে জানে' হারপার'স-এ প্রকাশিত হয়। 'থাইল্যান্ড' গ্রানাটা'য় এবং 'সুপারফ্রগ' জিকিউ-তে প্রকাশিত। এছাড়া সংকলন হিসেবে গ্রেট ব্রিটেনের দ্যা হারভিল প্রেস প্রথম এই অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশ করে ২০০২ সালে। ভিনটেজ প্রকাশনও 'আফটার দ্যা কোয়েক' গ্রন্থ শিরোনামে ২০০২ সালে র‍্যানডম হাউজ লন্ডন থেকে প্রকাশ করে। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন রুথ রাওল্যান্ড।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের সুবাদে ঘনিষ্ঠ হই রাহেলদা; কবি ও গল্পকার রাহেল রাজিব-এর সাথে। বলা ভাল তাঁর একক তাগিদের ফলেই আমি গল্প অনুবাদে মনোনিবেশ করি। প্রতিদিন ফোনকল মেসেজ দিয়ে নান্দনিক অত্যাচার শুরু করেন এবং এই মধুর প্রেরণার ফলেই এই গ্রন্থটি অনুবাদ করি এবং ভূমিকাসহ পুরো গ্রন্থটির অনুপুঙ্খ তিনি পরিমার্জন করেছেন- অপার স্নেহ অধিকার নিয়ে তার বাসায় ও বিভাগে নানান সময়ে এই গ্রন্থ নিয়ে বহুবার কথা হয়েছে, তর্ক হয়েছে- শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদের সম্পর্ক এটি নয়, সম্পর্কের এই আয়ুরেখা চিরদিনের।

অনুবাদের সময় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন জাহিদুল ইসলাম, দিদার হোসেন, তানভীর আহমেদ আরিফুর রহমান ও রিফাত রেজওয়ানা। গল্পগুলো একটি একটি করে অনুবাদ করেছি–আর কম্পোজ করেছে স্নেহভাজন হিমাংশু সরকার–প্রুফ দেখেছে পাক্ষিক 'সময়ের কারুকাজ'-এর নির্বাহী সম্পাদক বন্ধু সোলায়মান হোসাইন।

এত কম সময়ের মধ্যে প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন শিল্পী তৌহিন হাসান। 'রোদেলা' প্রকাশনীর রিয়াজ খান গ্রন্থ প্রকাশের ভার নিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন; সকলের নিরন্তর সাফল্য কামনা করি।

কাসিফুর রহমান
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

হারুকি মুরাকামি'র গল্প: বিশ্বায়ন ও বোধের যোগসূত্র ১১

গল্পক্রম

কুশিরোতে ইউএফও ২৫
ফ্ল্যাট আয়রনের দৃশ্য ৪০
ঈশ্বরের শিশুরা নাচতে জানে ৫৬
থাইল্যান্ড ৭১
সুপার-ফ্রগের টোকিও বাঁচানো ৮৭
মধুবন ১০৪

হারুকি মুরাকামি'র গল্প: বিশ্বায়ন ও বোধের যোগসূত্র

কাসিফুর রহমান

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ার সময় হারুকি মুরাকামির লেখা 'নরওয়েজিয়ান উড' পড়ে তাঁর লেখার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করি। এরপর তাঁর লেখা অন্যান্য গল্পগুলো পড়ার ইচ্ছা জন্মে। 'নরওয়েজিয়ান উড' পড়ে যেমন কিশোর প্রেমের অন্তরালে উত্তর আধুনিকতাবাদকে খুঁজতে গিয়েছিলাম, ঠিক তেমনি করেই জে রুবিন অনূদিত মুরাকামির ছোটগল্পের ইরেজি সংকলন 'আফটার দ্য কোয়েক' পড়ে আমার মনে মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে কেন্দ্র করে হাজারো প্রশ্নের জন্ম নেয়। কিছু ঘটনা পুরো একটি জাতিকে এমনভাবে নাড়া দেয় যে সে জাতির প্রত্যেক শ্রেণি ও পেশার মানুষ তা থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করে। কিন্তু এর মাঝেও জীবন থেমে থাকে না। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে যেমন ১ লক্ষ ৩৮ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল, ঠিক তেমনি ১৯৯৫ সালের ১৭ জানুয়ারিতে দক্ষিণ জাপানের কোবে এলাকায় মাত্র ২০ সেকেন্ডের ভূমিকম্পে প্রায় ৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। এসব মৃত্যু আমাদের ভাবায়- চিন্তিত করে, কখনো কখনো মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে। 'আফটার দ্যা কোয়েক' গ্রন্থটি পড়ার পর পাঠকের মনে হতে বাধ্য যে মানুষের জীবন কত তুচ্ছ ও মূল্যহীন।

এই বইয়ের প্রথম গল্পটির মাধ্যমে পাঠকের কাছে এই সংকেতটি দেওয়া হয় যে, বইয়ের বাকি গল্পগুলোতে কোন না কোনভাবে মানুষের আত্মপরিচয় সংকটকে প্রবলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, 'আমার মনে হয় তোমার এ নিয়ে ভাবা উচিৎ: কাল হয়তো কোন ভূমিকম্প হতে পারে, অথবা কোন এলিয়েন তোমাকে খেয়ে ফেলতে পারে, ভাল্লুক খেয়ে ফেলতে পারে, কে জানে কাল কী ঘটতে যাচ্ছে!' আধুনিক জাপানের মানুষেরা ভূমিকম্পের ভয়াবহতা চিন্তা করে শিহরিত হয়। এই বইয়ের ছয়টি গল্পই ভূমিকম্পের পরবর্তী সময়ে, একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কীভাবে মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছিল তা তুলে আনার চেষ্টা করে। এজন্য লেখক কখনো স্যুরিয়ালিজম (পরাবাস্তববাদ), আবার কখনো

BanglaBook.org

ম্যাজিক রিয়ালিজমকে অলংকার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এ বইয়ের মাঝে অনেক চরিত্রের সম্মেলন ঘটেছে। কখনো হয়তো চার বছর বয়সী একটি শিশু স্যালাকে দেখা যায়, 'ভূমিকম্প মানব' নামে একটি দৈত্যের কারণে তার শিশু সুলভ ঘুমও আচমকা ভেঙে যায়। 'ভূমিকম্প মানব' তার স্বপ্নে এসে একটি দুঃস্বপ্ন গড়ে দেয়, তাকে বাক্সে পুরে নিয়ে যেতে চায়। আবার কখনও একজন গৃহিনীকে ভূমিকম্প নিয়ে এতটাই চিন্তিত দেখা যায় যে, সে কোনরকম কাজ না করে টানা ছয় দিন টেলিভিশনের সামনে বসে থাকে। আবার এও লক্ষ্য করা যায়, একজন ব্যাংক কর্মকর্তার বিশেষ কোন ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও সুপার ফ্রগের সাথে টোকিও শহরকে বাঁচানোর অভিযানে যাওয়ার আহ্বান। এই বইয়ের গল্পগুলো ১৯৯৫ সালের ভূমিকম্পের পটভূমিতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের শূন্যতাবোধ আলোকপাত করার প্রয়াস রাখে। একাকিত্বের যাতনায় মানবকূল কতটা দিশেহারা, তা বোঝানোর চেষ্টা করে। আমি অনূদিত গ্রন্থটি ভাষান্তর করার সময় জাপানি ভাষায় অজ্ঞতা থাকার কারণে জে রুবিনের ইংরেজি বইটির ভাবানুবাদ করেছি।

হারুকি মুরাকামি ১৯৪৯ সালের ১২ জানুয়ারি জাপানের কিয়োটোতে জন্মগ্রহণ করেন, এটি জাপানের ষষ্ঠ বৃহত্তম শহর এবং এখানেই মুরাকামির বেড়ে ওঠা। তাঁর বাবা-মা ছিলেন জাপানী সাহিত্যের শিক্ষক, আর এই পরিচয়ই তাঁকে লেখক হবার অনুপ্রেরণা যোগায়। স্কুলজীবনের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে তিনি এফ. স্কট ফিৎজারাল্ড, কার্ট ভোনেগাট, রেইমন্ড চ্যান্ডলার, রিচার্ড ব্রটিগান এবং ট্রুম্যান কাপোটের লেখা পড়েছেন। বলা ভাল- তিনি কখনোই জাপানী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন না, বরং পশ্চিমা সাহিত্য তাঁকে বিশেষ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে সাহিত্যিক মনোভাব তীক্ষ্ণ করতে। আর তাই বেশ কিছু ক্ষেত্রে জাপানী সমালোচকেরা তাঁকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন তাঁর পশ্চিমা সাংস্কৃতিক অনুরাগের জন্য। ১৯৬৮ সালে হারুকি মুরাকামি জাপানের ওয়াশেদা বিশ্ববিদ্যালয়ে থিয়েটার আর্টস নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। ছাত্র হিসেবে তিনি কখনোই মনোযোগী ছিলেন না। উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার জাদুঘরে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতেন সিনেমার পাণ্ডুলিপি পড়ার জন্য। তাঁর স্ত্রী'র সাথে প্রথম দেখাটা ওয়াশেদা বিশ্ববিদ্যালয়েই, ১৯৭১ সালে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁরা দুজনে মিলে একটি জ্যাজ বার স্থাপন করেন টোকিওর কোকোবুঞ্জিতে। এর নামকরণ করেন 'পিটার ক্যাট'। পরে তাঁরা এই বারটিকে স্থানান্তরিত করেন অনেক শান্ত, নীরব একটি এলাকা সেন্দাগারাতে। ১৯৭৪ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত তাঁরা জ্যাজ বারটি পরিচালনা করেন। লেখালেখির সময় মুরাকামি খুবই কঠোর নিয়মনীতির অনুসরণ করে থাকেন- ব্যক্তি জীবনে নিয়মানুসারে চলা তাঁর অভ্যাসের মতো; তিনি

BanglaBook.org

নিয়মিতভাবে রাত নয়টায় ঘুমোতে যান, ভোর চারটায় কোন অ্যালার্ম ছাড়াই ঘুম থেকে ওঠেন (তিনি কখনো স্বপ্ন দেখেন না বলেও দাবি করেন!)। সকাল এগারোটা পর্যন্ত তিনি টানা লেখালেখির কাজ চালিয়ে যান। একটানা সাত দিন ধরে এভাবে লেখার কাজ চালিয়ে যান, যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি বই লেখার কাজ শেষ হচ্ছে। তাঁর মতে,'একজন ভালো লেখক হতে হলে শক্তির প্রয়োজন।' উত্তরাধুনিক সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ ও অনন্য ব্যক্তিরূপে হারুকি মুরাকামি পরিচিত। বিশেষ করে, তাঁর লেখায় অবাস্তবধর্মী এবং হাস্যরসপূর্ণ উপাদানগুলোর জন্য তিনি খ্যাত। যা জাপানী সমাজের অনুভূতিশূন্য ও একাকিত্বের দৃশ্যপট তুলে ধরে। ১৯৭৯ থেকে তাঁর প্রথম উপন্যাস *'হিয়ার দ্যা উইন্ড সিং'* লেখার পর থেকে তিনি প্রায় ত্রিশটির বেশি ফিকশন এবং ননফিকশন লিখেছেন মাতৃভাষায়। পাশাপাশি ত্রিশটিরও বেশি বিভিন্ন লেখকের ইংরেজি সাহিত্যকর্ম জাপানী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর লেখা বইগুলো বিশ্বের ষোলটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। প্রথম উপন্যাস 'হিয়ার দ্যা উইন্ড সিং' নব্য লেখকদের প্রতিযোগীতায় বিজয়ী হয়। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'পিনবল' প্রকাশিত হয় ১৯৮০ সালে–দুইটি উপন্যাসই আকুতাগাওয়া পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়। প্রথমদিকের সাহিত্যকর্মে সফলতা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে, আর যে জন্য তিনি তাঁর মালিকানাধীন ক্লাবটি বিক্রয় করে পরিপূর্ণ উপন্যাস লিখতে মনোনিবেশ করেন। ১৯৮২ সালে তাঁর 'ট্রায়োলজি অফ দ্যা রেট'–এর তৃতীয় উপন্যাস, 'এ ওয়াইল্ড শিপ চেজ' প্রকাশিত হয়। ১৯৮৭ সালে মুরাকামির লেখা 'নরওয়েজিয়ান উড' জাপানে সর্বোচ্চ সংখ্যক বিক্রিত উপন্যাস। ১৯৯৫ সালে তিনি ইয়োমিউরি পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'দ্যা ওয়াইন্ড- আপ বার্ড ক্রোনিক্যাল' লেখেন। 'কাফকা অন দ্যা শোর' (২০০৬) তাঁকে চেক প্রজাতন্ত্রের ফ্রাঞ্জ কাফকা পুরস্কার অর্জন করতে সহায়তা করে। ২০১১ সালে মুরাকামি ইংরেজি '1Q84' এর অনুবাদ (ওয়ান কিউ- এইটি ফোর বা ইচি–কিউ–হাচি–ইওন) প্রকাশিত। এটি ১০০০ পৃষ্ঠার একটি মহাকাব্য, এর মূল বিষয় ম্যাজিক রিয়ালিজম। এটি তিনটি আলাদা খন্ডে প্রকাশিত হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল জাপানের প্রতি সম্মাননা প্রদর্শন। ২০১৪ সালে তাঁর সৃষ্টিকর্ম 'কালারলেস সুকুরু তাজাকি' এবং 'হিজ ইয়ারস অফ পিলগ্রিমেজ'- গ্রন্থ দুটি ইরেজিতে প্রকাশিত হয়।

তাঁর প্রথম উপন্যাস *'হিয়ার দ্যা উইন্ড সিং'* (১৯৭৯, অনূদিত ১৯৮৭) যে বইগুলো এরপর প্রকাশিত হয় তন্মোধ্যে *আ ওয়াইল্ড শিপ চেইজ* (১৯৮২, অনূদিত ১৯৮৯), *হার্ড বয়েল্ড ওয়াটার ল্যান্ড অ্যান্ড দ্যা এন্ড অব দ্যা ওয়ার্ল্ড* (১৯৮৫, অনূদিত ১৯৯১), *নরওয়েজিয়ান* উড (১৯৮৭, অনূদিত ১৯৮৯), *ড্যান্স, ড্যান্স, ড্যান্স* (১৯৮৮, অনূদিত ১৯৯৩), *দ্য ওয়াইল্ড–অ্যাপ বার্ড*

BanglaBook.org

ক্রোনিক্যাল (১৯৯৫, অনূদিত ১৯৯৮), *দ্য স্পুটনিক সুইটহার্ট* (১৯৯৯, অনূদিত ২০০১), *কাফকা অন দ্যা শোর* (২০০২, অনূদিত ২০০৫) এবং *আফটার ডার্ক* (২০০৪, অনূদিত ২০০৭) উল্লেখযোগ্য। তাঁর ছোটগল্প সংকলনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: দ্যা *এলিফ্যান্ট ভ্যানিশেস* (অনূদিত ১৯৯৩), এবং *আফটার দ্যা কোয়েক* (অনূদিত ২০০২) এছাড়াও *বাইন্ড উইলো, স্লিপিং ওম্যান* (২০০৬)

হারুকি মুরাকামির গল্প ও উপন্যাস শিল্পের অন্যান্য শাখায় সমানভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মুরাকামির প্রথম উপন্যাস *'হিয়ার দ্যা উইন্ড সিং'* জাপানী পরিচালক কাজুকি ওমুরী-এর দ্বারা চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। তার চলচ্চিত্রটি ১৯৮১ সালে মুক্তি পাবার পর আর্টস থিয়েটার গিল্ড এর মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। নাওতো ইয়ামা কাওয়া মুরাকামি'র ছোটগল্প অবলম্বনে দু'টি স্বল্পদৈঘ্য চলচ্চিত্র, অ্যাটাক অন দ্য বেকারী (১৯৮২) ও আ গার্ল, শি ইজ ১০০% (১৯৮৩) নির্মাণ করেন। ছোটগল্প দু'টি যথাক্রমে 'দ্যা সেকেন্ড বেকারী অ্যাটাক' এবং 'অন সিয়িং দ্য ১০০% পারফেক্ট গার্ল ওয়ান বিউটিফুল এপ্রিল মর্নিং'। জাপানী পরিচালক জান ইচিকাওয়া মুরাকামির ছোটগল্প 'তনি তাকিতানি' অবলম্বনে ৭৫ মিনিট দৈর্ঘ্য একটি ফিচার ফিল্ম তৈরি করেন। এই চলচ্চিত্রটি বিভিন্ন চলচ্চিত্র উসবে প্রদর্শিত হয় এবং নিউইয়র্ক ও লস অ্যাঞ্জেলস-এ ২০০৫ সালের ২৯ জুলাই মুক্তি দেওয়া হয়। নিউ ইয়র্কার পত্রিকায় ২০০২ সালের ১৫ এপ্রিল জে রুবিন কর্তৃক অনূদিত ছোটগল্পটি প্রকাশিত হয়। ১৯৯৮ সালে জার্মান চলচ্চিত্র দার এইসবায়ের (পোলার বিয়ার) হারুকি মুরাকামির ছোটগল্প 'দ্য সেকেন্ড বেকারী অ্যাটাক' থেকে তিনটি পরস্পর সংযুক্ত অংশ গল্প হিসেবে ব্যবহার করেন। এই চলচিত্রটি গ্রান্ড হেনম্যান কর্তৃক লিখিত ও পরিচালিত হয়। 'দ্য সেকেন্ড বেকারী অ্যাটাক' গল্পটি ২০১০ সালে কার্লোস কুয়েরন দ্বারা পরিচালিত আরেকটি স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়।

মুরাকামির লেখা গল্পগুলো ২০০৩ সাল থেকে মঞ্চে ব্যবহৃত হতে থাকে। ব্রিটেনের কম্পিসাইট কোম্পানি এবং জাপানের স্যাতাগায়া পাবলিক থিয়েটার'র যৌথ প্রযোজনায় ২০০৩ সালে মঞ্চনাটক 'দ্য এলিফ্যান্ট ভ্যানিশেস' মঞ্চস্থ হয়। এই প্রযোজনাটি সাইমন ম্যাক বারনি'র দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি মুরাকামির তিনটি ছোটগল্পকে ব্যবহার করে এবং এর অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারনে প্রশংসিত হয়। এই নাটকটির পরিচালক চলচ্চিত্র, সুর ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের শব্দ সংযোজনের সফল সংযোগ ঘটান। এমনকি এতে মাইম, নৃত্য, এক্রোব্যাটিক পদ্ধতিরও ব্যবহার করেন। বিভিন্ন দেশে এই নাটকটি ইংরেজি ভাষার সাবটাইটেলসহ প্রদর্শিত হয়। মুরাকামির *'আফটার*

দ্যা কোয়েক' বইটির 'হানি পাই' এবং 'সুপার ফ্রগ সেভস টোকিও' গল্প দুটিও সফল মঞ্চায়ন হয়। ফ্রাঙ্ক গালাতি ছিলেন এর পরিচালক। 'আফটার দ্যা কোয়েক' শিরোনামে এ নাটকটি স্টেপেন উলফ্ থিয়েটার কোম্পানি ও লা জোলা প্লে হাউস এর যৌথ প্রযোজনায় বার্কলি রিপারটরি থিয়েটারে ১২ অক্টোবর, ২০০৭ এ প্রদর্শিত হয়। ২০০৮ সালে গালাতি *'কাফকা অন দ্যা শোর'* বইটি মঞ্চে আনেন এবং পরিচালনা করেন। এটি ঐ বছর সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত শিকাগোর স্টেপেন উলফ্ থিয়েটার কোম্পানিতে প্রদর্শিত হয়। ২০০৭ সালে রবার্ট লগেভাল 'অল গড'স চিলড্রেন ক্যান ড্যানস' গল্পটিকে একটি চলচ্চিত্রায়ন করেন। এই চলচ্চিত্রের আবহ সঙ্গীত তৈরি করেন আমেরিকার জ্যাম ব্যান্ড সাউন্ডট্রাইব সেক্টর ৯। টম ফ্লিন্ট ২০০৮ সালে 'অন সিয়িং দ্যা ১০০% পারফেক্ট গার্ল ওয়ান বিউটিফুল এপ্রিল মর্নিং'কে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রায়ন করেন। এই চলচ্চিত্রটি ২০০৮ সালে কন–কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়। উক্ত চলচিত্র উসবে চলচিত্রটি দর্শক ভোটে প্রদর্শিত ও সমালোচিত হয়েছিল।

২০০৮ এর জুলাইয়ে ঘোষিত হয় যে ফ্রেঞ্চ–ভিয়েতনামি পরিচালক ত্রান অ্যাং হ্যাং *'নরওয়েজিয়ান উড'* উপন্যাস অবলম্বনে একটি চলচ্চিত্র তৈরি করবেন। চলচ্চিত্রটি জাপানে ২০১০ এর ডিসেম্বর মাসের ১১ তারিখে মুক্তি পায়। ২০১০ সালে স্টিফেন আর্নহার্ট 'দ্য ওয়াইল্ড– অ্যাপ বার্ড ক্রোনিক্যাল' অবলম্বনে একটি দুই ঘন্টার মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন তৈরি করেন। এই 'শো'টি ২০১১ সালের ১২ জানুয়ারি পাবলিক থিয়েটারের নিউইয়র্ক শহরের ওহাইয়ো থিয়েটারে 'আন্ডার দ্যা রাডার' উৎসবে এশিয়া সোসাইটি ও দ্যা বারিশোনিকভ আর্ট সেন্টার–এর যৌথ প্রযোজনায় প্রদর্শিত হয়। 'শো'টি ২০১১ সালের ২১ আগস্ট এডিনবার্গ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিশ্বব্যাপী মুক্তি পায়। হারুকি মুরাকামির *'আফটার দ্য কোয়েক'* সংকলনটি ২০১১ সালের তহুকু এলাকায় ভূমিকম্প ও সুনামি আক্রান্তদের ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশে সংগীত শিল্পী দ্রে কার্লান কর্তৃক ছয়টি গানে রূপান্তরিত হয়। যার শিরোনাম ছিল ডিসিঃ জেপিএন (DC:JPN)। হারুকি মুরাকামি তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ দেশি বিদেশি অনেক পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন- এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৮২ সালে নোমা সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৫ সালে তানিজাকি পুরস্কার, ২০০৫ সালে নিউইয়র্ক টাইমস্ বছরের দশটি সেরা বই, ২০০৬ সালে ফ্রাঞ্জ কাফকা পুরস্কার, ২০০৭ সালে সেরা উপন্যাসের জন্য ওয়ার্ল্ড ফ্যান্টাসি পুরস্কার, ২০০৭ সালে কিরিয়ামা পুরস্কার, ২০০৯ সালে জেরুজালেম পুরস্কার। এছাড়া বিগত দশকের শেষভাগ থেকে নোবেল পুরস্কারের জন্য আন্তর্জাতিক পরিসরে হারুকি মুরাকামির নাম বেশ জোড়ালোভাবে উচ্চারিত হচ্ছে।

BanglaBook.org

হারুকি মুরাকামির ছোটগল্প সংকলন *'ভাঙনের পর'*-এর গল্পগুলো ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে জাপানের কোবে শহরে ঘটিত ভূমিকম্পের ধ্বংসাত্মক পরিণতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। প্রতিটি গল্পের কোন না কোন অংশে, বিশেষত শেষাংশে ভূমিকম্পের চিত্রায়নের দেখা মেলে। তবে লক্ষণীয় মুরাকামির চরিত্রগুলোর প্রায় প্রতিটিই বাহ্যিক কোন শক্তি দ্বারা প্রভাবিত; অভাবনীয় অদম্য কোন পরিবর্তনের শিকার হয়। যেন প্রত্যেকেই নিজস্ব এবং ব্যক্তিগতভাবে ভূমিকম্পের ধ্বংসে আক্রান্ত। জাপানের সমুদ্র তীরবর্তী বন্দর-শহর কোবেতে ১৯৯৫ সালের ১৬ জানুয়ারি সকালের দিকে ৭.২ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এই শক্তিশালী ধ্বংসযজ্ঞে পাঁচ হাজারের বেশি প্রাণহানি ঘটে। তিন লক্ষের অধিক মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। এই গৃহহীনদের দলে হারুকি মুরাকামির বাবা-মাও ছিলেন। এর ঠিক দুই মাস পর কট্টরপন্থী ওম শিনরিকিও নামের একটি প্রতিষ্ঠানিক দল টোকিওর পাতালরেল ব্যবস্থার উপর আঘাত হানে। তারা গ্যাস হামলা চালায়, এতে এগারো জন নিহত এবং অনেকেই পঙ্গু হয়ে যায়। অনেক বছরের পরিচিত যুক্তরাষ্ট্রীয় জীবন পেছনে ফেলে তাঁর জাপানে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্তটি এই দুটি ধ্বংসাত্মক প্রভাবের মৌল কারণ। জাপানে ফিরে আসার মূল উদ্দেশ্য হল গবেষণা করে একটি ননফিকশন লেখা, 'গ্যাস হামলাকারী জঙ্গি এবং হামলার শিকার' উভয়পক্ষের অনুভূতি, তথ্যাদি সংগ্রহ সম্পর্কিত একটি মৌলিক রচনার পত্তন করা। এই ননফিকশনটির নাম ছিল 'আন্ডারগ্রাউন্ড: দ্যা গ্যাস অ্যাটাক অ্যান্ড দ্যা জাপানীজ সাইক'(২০০১)। পরিশেষে মুরাকামির বই *'ভাঙনের পর'*-এর ছয়টি গল্পই বাস্তবধর্মী। বাহ্যিক দৃশ্যমান স্পষ্ট কিছু অনুভূতি, ঘটনা বা প্রভাব নিয়ে কাজ করে। আর এই বাস্তবমণ্ডিত পটভূমি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের সেই জাপানী চরিত্রগুলোতে, যারা প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুটো দুর্যোগের ধ্বংসস্তূপে নিজেদের সত্ত্বা খুঁজে পায়। অন্তত তাদের খুঁজে পাবার প্রয়াস নিগূঢ়ভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রথম গল্প 'কুশিরোতে ইউএফও' শুরু হয় একজন মহিলার চরিত্রকে নিয়ে, যে টেলিভিশনের সামনে পাঁচদিন যাবৎ ভূমিকম্পের বার্তা দেখে কাটিয়েছে। তার স্বামী কমুরা একটি হাইফাই দোকানের বিক্রেতা। ভূমিকম্পের ছয় দিন পর সে বাড়ি ফিরে এসে দেখে তার স্ত্রী ঘরে নেই, তার জন্য একটি চিরকুট লিখে অন্য কোথাও চলে গিয়েছে। সে তাতে লিখেছিল, যদিও কমুরা একজন সুদর্শন পুরুষ, কিন্তু তার সাথে বসবাস করা মানে একখণ্ড বাতাসের সাথে বসবাস করা। তার স্ত্রীর চলে যাওয়াতে কমুরার মনে কোন ভাবান্তর হয়নি। মুরাকামির লেখায় চরিত্রের এমন স্বাভাবিক আচরণ লেখাকে একটি অনন্য মাত্রা প্রদান করে। কমুরা তার কাজ থেকে এক সপ্তাহের

BanglaBook.org

ছুটি নেয়। এরই মধ্যে তার এক সহকর্মী তার কাছে জানতে চায়, কুশিরোতে তার ছোট বোনের জন্য কমুরা একটি প্যাকেট নিয়ে যেতে পারবে কিনা। সে সহকর্মীটি তার বিমান ভাড়া এমনকি হোটেল ভাড়া বহন করতেও রাজি আছে। কমুরার সহকর্মীর বোন কিকো, আর তার এক বান্ধবী শীমাও একসাথে এয়ারপোর্টে কমুরার সাথে দেখা করে। তখন তার একরকম বিচিত্র অনুভূতি হয়। তার এটি মনে হয়নি যে, সে অনেক পথ ভ্রমণ করে এসেছে। এ ধরনের পরিবর্তন মুরাকামির অনেক গল্পেই দেখা যায়। যখন কমুরা বলে যে তার স্ত্রীর চলে যাওয়ার সাথে ভূমিকম্পের কোন সম্পর্ক নেই, শীমাও তখন বলে এ দুটো কাজের বিষয়ের মধ্যে কোন যোগসূত্র রয়েছে। ভূমিকম্পের ভয়াবহতা দেখে কমুরা এতটাই ভয় পায় যে সে শীমাও-এর সাথে কয়েকবার চেষ্টা করেও মিলিত হতে পারেনি। সে যখন শীমাও-কে তার স্ত্রীর কথা বলেছিল যে সে যেমন বলেছিল কমুরার ভেতরে কিছু নেই- এটি ঠিক কিনা। সে যখন জিজ্ঞাসা করল তার ভেতরে 'কী' নেই। সে তাকে বলল কমুরা যে বাক্যটি নিয়ে এসেছে তার ভেতরে সেই জিনিসটি লুকানো ছিল, আর সে এটি কখনো ফিরে পাবে না।

দ্বিতীয় গল্পটির নাম 'ফ্ল্যাট আয়রনের দৃশ্য'। দুটি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক আঙ্গিক নিয়ে গড়ে ওঠা একটি গল্প। একটি চরিত্র জানকো আর অন্যটি মিয়াকে, যে সমুদ্র হতে ভেসে আসা কাঠ দিয়ে সৈকতে আগুন জ্বালাতে পারদর্শী। জানকো জ্যাক লন্ডনের 'টু বিল্ড আ ফায়ার' কথা মনে করে। যেখানে প্রধান চরিত্রটি বরফের মাঝে আগুন জ্বালাতে না পেরে মৃত্যুবরণ করে। জ্যাক লন্ডনের এই গল্পটি জানকোর মাঝে এক ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, সেটার সূত্রপাত যখন সে স্কুলে পড়ত তখন থেকে। তার মনে হয় লোকটি যদিও আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করেছিল, আর ঠান্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তবু সে সংগ্রামের মাঝেও নিজের মৃত্যু কামনা করেছিল। মিয়াকে আগুন জ্বালাতে সিদ্ধহস্ত ছিল। সে জানকোকে বলে, যদি কেউ আগুনের দিকে গভীর মনোযোগে তাকিয়ে থাকে, সে তার ভেতরের একটি সার্বিক অনুভূতি দেখতে পায়। জানকোর ভেতরে কিছু একটি ছিল, যা সে আগুনের দিকে তাকিয়ে কল্পনা করতে পারল। এক পর্যায়ে 'কাশিরোতে ইউএফও'র কামুরার মত জানকোও বলল তার মনে হয়, তার ভেতরে কিছু নেই। মিয়াকে তাকে বলে, সেই শূন্যতা সে ভালোভাবে অনুভব করতে পারে। স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গডো' নাটকের দিদি ও গোগো চরিত্র দুটির মতো জানকো ও মিয়াকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আগুন নিভে যাওয়ার পর তারা আত্মহত্যা করবে। তারা যেখানে আগুন জ্বালিয়েছিল, সেখানেই জানকো ঘুমিয়ে পড়ল। আর মিয়াকে তাকে বলল যখন আগুন নিভে যাবে, তখন তার

BanglaBook.org

ঠান্ডা অনুভব হবে। সে চাক বা না চাক, ঘুম থেকে উঠতেই হবে। এই বইয়ের মতো শূন্যতা ছাড়াও তাদের মাঝে এক রকমের বোঝাপড়া গল্পের শেষ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। তাদের দু'জনের এই পারস্পরিক বোঝাপড়া থেকে আঁচ করা যায় যে আগুন নিভে গেলেও তারা একত্রে থাকবে।

'ঈশ্বরের শিশুরা নাচতে জানে' গল্পে ইয়োশিয়া নামের একটি চরিত্রকে আমরা পাই, যে একজন অদ্ভুত লোককে মেট্রোরেল স্টেশন থেকে অনুসরণ করতে থাকে। ইয়োশিয়া যে বিষয়টি লক্ষ্য করে সেই লোকটির পিছু নিয়েছিল ঘটনাক্রমে সে তার অতীত স্মৃতিতে ফিরে যায়, যখন তার মা তাকে বলেছিল তার বাবা 'ঈশ্বর' নিজেই। শিশু হিসেবে সে তার মায়ের কথাটি বিশ্বাস করেছিল। এরপর মেট্রোরেল চলতে থাকে, আর স্মৃতিচারণ হতে থাকে ইয়োশিয়ার পুরনো দিনের বর্ণনা। ইয়োশিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল যে এই অদ্ভুত লোকটাই তার বাবা। শেষ স্টেশনে এসে ইয়োশিয়া লোকটির ভাড়া করা ট্যাক্সিকে অনুসরণ করতে থাকে। লোকটি যে এলাকায় গিয়ে থামে সেটি একটি শিল্পাঞ্চল। সেখানে জীবনের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। জায়গাটি দেখতে ঠিক যেন স্বপ্নের জগৎ এবং এটিই একটি নির্দেশনা, যা মুরাকামির সৃষ্ট চরিত্রটিকে একটি কাল্পনিক জগতে প্রবেশ করায়। এরপর ইয়োশিয়া অদ্ভুত লোকটির পিছু নিয়ে একটি গলির মধ্যে দিয়ে বেসবল মাঠে গিয়ে উপস্থিত হয়। হঠাৎ তার দৃষ্টি থেকে লোকটি হারিয়ে যায়। এ পর্যন্ত ইয়োশিয়া যা করল তা তার কাছে অর্থহীন মনে হতে লাগল। সে মনে করে কোনকিছুই আর আগের জায়গায় ফিরে যাবে না। একটি উঁচু ঢিবিতে দাঁড়িয়ে দু'হাত উঁচু করে সে বলতে লাগল, 'ও ঈশ্বর।' এই গল্পটিও একটি নিঃসঙ্গ শূন্যতার মধ্য দিয়ে ধাবিত হয়। যদিও ইয়োশিয়া গল্পের শেষে তার বাবার নাম ধরে ডাকে। এটি পরিষ্কার নয় যে তার এই আবিষ্কার ইতিবাচক না নেতিবাচক। পাঠকগণ একটি গোলকধাঁধায় দাঁড়িয়ে এ গল্পটি শেষ করেন।

'থাইল্যান্ড' গল্পটি সাতসুকি নামের একজন ডাক্তারের জীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি কাহিনি। সে একটি সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য ব্যাংককে যায়। থাইল্যান্ড যাওয়ার পরপরই হঠাৎ কিছু ঘটনার পরিক্রমায় স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের উন্নতি নিয়ে সে নিজেই পরিকল্পনা করে। যদিও সে একই পেশায় নিয়োজিত, সে মনে করে চিকিৎসা বিজ্ঞান মানুষের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এই গল্পের সবচেয়ে পরিহাসের বিষয় এই যে সাতসুকি নিজে থেকেই অসুস্থতা বোধ করে। সে এক সপ্তাহ থাইল্যান্ডে অবকাশ যাপনের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। ষাট বছর বয়স্ক একজন গাড়িচালক ও গাইড তাকে সহায়তা করে। গল্পটি শুরুর পর্যায়ে একটু ভিন্নদিকে মোড় নিলেও ঘটনার দিক পরিবর্তন আকস্মাৎ ঘটে যায় নিমিত যখন তাকে আশি বছর

বয়স্কা একজন বৃদ্ধা জ্যোতিষীর কাছে নিয়ে যায়। মহিলাটি সাতসুকিকে বলে, সে একটি পাথর তার শরীরের ভেতর করে বয়ে বেড়াচ্ছে। এ পাথরটি তার শরীর থেকে বের করে নেওয়া জরুরি। মহিলাটি আরও বলে তার স্বপ্নে একটি সাপ আসবে তাকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার জন্য। তা না হলে সে মরে যেতে পারে। তখন শুধু থাকবে সেই পাথরটি, আর কিছুই নয়। যখন সে বৃদ্ধা তাকে বলে যে কোবেতে অবস্থানরত যে লোকটিকে সে ঘৃণা করে, সে এখনো বেঁচে আছে, তখন তার মনে হয় ভূমিকম্পের জন্য সে নিজেই দায়ী। তার এমন বর্তমানের জন্যও সে নিজেই দায়ী। কেননা সে ওই লোকটিকে ধ্বংস করে দেবার জন্য মনে মনে ভূমিকম্প আশা করেছিল। বিমানে ওঠার আগে সাতসুকি নিমিতকে তার সাথে কফি খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। যদিও সে নিমিতকে তার পিতা-মাতা কিংবা স্বামীর সম্বন্ধে বলতে চাইল, তখন নিমিত বাধা দিল। সে সাতসুকিকে বলে যে, তার ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী স্বপ্নে সাপটি দেখা জরুরি। আমরা আবারো একটি চরিত্র দেখতে পাই, যে চরিত্রটি ইয়োশিয়া, জানকো, কমুরার মতন শূন্যতা অনুভব করে। কিন্তু এর পরেও গল্পে কিছুটা অস্পষ্ট হাতছানি থেকে যায়। সাতসুকি কি স্বপ্নে সেই সবুজ আঁশযুক্ত সাপটি দেখতে পেয়েছিল? তার মনের মধ্যে থাকা ব্যর্থতার দায়টি কি মেটাতে পেরেছিল?

'সুপার ফ্রগ' গল্পটি সব গল্পের চাইতে সমৃদ্ধ পরাবাস্তবতাকে তুলে আনতে পারঙ্গম। কারণ গল্পটি কাফকা রচিত গল্পের আদলে সূচিত হয়। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কাতাগিরি। যে তার বাড়িতে একটি বিশালাকৃতির ব্যাঙ দেখতে পায়। ব্যাঙটি তাকে ভয় না পাওয়ার আশ্বাস দিয়ে বলে, সে এখানে এসেছে মেগাসিটি টোকিওকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। আর ধ্বংসাত্মক সেই শত্রুটি হল ওয়ার্ম। যে কিনা পরাক্রমশালী, তাই সেই ওয়ার্ম নামক দৈত্যের সাথে যুদ্ধ করতে হলে কাতাগিরির মত একজন নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী, দক্ষ লোকের প্রয়োজন। সে ফ্রগের সাথে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত থাকবে। কিন্তু নিজের বিভিন্ন সমস্যার কথা বলে কাতাগিরি ফ্রগকে বোঝাতে চায় যে সে যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত নয়। ফ্রগের কতক উদ্ভট কথা যদিও কাতাগিরি অবিশ্বাস করে না, তথাপি সে বিচলিত। আর সে ফ্রগের কাছে নিজের দুর্বলতার কথা প্রকাশ করে। সে এটি বুঝতে পারে না যে তার মত একজন অক্ষম, সাধারণ জীবনযাপনকারী ব্যাংক কর্মকর্তা কিভাবে ফ্রগের সাথে পাতালে গিয়ে ওয়ার্ম নামক দৈত্যের সাথে যুদ্ধ করবে! ফ্রগ তাকে আশ্বাস দেয়, তার মত সাধারণ ও ভালো মানুষের জন্যই ফ্রগ টোকিওকে বাঁচাতে চায়। যখন পাতালে যাবার দিন ও সময় আসে তখন গল্পের মাঝে নতুন ঘটনার উন্মেষ ঘটে। কাতাগিরিকে গুলি করা হয়। যখন সে নিজেকে

BanglaBook.org

হাসপাতালের বিছানায় আবিষ্কার করে, তখন সে জানতে পারে যে ফ্রগ যেমনটি ভূমিকম্পের কথা বলেছিল, সেটা হয়নি। এমনকি তাকে গুলিও করা হয়নি। গল্পের বেশিরভাগ চরিত্রেরই ধারণা নেই যে, আসলে কোন ঘটনাটি সত্য। অন্যান্য গল্পগুলোর চরিত্রের মত কাতাগিরিরও জানা নেই, আসল সত্য কি! ফ্রগ কাতাগিরিকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে বলে, কাতাগিরি মনে না করতে পারলেও সে স্বপ্নে তার সাথে যুদ্ধে গিয়েছিল। আর এটাও সত্য যে সে ফ্রগকে অনেক সাহস যুগিয়েছিল যুদ্ধের ময়দানে। ফ্রগ যুদ্ধাহত, সে কোমায় পড়ে যায়। হঠাৎ তার শরীর থেকে ভয়ঙ্কর কিছু পোকামাকড় বের হতে থাকে। কেঁচো ও পোকা জাতীয় সরীসৃপ প্রাণীতে পুরো ঘর ছেয়ে যায়। যেগুলো এক সময় কাতাগিরির অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং শরীরকে আচ্ছাদিত করতে থাকে। যখন সে চিৎকার করে ওঠে, তখন সে নতুন এক দ্বিধায় পড়ে যায়। সে ঘুমন্ত নাকি জাগ্রত! অথচ হাসপাতালের ঘরে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোও উধাও। কিন্তু কাতাগিরি ফ্রগের অস্তিত্বে অটল– সে বুঝতে পারে ফ্রগ তার জীবন বিসর্জন দিয়ে টোকিও শহরকে রক্ষা করছে। আর এটিও বুঝে নেয় ফ্রগ মাটিতে মিশে গেছে, যেমনটি সে ঘুমানোর আগে বলেছিল। সে আর কোনদিন ফিরবে না, কাতাগিরি বন্ধুবিয়োগের ব্যথা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এই গল্পটি একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়ে শেষ হয়ে যায়। কেননা কাতাগিরিকে আর কোন দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে যেতে হয় না।

এই গ্রন্থের ষষ্ঠ ও শেষ গল্পের শিরোনাম 'মধুরেন'। এটি সম্ভবত এই গ্রন্থের সবচেয়ে ইতিবাচক গল্প। গল্পের শুরুতে জুনপেই স্যালাকে মজার একটি গল্প শোনানোর মাধ্যমে নিজের জীবনকেও মিলিয়ে নেয় সেই গল্পের ইতি টানতে। জুনপেই-এর গল্পে মাসাকিচি একটি চরিত্র, যার কোন বন্ধু নেই। মাসাকিচি–তার চাইতে শক্তিশালী তনকিচি দ্বারা বেশি ঘৃণিত। স্যালার মা সায়োকো জুনপেইকে ডেকেছে, যিনি একজন লেখক এবং বন্ধু। সে জুনপেইকে ডেকেছিল কারণ সে কিছু ঝামেলার মধ্যে পড়েছিল। সমস্যা স্যালাকে নিয়ে। স্যালা নিয়মিত একটি দুঃস্বপ্ন দেখতো। যাকে সে নাম দিয়েছে 'ভূমিকম্প মানব'। এটা তাকে কোন বাক্সে বন্দী করতে চায়। এরপর গল্পটি তিন বন্ধু– সায়োকো, তাকাতসুকি, জুনপেইকে কেন্দ্র করে চলতে থাকে। একটি ত্রিভুজ প্রেমের পট নিয়ে জীবনের কিছু চড়াই–উৎরাইয়ে গল্পটির প্রেক্ষাপট পাঠকের সামনে দাঁড়ায়। জুনপেই সায়োকোকে ভালোবাসতো, কিন্তু সে কখনই তা সায়োকোর কাছে প্রকাশ করতে পারে না। কারন সে একটু বিচলিত। তাকাতসুকিও সায়োকোকে ভালোবাসে, এবং সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পিছপা হয় না। পড়ালেখার শেষে জুনপেই একজন সফল গল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এদিকে তাকাতসুকি একটি নামী পত্রিকার

BanglaBook.org

প্রতিবেদক হিসেবে কাজ পেয়ে সায়োকোকে বিয়ে করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও স্যালার দ্বিতীয় জন্মদিনের আগে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। জুনপেই সায়োকোকে বিয়ের প্রস্তাব দেবার সংকল্প করলেও মানসিক দ্বিধা তাকে বারবার গল্পের প্রথম থেকেই পিছিয়ে এনেছে। সে কি সায়োকোকে প্রস্তাবটি দেবে, নাকি দেবে না? যখন তাকাতসুকির অবর্তমানে জুনপেই আর সায়োকো স্যালাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যায়, তখন ভাল্লুক তনকিচি আর তার বন্ধু মাসাকিচির জীবন নিয়ে জুনপেই স্যালাকে গল্প বানিয়ে বলতে থাকে। তনকিচি মাসাকিচির মধুর সাথে তার স্যামন মাছ বিনিময় করে। আর এই বিনিময় প্রথায় তারা ভালো বন্ধুতে পরিণত হয়। যখন স্যামন বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন তনকিচি জীবন সংগ্রামের সন্ধানে নতুন পথ খুঁজতে অন্য কোথাও যেতে শিকারী কর্তৃক ধৃত হয় আর চিড়িয়াখানায় স্থানান্তরিত হয়। সেই সন্ধ্যায় সায়োকোর অ্যাপার্টমেন্টে জুনপেই–সায়োকোর অব্যক্ত প্রেম জেগে ওঠে। তারা পরস্পরকে দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে। ঠিক যেন ১৯ বছর আগের দুজন, ঠিক যেন জীবনে প্রথম মিলন। কিন্তু যখনই তারা মিলনে যাবে তখনই স্যালা এসে পড়ে। সে আবার 'ভূমিকম্প মানব' দ্বারা আক্রান্ত হয়। আর সেই অতিমানবটি স্যালাসহ সবার জন্য বাক্স খুলে অপেক্ষা করছে, এমন কথা বলে যায়। স্যালা–সায়োকো একসাথে ঘুমিয়ে পড়লে জুনপেই সোফাতে শুয়ে পড়ে। সে ঘুমোতে পারে না। সেই বাক্সটির দিকে যে তাকিয়ে থাকে, যেটার কারণে স্যালার দুঃস্বপ্নে ভূমিকম্প মানব আসে। সেটা ছিল টিভি। আর অপেক্ষা করতে পারে না জুনপেই। ঘুম থেকে ওঠার পরই সে সায়োকোকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে। সে স্যালার জন্য বানানো গল্পটিরও একটি উপসংহারে পৌঁছায়। যেখানে তনকিচি মধুবন বানায় আর মাসাকিচি সেগুলো বাজারে বিক্রি করবে। এভাবে ভাল বন্ধু হিসেবে তারা সারাজীবন একসাথে কাটিয়ে দেবে। যেমনটি সায়োকো জুনপেইকে বলেছিল, তার সারাজীবন জুনপেইকে পাশে দরকার।

হারুকি মুরাকামি বর্তমান বিশ্বে বহুল পঠিত ও আলোচিত কথাশিল্পী হিসেবে পরিচিত। তাঁর স্বল্প উপন্যাসের বিষয় ও বহুমাত্রিক আঙ্গিকের কারণে পাঠক সমালোচক মুরাকামি'র কথাসাহিত্য আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিশেষত নোবেল পুরস্কার ঘোষণার আগে ভাগে হারুকি মুরাকামির নাম বারবার উঠে আসছে। 'ভাঙনের পর' গল্পগ্রন্থটিও নানান কারণে আলোচিত- অনূদিত গল্পগুলো পাঠকের মনের খোরাক জোগানোর সমান্তরালে নান্দনিক বোধেও নাড়া দেবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

Banglabook.org

গল্পক্রম

ভাষান্তরকাল : অক্টোবর ২০১৪–জানুয়ারি ২০১৫

কুশিরোতে ইউএফও

টানা পাঁচদিন টেলিভিশনের সামনে বসে কাটিয়েছে সে। ভাঙা ব্যাংক, ধ্বংস গ্রাম, হাসপাতাল-দোকানপাটের আগুন দেখে, রেললাইন আর এক্সপ্রেস ট্রেনের রাস্তা দেখে। যেন সোফার গদিতে একেবারে গেঁথে গেছে। মুখ একেবারে বন্ধ। এমনকি কমুরার কোন কথাও জবাব দিল না। মাথা পর্যন্ত নাড়ালো না। ফলে কমুরা বুঝতে পারলো না আদৌ সে তার কথা শুনতে পাচ্ছিল কিনা ।

কমুরার স্ত্রীর জন্ম ইয়ামাগাটার উত্তরে। জানা মতে তার স্ত্রীর এমন কোন আত্মীয় বা বন্ধু নেই, যারা কোবেতে আহত হতে পারে । কিন্তু এরপরও সে টেলিভিশনের সামনে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শিকড় গেঁথে বসে থাকে। অন্তত কমুরার উপস্থিতিতে সে কোন কিছু খায়নি, পান করেনি এবং টয়লেটেও যায়নি। মাঝে মাঝে টিভি চ্যানেল পাল্টানো ছাড়া সে তার পেশিও নাড়ায়নি। কমুরা নিজেই কফি ও টোস্ট তৈরি করে খেয়ে কাজে চলে যেত। সে যখন সন্ধ্যায় ঘরে ফিরতো ফ্রিজে যা পেত তাই দিয়ে কোন একটা নাস্তা বানিয়ে একা খেয়ে নিতো। কমুরা যখন রাতে ঘুমাতে যেত তখনও তার স্ত্রী মধ্য রাতের খবর দেখতে থাকতো। নীরবতার এক পাথরের দেয়াল তাকে ঘিরে রেখেছিল। কমুরা স্ত্রীর সেই নীরবতা ভাঙার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছিলো।

এক রবিরাব কাজ থেকে ফিরে দেখতে পেলো তার স্ত্রী বাড়ি চলে গিয়েছে। কমুরা টোকিওর 'ইলেক্ট্রনিক্স টাউন' নামে খ্যাত একটি হাই-ফাই যন্ত্রাংশের বিক্রয়-কর্মী ছিল। সে গত আট বছর যাবৎ এই কাজ করছে এবং প্রথম থেকেই ভাল উপার্জন করছে। তখন জাপানের অর্থনীতির অবস্থা চাঙ্গা ছিল। সম্পদের মূল্য বাড়তে থাকে এবং জাপান অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করছিলো। মানুষের মানিবাগ প্রায় ১০,০০০ ইয়েনের নোট দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। আর সবাই সেগুলো খরচ করার জন্য উদগ্রীব ছিল। সে কারণে সবচেয়ে দামী জিনিষগুলো আগে আগে বিক্রি হয়ে যেত ।

কমুরা বেশ লম্বা এবং ফ্যাশন সচেতন ছিল। সে মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার করতো। কমুরা যখন অবিবাহিত ছিল তখন অনেক মেয়ের সাথে প্রেম

BanglaBook.org

করেছো। কিন্তু কমুরা অবাক হয়ে খেয়াল করলো- বিয়ের পর তার দৈহিক সম্পর্কের প্রতি মোহ চলে গেল। বিয়ের পর পাঁচ বছর পার হয়ে গেলেও স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন মেয়ের সাথে সে আর রাত কাটায়নি। তবে ব্যাপারটা এমন না যে, সুযোগ আসেনি। কিন্তু কমুরা ক্ষণস্থায়ী এক রাতের সম্পর্কে আর উৎসাহী নয়। এর চেয়ে সে অনেক বেশি পছন্দ করতো তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরা, তারপর স্ত্রীর সাথে ধীরে সুস্থে রাতের খাবার খাওয়া। বারান্দায় বসে তার সাথে খানিকক্ষণ গল্প করা। এরপর বিছানায় গিয়ে ভালোবাসা।

কমুরার বন্ধু ও সহযোগী তার বিয়ের ঘটনায় খুবই অবাক হলো। কেননা তার লম্বা গড়ন ও সুন্দর চেহারার তুলনায় তার স্ত্রী খুবই সাধারণ। দেখতে খাটো এবং হাতগুলো খুবই চওড়া ছিলো। সে ছিলো অনুজ্জ্বল ও ভাবলেশহীন। এমনকি তার ব্যক্তিত্বের তেমন আকর্ষণীয় কিছু ছিলো না। সে খুব কম কথা বলতো এবং সব সময় গোমড়া অভিব্যক্তি ধারণ করতো।

কিন্তু কমুরা এই স্ত্রীর সাথে একই ছাদের নীচে থাকা অবস্থায় সবচেয়ে ভালো থাকতো। সেটাই একমাত্র সময় ছিল যখন সে ভারমুক্ত থাকতে পারতো। স্ত্রীর পাশে তার ভালো ঘুম হতো। অতীতে যে দুঃস্বপ্নগুলো দেখতো সেগুলো এখন আর তাকে তাড়া করে না।

অপরপক্ষে, কমুরার স্ত্রী টোকিও-এর ভীড় পছন্দ করতো না। তার কেবল ইয়ামাগাটার কথা মনে পরতো। বাবা-মা ও বড় দুই বোনের কথা খুবই মনে হতো। সে যখন মন চাইতো তখনই তাদেরকে দেখতে বাড়ি যেত। তার বাবা-মা একটা হোটেল (পানশালা) সফলভাবে চালাতো যা দিয়ে তাদের ভালই চলতো। তাঁর বাবা তাঁর ছোট মেয়ের জন্য পাগল ছিলেন এবং খুশিমনে তার ফিরতি ভাড়া দিয়ে দিতেন। অনেক সময় এমন হতো যে কমুরা কাজ থেকে এসে দেখতো তার স্ত্রী নেই। রান্নাঘরের টেবিলে একটি চিরকুটে লেখা থাকতো- তার স্ত্রী কিছুদিনের জন্য তার বাবা-মাকে দেখতে গিয়েছে। এ নিয়ে কমুরা কখনই অভিযোগ করতো না। তার স্ত্রী সব সময় সাত অথবা দশদিন পর সুন্দর মেজাজ নিয়ে ফিরে আসতো।

কিন্তু ভূমিকম্পের পাঁচ দিন পর যে বার গেল, সেই বার তার ভাষা ছিল একটু ভিন্ন রকম। 'আমি কখনই ফিরে আসবো না'। খুব সাধারণ কিন্তু স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করলো কেন সে কমুরার সাথে আর থাকতে চায় না। 'সমস্যাটা হচ্ছে এই যে, তুমি আমাকে কখনোই কিছু দিতে পার না।' সে আরো লিখলো- 'তোমার ভিতরে আমাকে দেবার মত কিছু নেই। তুমি ভাল, দয়ালু ও সুদর্শন পুরুষ। কিন্তু তোমার সাথে থাকা আর বাতাসের থাকা একই কথা। যদিও এটা সম্পূর্ণ তোমার একার দোষ না। অনেক নারীই সহজেই তোমার প্রেমে পরবে। কিন্তু আমাকে দয়া করে কল করোনা।'

BanglaBook.org

পরের দিন কমুরা তার স্ত্রীর বাবা-মাকে কল করার চেষ্টা করল। শ্বাশুড়ি ফোন ধরে বললেন, তাঁরা খুব শীঘ্রই প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র পাঠিয়ে দিবেন যাতে কমুরা তার সীল এবং স্বাক্ষর দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই চলবে।

কিন্তু কমুরা জানাল- সে হয়তো 'দ্রুত' পাঠাতে পারবে না। কেননা এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। এজন্য তার চিন্তা করার সময় দরকার।

'তুমি চিন্তা-ভাবনা করতে পার, কিন্তু আমার মনে হয়না তাতে তার মন পরিবর্তন হবে'- শাশুড়ি বললেন।

তিনি হয়তো ঠিকই বলেছেন। কমুরা নিজেকে নিজে বলল। যতই সে চিন্তাভাবনা করুক অথবা অপেক্ষা করুক, কোন কিছুই আর আগের মত হবে না- এ সম্পর্কে সে নিশ্চিত ।

কমুরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সীল করে পাঠানোর কিছুদিন পর এক সপ্তাহের বেতনসহ ছুটি চাইল। যেহেতু ফেব্রুয়ারি মাস বছরের একটি ধীরগতি সম্পন্ন মাস তাই কমুরার ছুটি মঞ্জুর হলো। কমুরার বস কমুরাকে কিছু একটা বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বললেন না।

কমুরার একজন সহকর্মী সাসাকি দুপুরে লাঞ্চের সময় তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আমি শুনেছি তুমি ছুটি নিচ্ছ। কিছু পরিকল্পনা করছো নাকি?'

'আমি জানি না' কমুরার সহজ উত্তর। 'আমার কি করা উচিত?'

সাসাকি কমুরার চেয়ে ছোট, অবিবাহিত। ছোট চুল, সুন্দর গড়ন। সাসাকি সোনালি ফ্রেমের চশমা পরতো। অনেকেই ভাবত সে অহংকারী ও বাচাল । কিন্তু সহজ সরল কমুরার সাথে ভাল ভাব ছিল।

'কি আশ্চর্য- যেহেতু তুমি ছুটি নিচ্ছ, কোথাও বেড়াতে যাচ্ছ না কেন ?

'খারাপ বলনি' কমুরা বলল ।

রুমাল দিয়ে চশমা মুছতে মুছতে সে কমুরার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিল তার কি হয়েছে ।

–'তুমি কখনো হোক্কাইডো গিয়েছ?'

–'কখনো না'

–'যেতে চাও?'

–'কেন জিজ্ঞেস করছো?'

–'তোমাকে সত্যি বললে বলতে হয়, আমার একটা প্যাকেট আছে যেটা আমি কুশিরোতে পাঠাতে চাই। আর আমি চাই তুমি সেটা নিয়ে যাবে। তুমি আমাকে অনেক বড় উপকার করতে পারো। আর আমি তোমার ফিরতি টিকিট দিতে চাই। আমি কুশিরোতে তোমার হোটেলে থাকারও ব্যবস্থা করব।'

'ছোট প্যাকেট?'

'এটার মত'

BanglaBook.org

সাসাকি হাত দিয়ে চার ইঞ্চি একটি ঘনক তৈরি করে ইশারা করলো। তেমন ভারী কিছু না।

'কাজের কিছু?'

সাসাকি তার মাথা নাড়াল । 'মোটেও না'

একান্ত ব্যক্তিগত। আমি চাইনা এটা নষ্ট হয়ে যাক। যার কারণে এটা ডাকযোগে পাঠাতে চাই না। আমি চাই তুমি এটা হাতে হাতে পৌছে দিবে, যদি সম্ভব হয়। আমারই যাওয়া দরকার ছিল, কিন্তু হোক্কাইডো-তে যাওয়ার মত সময় আমার হাতে নেই।

'এটা কি গুরুত্বপূর্ণ কিছু ?'

তার বন্ধ ঠোঁট আস্তে আস্তে নড়তে শুরু করল, সাসাকি মাথা নাড়াল।

'এটা ভঙ্গুর কিছু না, আর এতে ক্ষতিকর কোন কিছু নেই। এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তারা বিমানবন্দরে এটাকে যখন এক্সরে করবে তখন তোমাকে থামাবে না। আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে কোন বিপদে ফেলবো না। আর এটার ওজন নেই বললেই চলে। আমি শুধু চাইছি তুমি অন্যান্য জিনিস যেভাবে নিতে সেভাবেই নিয়ে যাবে।

–'তা এই প্যাকেটটা কাকে দিতে হবে ?'

–'আমার বোনকে। আমার ছোট বোন। সে ওখানে থাকে।'

কমুরা সাসাকির প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য মনস্থির করল। কেননা সে ভাবেনি কিভাবে ছুটি কাটাবে। আর এখন নতুন পরিকল্পনা বানানো খুবই কষ্টকর হবে। এছাড়াও তার হোক্কাইডোতে না যেতে চাওয়ারও কোন কারণ ছিল না । সাসাকি তারপর এয়ারলাইনে কল দিয়ে কুশিরোর টিকিট কাটল। দু' দিন পর দুপুরে ফ্লাইট ছিল।

পরদিন কাজে গিয়ে সাসাকি কমুরাকে মানুষের ছাই বহন করার জন্য যে বাক্স ব্যবহার করা হয় তার মত একটা বাক্স দিল। এটা কাঠের তৈরি একটা বাক্স। সাসাকি যেমনটা বলেছিল, এটা তেমনই। খুবই হালকা। স্বচ্ছ টেপ দিয়ে পুরো বাক্সটা জড়ানো ছিল। কমুরা বাক্সটা হাতে নিয়ে কয়েক সেকেন্ড নেড়েচেড়ে দেখল। সে এটাকে হালকা নাড়ালো কিন্তু ভিতরে কিছু নড়াচড়া করল না ।

'আমার বোন এয়ারপোর্টে থেকে তোমাকে নিতে আসবে। সে তোমার জন্য একটি রুম ঠিক করে রাখবে', সাসাকি বলল । 'তোমাকে শুধু এই প্যাকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে যাতে সে তোমাকে দেখতে পায়। চিন্তা কর না, এয়ারপোর্ট খুব একটা বড় না।'

কমুরা বাক্সটি স্যুটকেসে ভরে বাড়ি থেকে বের হলো। সে বাক্সটি একটি পাতলা শার্ট দিয়ে জড়িয়ে নিল। প্লেনটি সে যেমন ভেবেছিল তার চাইতে

BanglaBook.org

অনেক বেশি জনাকীর্ণ ছিল। এত লোক কেন এই শীতে টোকিও থেকে কুশিরোতে যাচ্ছিল- এটা ভেবে সে অবাক হয়েছিল।

সকালের পত্রিকাতে শুধুই ভূমিকম্পের খবর। সে প্লেনে বসে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পত্রিকাটিই পড়ল। মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছিল। অনেক এলাকাতেই তখনও বিদ্যুৎ ও পানি ছিল না, আর অগণিত লোক তাদের বাড়িঘর হারিয়েছিল। প্রত্যেকটি খবরই নতুন কোন দুঃখজনক ঘটনার কথা বলেছিল।

সে ভূমিকম্পের রিপোর্টগুলোর উপর চোখ বুলোতে লাগল, একটু পর পর থেকে তার স্ত্রীর কথা ভাবতে লাগল, আবার পত্রিকায় ফিরে গেল। যখন যে ক্লান্ত হয়ে গেল সে চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল। আবার যখন জেগে উঠল, সে তার স্ত্রীর কথা আবার ভাবতে শুরু করল। সে কেন টিভিতে ভূমিকম্পের রিপোর্টগুলো খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে এত মনোযোগ দিয়ে দেখতো? সে ওখানে কি দেখতে পেয়েছিল?

দু'জন একই রকম ওভারকোট পরা মহিলা এয়ারপোর্টে কমুরার কাছে আসলো। একজন দেখতে ফর্সা। উচ্চতা আনুমানিক পাঁচ ফুট ছয়, ছোট চুল। তার নাক থেকে উপরের দিকটা সামনে আগানো ছিল যা দেখে কমুরোর ছোট চুলের ঘোড়ার কথা মনে হল। তার সাথে যে এসেছে সে দেখতে প্রায় পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি লম্বা এবং তার নাক বোঁচা না হলে তাকে আরও সুন্দর দেখাতো। তার লম্বা চুল ঘাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। তার ডান কানের লতিতে দু'টা তিল ছিল যেগুলো তার কানের দুলের কারণে আরও উজ্জ্বল লাগাছিলো। দু'জনেরই বয়স বিশ এবং ত্রিশের মাঝামাঝি বলে মনে হয়। তারা কমুরাকে এয়ারপোর্টের একটি ক্যাফেতে নিয়ে গেলেন।

'আমি কিকো সাসাকি' লম্বা মহিলাটি বললেন। 'আমার ভাই আমাকে বলেছে তুমি তার কত উপকার করেছ। ও আমার বান্ধবী শীমাও।'

কমুরা ও শীমাও একে অন্যের সাথে পরিচিত হল।

কিকো সাসাকি সমবেদনার গলায় বলল, 'ভাইয়া বলেছে তোমার স্ত্রী সম্প্রতি মারা গিয়েছেন।' কমুরা উত্তর দেয়ার আগে একটু থমকে গেল, 'না, সে মারা যায় নি।'

–'আমি গত পরশুদিনই ভাইয়ার সাথে কথা বলেছি আমি নিশ্চিত যে সে বলেছে তুমি তোমার স্ত্রীকে হারিয়েছে।'

–'আমি হারিয়েছি। সে আমাকে ডিভোর্স দিয়েছে। কিন্তু আমার জানা মতে সে জীবিত ও ভালো আছে।'

–'এটা অদ্ভুত। আমি এত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভুল শুনতে পারি না।'

কমুরা তার কফিতে অল্প চিনি দিয়ে এবং চুমুক দেয়ার আগে হাল্কা নাড়া

দিয়ে নিল। কফি খুবই হাল্কা ছিল, কোন স্বাদই ছিল না। তার কাছে মনে হল এটা আসল অর্থে কফি না। আমি এখানে কি করছি? সে ভাবল।

—'যাক, আমার ধারণা আমি ভুল শুনেছিলাম।'

সে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল, 'আমাকে মাফ করে দাও। আমি খুব নিষ্ঠুর আচরণ করেছি।'

—'এটা নিয়ে ভেবো না। যে কোনভাবেই সে আর নেই।'

যখন কমুরা ও কিকো কথা বলছিল তখন শীমাও চুপছিল। কিন্তু সে হাসছিল এবং তার চোখ কমুরার দিকে ছিল। তাকে দেখে মনে হয় যে সে কমুরাকে পছন্দ করেছিল। কমুরা তার অঙ্গভঙ্গি ও অভিব্যক্তি দেখে তা বুঝতে পেরেছিল। তিন জনের মধ্যে ক্ষণিকের নীরবতা বজায় থাকে।

'আমি যে প্যাকেটটি এনেছি তোমাকে তা দিতে চাই।'- কমুরা বলল।

সে স্যুটকেসের চেইন খুলে তার ভেতর থেকে পাতলা শার্টে মোড়ানো প্যাকেটটি বের করল। তার মাঝে হঠাৎ চিন্তা ভর করল, আমার তো এই প্যাকেটটি ধরে এয়ারপোর্টে দাঁড়ানোর কথা ছিল। এভাবেই আমাকে তাদের চেনার কথা ছিল। তারা কিভাবে বুঝতে পেরেছিল যে আমিই কমুরা!

কিকো সাসাফি টেবিলের উপর দিয়ে তার হাত বাড়ালো। তার ভাবলেশহীন চোখ প্যাকেটিতে আটকে ছিল। এটার ওজন পরীক্ষা করার পর কিকো ও কমুরার মত কানের কাছে নিয়ে প্যাকেট ঝাঁকালো। সে সবকিছু ঠিক আছে বুঝাতে গিয়ে কমুরার দিকে তাকিয়ে হেসে প্যাকেটটি তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে রাখলো।

—'আমার একটা ফোন কল করতে হবে'—কিকো বলল।

—'আমি যদি একটু যাই তবে তুমি কি কিছু মনে করবে?'

—'একেবারেই না'— কমুরা বলল। 'চিন্তার কিছু নেই' কিকো তার ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে দূরের একটি ফোন বুথের দিকে হেঁটে গেল। কমুরা তার হাঁটার ভঙ্গি খেয়াল করল। তার শরীরের উপরের অংশ স্থির ছিল। কিন্তু তার নিতম্ব থেকে নীচ দিকের সবকিছুই মসৃণভাবে দুলতে থাকে। তার হঠাৎ একটু আশ্চর্যভাবে মনে হতে লাগলো যে সে অতীতের কোন ঘটনা দেখছে। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বর্তমানে ফিরে এসেছে।

'আগে কখনও হোক্কাইডো এসেছ?' শীমাও জিঙেজ্ঞস করল ।

—কমুরা মাথা নাড়াল।

—'হুম, আমি জানি । অনেক দূর।'

এরপর চারপাশের সবকিছু খেয়াল করতে লাগল। 'মজার ব্যাপার হলো এখানে বসে মনে হচ্ছে না যে আমি অনেক দূরে এসেছি।

BanglaBook.org

–‘কারণ তুমি উড়ে এসেছ। এই প্লেনগুলো খুবই দ্রুতগতি সম্পন্ন। তোমার মন দেহের সাথে তাল মেলাতে পারবে না।’

–‘তুমি হয়তো ঠিক বলছ।’

–‘তুমি কি এত দীর্ঘ ভ্রমণ করতে.চেয়েছিল?’

শীমাও বলল , ‘তুমি যত দূরেই যাও, তোমার বাইরে তুমি যেতে পারবে না । এটা তোমার ছায়ার মত। এটা তোমার পিছু পিছু আসে।’

শীমাও কমুরার সাথে কঠোর আচরণ করতে শুরু করল।

–‘আমি বাজি ধরতে পারি তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালবাসাতে, তাই না?’

কমুরা প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল।

–‘তুমি কি কিকো সাসাকির বান্ধবী?’

–‘ঠিক। আমরা এক সাথে কাজ করি ।’

কোন উত্তর না দিয়েই শীমাও জিজ্ঞেস করল।

–‘তুমি কি ক্ষুধার্ত?’

–‘আমি বুঝতে পারছি না’ কমুরা উত্তর দিল।

–‘একবার মনে হচ্ছে ক্ষুধার্ত, আবার মনে হচ্ছে না।’

–‘চলো তিনজন মিলে কোথাও খেতে যাই। তোমার এতে ভালো লাগবে।’

শীমাও একটি ছোট চার চাকার গাড়ি চালাতে শুরু করল। মিটার দেখে বোঝা গেল এই গাড়িটি এখন পর্যন্ত প্রায় ১০০,০০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে। পেছনের বাম্পারে অনেক বড় একটি গর্ত ছিল । কিকো সাসাকি শীমাও-এর পাশে বসেছিল। কমুরা পিছনের আবদ্ধ সিটে বসেছিল। শীমাওয়ের গাড়ি চালানোতে কোন সমস্যা ছিল না, কিন্তু পেছনের আওয়াজ খুবই ভয়ংকর ছিল। আর গাড়ির সামনের শব্দ প্রায় গুলি করার অবস্থায় চলে গিয়েছিল। চোখ বন্ধ করে কমুরার মনে হতে লাগল যে সে একটি ওয়াশিং মেশিনের ভিতর বসে আছে।

কুশিরোর রাস্তায় কোন বরফ জমতে দেয়া হত না। কিন্তু রাস্তার দুই ধারে প্রায়ই নোংরা বরফের খণ্ড দেখা যেত। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং যদিও সন্ধ্যা তখনও আসেনি, চারিদিকে ঘন অন্ধকার নেমে আসছিল। শহরে ঠান্ডা বাতাস বইতে লাগল। পথচারী বলতে কাউকে দেখা গেল না। এমনকি ট্রাফিক বাতিগুলোকেও মনে হচ্ছিল বরফাচ্ছান্ন।

‘হোক্কাইডোর এই কমুরার একটা বরফ পড়ে না, কিকো সাসাকিয় কমুরার কাছে উচু স্বরে ব্যাখ্যা করেছিল। আমরা উপকূল এলাকায় আছি, ভারী বাতাস বয়।

শীমাও বলল, ‘এই রাস্তায় অনেকের মৃত্যুর খবর শোনা যায়।’

Banglabook.org

কমুরা জিজ্ঞেস করল, 'এখানে আশে-পাশে বিয়ার পাওয়া যায়?'

কিকো ঢোক গিলে শীমাও এর দিকে তাকাল। কমুরা বিয়ারের কথা বলছে।

শীমাও একইভাবে ঢোক গিলল। কমুরা ব্যাখ্যা করে বলল, 'আমি হোক্কাইডো সম্পর্কে তেমন কিছু জানিনা।

কিকো বলল, 'বিয়ার সংক্রান্ত একটি ভাল গল্প আমার জানা আছে।'

কিন্তু তাদের কথা এই পর্যায়ে এসে থেমে গিয়েছিল। তাদের কেউই বিয়ারের গল্পটি আর বলেনি। কমুরাও শুনতে চায়নি। শীঘ্রই তারা তাদের গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছিল। রাস্তার পাশে নুডল্‌স-এর একটি বড় দোকান। তারা গাড়িটি পার্ক করে ভেতরে গিয়েছিল। কমুরা একটি বিয়ার ও এক বাটি নুডল্‌স নিয়েছিল। জায়গাটি খুবই অপরিচ্ছন্ন এবং নীরব। চেয়ার-টেবিলগুলি ছিল ভঙ্গুর। কিন্তু নুডল্‌স খেতে খুব মজার ছিল। আর যখন খাওয়া শেষ হল, তখন কমুরা আগের চাইতে একটু বেশি আরাম বোধ করছিল।

কিকো সাসাকি কমুরাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি হোক্কাইডোতে কিছু করতে চাও? আমার ভাইয়া বলেছেন তুমি এখানে এক সপ্তাহ কাটাতে চাও।'

কমুরা কিছুক্ষণ ভাবল। কিন্তু সে কি করবে সে ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত পৌঁছাতে পারেনি ।

–'উষ্ণ পানিতে গা ভেজাতে চাও? বাথটাবে অনেকক্ষণ গা ভিজিয়ে আরাম করতে চাও ? কাছেই একটি ছোট গ্রাম আছে।'

কমুরা বলল, 'প্রস্তাবটা মন্দ না।'

–'আমি নিশ্চিত তুমি এটা পছন্দ করবে। এটা খুবই চমৎকার। কোথাও বিয়ার কিংবা এ জাতীয় কিছু নেই।'

কিকো জিজ্ঞেস করল, 'তোমার স্ত্রীকে নিয়ে প্রশ্ন করলে কিছু মনে করবে?'

–'না, কিছু মনে করব না।'

–'সে কখন চলে গিয়েছিল?'

–'ও... ভূমিকম্পের পাঁচ দিন পর, এখন তা দু'সপ্তাহেরও বেশি।'

–'এটার কি ভূমিকম্পের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল ?'

কমুরা মাথা নাড়ল এবং বলল, 'সম্ভবত না। আমি তা মনে করি না।'

শীমাও মাথা সামান্য ঝাকা দিয়ে বলল, 'এরপরও আমি ভাবছি, সেই ধরনের ঘটনা কি আবার এটার সাথে সম্পর্কযুক্ত?'

কিকো বলল , 'হ্যা, তুমি দেখবে না এটা কিভাবে ঘটে।'

–'ঠিক বলেছ , এ ধরনের ঘটনা সব সময় ঘটতেই থাকে' শীমাও বলল ।

কমুরা জিজ্ঞেস করলো, 'কোন ধরনের ঘটনা?'

BanglaBook.org

কিকো বলল, 'যেমন ধর আমার পরিচিত একজনের সাথে যেমনটি ঘটেছিল ।'

শীমাও জিজ্ঞেস করলো, 'মানে মিঃ সাইকির কথা বলছ?'

কিকো বলল, 'ঠিকই ধরেছো। সাইকির কথাই বলছি। সে কুশিরোতে থাকে। তার বয়স ৪০ বছর। একজন হেয়ার স্টাইলিস্ট। তার স্ত্রী গত বছরের শরৎকালে একটি ইউএফও দেখেছিল। সে মাঝরাতে শহরের কোল ঘেঁষে একা একা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা বিশাল ইউএফও কে মাঠে নামতে দেখলো। হুম। *ক্লোজ এনকাউন্টারস* এ যেমন হয়েছিলো। হঠাৎ এক সপ্তাহ পর সে বাড়ি ছেড়ে গিয়েছিল। তারা কোন পারিবারিক ঝামেলায় ছিল না। সে চলে গিয়েছিল। আর ফিরে আসেনি।'

–'হাল্কা বাতাসে' শীমাও যোগ করল ।

–'আর এটা কি ইউএফও এর কারণে?' কমুরা জিজ্ঞেস করল।

–'আমি জানিনা কেন' কিকো উত্তর দিল। 'সে শুধু হেঁটে চলে গিয়েছিল। কোন চিরকুট কিংবা অন্য কিছু রেখে যায় নি। তার দু'টো বাচ্চাও ছিল যারা প্রাথমিক স্কুলে পড়ত। সে যেবার চলে গেল তার আগের সপ্তাহে সবটুকু সময় লোকজনের সাথে শুধু ইউএফও-এর গল্পই করেছিল। তুমিও তাকে থামাতে পারতে না। সে শুধু বলেই যেত, ইউএফও কত সুন্দর আর বড় ছিল।'

সে একটু থামল।

কমুরা বলল, 'আমার স্ত্রী একটা চিরকুট রেখে গিয়েছিল। আর আমাদের কোন বাচ্চাও নেই। কিকো বলল, 'তাহলে তোমার অবস্থা সাইকির চাইতে একটু ভাল।'

–'হুম, বাচ্চারা অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়' শীমাও মাথা নেড়ে বলেছিল।'

শীমাও এর বাবা তার যখন সাত বছর বয়স তখন চলে গিয়েছিল 'হঠাৎ একদিন' শীমাও হাসতে হাসতে যোগ করল। পুরো জায়গাটাতেই নীরবতা ছেয়ে গেল।

কমুরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য বললো, 'হয়তো সাইকির স্ত্রী পালিয়ে যায় নি। বরং ইউএফও-এর এলিয়েনরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে।'

–'এটা সম্ভব'। শীমাও সায় দিল।

–'এরকম গল্প প্রায়ই শোনা যায়'।

কিকো জিজ্ঞেস করলো, 'মানে তুমি রাস্তায় হাঁটছিলে– হঠাৎ একটি ভাল্লুক এসে তোমাকে খেয়ে ফেললো- এধরনের কিছু?'

দুজন মহিলা আবার হাসা শুরু করলো।

তারা তিনজন নুডুলস এর দোকানে থেকে বের হয়ে একটি হোটেলে গিয়েছিল। এটা শহরের একদম শেষ মাথার, রাস্তার ধারে যেখানে হোটেলের

BanglaBook.org

পাশাপাশি সমাধি স্তম্ভের দোকানও রয়েছে। শীমাও যে হোটেলটা পছন্দ করেছে সেটি একটি অদ্ভুত দালান। এটার একদম উপরে ত্রিভুজাকৃতির একটি পতাকা উড়ছিল।

কিকো রিসিপশন থেকে চাবি নিল। তারা তিনজন লিফটে চড়ে রুমে গেল। অযৌক্তিক বড় খাটের তুলনায় জানালাগুলো খুবই ছোট ছিল। কমুরা তার জ্যাকেটটি রেকে রেখে টয়লেটে ঢুকল। সে যে কয়েক মিনিট ভেতরে ছিল ততক্ষণে দুইজন মিলে গোসলের উপকরণ, লাইট, হিটার, টিভি, খাবারের মেন্যু, মাথার কাছের সুইচ এবং বারের উপকরণ গুলো পরীক্ষা করে নিল।

–'মালিক আমার বন্ধু' কিকো বলল।

–'আমি তাদেরকে তাদের সবচেয়ে বড় রুমটা ঠিকঠাক রাখতে বলেছিলাম। এটা একটা হানিমুন হোটেল। কিন্তু এতে তুমি বিচলিত হবে না। তুমি বিচলিত নও, তাই না ?'

–'একদম না' কমুরা উত্তর দিল।

–'আমি ভেবেছিলাম এই রুমটা অনেক ভালো হবে। শহরের অন্যান্য ছোট হোটেলগুলোতে তোমার দম বন্ধ হয়ে আসতে পারতো।

কমুরা বলল, 'তুমি হয়ত ঠিকই বলছ।'

–'তুমি গোসল করতে পার।'

যখন কমুরা বাথরুম থেকে আসল তখন সে অবাক হয়ে খেয়াল করেছিল যে কিকো সাসাকি চলে গিয়েছিল। শীমাও তখনও সেখানে ছিল। সে টিভি দেখতে দেখতে বিয়ার খাচ্ছিল।

–'কিকো বাড়ি গিয়েছে' শীমাও বলল। 'সে আমাকে বলে গিয়েছে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে। আর সে কাল সকালে আসবে। আমি এখানে কিছুক্ষণ থাকলে আর বিয়ার খেলে তুমি কি কিছু মনে করবে?'

–'কোন সমস্যা নেই' কমুরা উত্তর দিল।

–'তুমি নিশ্চিত তো যে তোমার কোন সমস্যা হবে না? যেমন ধর তুমি একা থাকতে চাও, আর আশপাশে অন্য কেউ থাকলে তুমি আরাম করতে পার না ?'

কমুরা নিশ্চিত করল যে তার কোন সমস্যা নেই। চুল মুছতে মুছতে আর বিয়ার খেতে খেতে সে শীমাও-এর সাথে টিভি দেখছিল। ভোরের ভূমিকম্পের খবর দেখাচ্ছিল। মৃত ছবিগুলো বারবার আসছিল। কাত হওয়া বিল্ডিং, জঞ্জাল ভরা রাস্তা, বুড়ো মানুষের কান্না, দ্বিধা আর উদ্দেশ্যহীন রাগ। যখন বিজ্ঞাপন শুরু হয়েছিল শীমাও রিমোট দিয়ে টিভি বন্ধ করে দিয়েছিল।

–'যতক্ষণ এখানে আছি, চলো আমরা গল্প করি।'

কমুরা বলল, 'ঠিক আছে'

BanglaBook.org

–'তবে আমরা কি নিয়ে কথা বলতে পারি?'

গাড়িতে তুমি আর কিকো বলেছিলো বিয়ার নিয়ে কি যেন একটা গল্প আছে । তোমরা বলেছিলে দারুণ গল্প। সে বলল, 'ও হ্যাঁ। বিয়ারের গল্প'

–'তুমি কি সেটা আমাকে বলতে চাও?'

–'কেন নয়?'

শীমাও মিনিবার থেকে বিয়ারের একটি নতুন বোতল নিয়ে দুজনের গ্লাস ভর্তি করেছিল।

–'এটা একটু অন্য রকম গল্প' সে বলল । 'কিছু মনে করবে না তো?'

–'মানে, অনেক পুরুষই মহিলাদের মুখ থেকে এ ধরনের গল্প আশা করে না।'

–'আমি ওরকম না'

–'এই ঘটনাটি আমার সাথে ঘটেছিল, তাই এটি একটু বিব্রতকর।'

–'তোমার যদি বলতে সমস্যা না হয় তবে আমি শুনতে চাই। তোমার সমস্যা না হলে, আমি ঠিক আছি।'

–'আমার সমস্যা নেই' কমুরা বলল।

–'তিন বছর আগে যেবার আমি কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম আমি এই লোকেটির সাথে প্রেম করতাম। সেও কলেজের ছাত্র ছিল, আমার চেয়ে এক বছরের বড়। তার সাথেই আমার প্রথম দৈহিক সম্পর্ক হয়েছিল। একদিন আমরা উত্তরের পাহাড়ে হাইকিং এ গিয়েছিলাম।' সে এক চুমুক বিয়ার পান করল। 'তখন ছিল শরৎ, আর পাহাড়ে প্রচুর ভালুক ছিল। বছরের ওই সময়টিতে ভালুকেরা শীত নিদ্রায় যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। তাই তারা খাবারের খোঁজ করছিল, তবে তারা খুবই ভয়ংকর। মাঝে মাঝে তারা মানুষদেরকে আক্রমণ করতো। আমরা যাওয়ার তিন দিন আগেই তারা একজন হাইকারকে আক্রমণ করেছিল। তাই কেউ একজন আমাদের সাথে বহন করার জন্য একটি ঘণ্টা দিয়ে দিয়েছিল। আমাদেরকে বলা হয়েছিল ঘণ্টাটি বাজিয়ে পথ চলতে, যেন ভালুকেরা মানুষের অস্তিত্ব টের পেয়ে কাছে না আসে। ভালুক মানুষকে এমনি এমনি আক্রমণ করে না। মানে, তারা বেশির সময়ই সবজি খায়। তাদের মানুষকে আক্রমণ করতে হয় না। তারা আচমকা মানুষের সামনে পড়ে গেলে কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে মানুষকে আক্রমণ করে। তাই তোমরা যখন ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে পথ চলবে ভালুক তোমাদের এড়িয়ে চলবে, বুঝতে পেরেছো।'

–'হ্যাঁ , বুঝতে পেরেছি।'

–'তাই আমরা ওভাবেই পথ চলছিলাম, বেল বাজাতে বাজাতে হাঁটছিলাম। আমরা একটি নির্জন জায়গায় পৌছানের পর ও বলল– সে মিলিত

BanglaBook.org

হতে চায়। আমারও ওর প্রস্তাবটি পছন্দ হয়ে গেল এবং আমরা রাস্তা থেকে দূরে একটু ঘরের মতো গোলাকৃত জায়গায় গিয়ে প্লাস্টিক বিছালাম, যেখানে কেউ আমাদের দেখতো পাবে না। আমি ভাল্লুকের ভয়ে ছিলাম। মানে একটু ভাবো কি ভয়ংকর ব্যাপার হবে এটি, যে তোমার প্রিয়তমাকে আদর করার সময় পিছন থেকে ভাল্লুকের আক্রমণে মারা পড়লে! তুমি কি এটা চাইতে?

কমুরা একমত হল যে সে এভাবে মরতে চাইতো না।

–'ঠিক অদ্ভুতভাবে আমরা মিলিত হচ্ছিলাম– ভাবতে পারো এক হাতে ঘন্টা বাজানো আর আদর করে যাওয়া! মিলিত হওয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি ঘণ্টা ধরে রেখেছিলাম ও বাজাচ্ছিলাম! ডিং! ডিং! ডিং! ডং! ডং!

দু'জনের মধ্যে যখন একজনের হাত ব্যথা হয়ে আসতো তখন আমরা অন্য জনকে দিতাম। সারাক্ষণ ঘণ্টা বাজানো খুবই আশ্চর্য ছিল। আমি এখনও দৈহিক মিলনের সময় ওটা মনে করি, আর হাসি!'

কমুরাও হাসতে শুরু করল।

শীমাও নিজেও হাসতে শুরু করল।

শীমাও হাতে তালি দিল। চমৎকার। সে বলল। 'তুমি শেষ পর্যন্ত হাসতে পারলে!'

–'অবশ্যই আমি হাসতে জানি' কমুরা বলল। কিন্তু সে ভাবল অনেকদিন পর সে এভাবে হেসেছে। শেষ কবে এভাবে হেসেছে? শেষ কবে এভাবে হেসেছিল?

–'আমিও যদি তোমার সাথে গোসল করি, তুমি কিছু মনে করবে? শীমাও জিজ্ঞেস করল।

–'ঠিক আছে'

যখন শীমাও গোসল করছিল তখন কমুরা একটি হাসির অনুষ্ঠান দেখছিল। কিন্তু সে এটাতে একটুও মজা পাচ্ছিল না। সে বুঝতে পারছিল না সেটা কি তার নিজের সমস্যা নাকি অনুষ্ঠানটির। সে একটু বিষম খেয়ে মিনিবার থেকে বাদামের একটি প্যাকেট খুলল। শীমাও অনেকক্ষণ যাবৎ গোসল করছিল। অবশেষে সে একটি তোয়ালে জড়িয়ে এসে খাটের এক পাশে বসল। সে তোয়ালে খুলে দ্রুত চাদরের ভেতরে বিড়ালের মত করে ঢুকে গেল এবং কমুরার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে জড়িয়ে শুয়ে ছিল ।

–'তুমি শেষ কবে তোমার স্ত্রীকে আদর করেছিলে?'

–'আমার মনে হয়, ডিসেম্বরের শেষার্ধে।'

–'এরপর থেকে আর কিছু না?'

–'না'

–'কারও সাথেই না?'

Banglabook.org

কমুরা চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়াল।

–'আমার কি মনে হয় জানো? তোমার জীবনের আরেকটু বেশি উপভোগ করা প্রয়োজন।

–'কাল হয়তো কোন ভূমিকম্প হতে পারে, তোমাকে হয়তো এলিয়েনেরা নিয়ে যেতে পারে, ভাল্লুক হয়তো তোমাকে খেয়ে ফেলতে পারে। কেউ জানে না কাল কি হবে।'

কমুরা সুর মেলাল, 'কেউ জানে না সামনে কি ঘটাতে যাচ্ছে।'

–'ডিং- ডং' শীমাও বলল।

শীমাওকে কয়েকবার ভালবাসাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে কমুরা হাল ছেড়ে দিল। আগে কখনও এমন হয়নি। শীমাও বলল, 'তুমি হয়তো তোমার স্ত্রীর কথা ভাবছ'

'হুম' কমুরা বলল।

কিন্তু সে সামনে ভূমিকম্পের কথা ভাবছিল। তার চোখে একটার পর একটা ছবি ভাসতে লাগাল 'স্লাইড শো'র মত। পর্দায় উকি দিয়ে আবার হারিয়ে যায়। রাজপথ, আগুন, ধোঁয়া, পাথরের স্তুপ, রাস্তার ফাটল... সে এই নীরব ছবিগুলোর ধারাবাহিকতা থামাতে পারছিল না।

শীমাও কমুরার খোলা বুকে তার কান লাগাল। 'এরকম হয়' সে বলল।

–'হুম'

–'তুমি এতে বিচলিত হবে না।'

কমুরা উত্তর দিল, 'আমি চেষ্টা করবো।'

–'মানুষ সব সময় এগুলোর দ্বারা বিচলিত হয়।'

কমুরা কিছু বলল না। শীমাও কমুরার স্তনবৃন্ত নিয়ে খেলছে।

–'তুমি বলেছিল তোমার স্ত্রী একটি চিরকুট রেখে গিয়েছিল, তাই না?'

–'বলেছিলাম'

–'কি লেখা ছিল এতে?'

–'এটাই যে আমার সাথে থাকা আর বাতাসের সাথে থাকা একই কথা।'

–'বাতাসের সাথে থাকা? শীমাও কমুরার দিকে ঘুরে তাকাল।' এর মানে কি ?

–'মানে আমার ভেতরে কিছু নেই, আমার মনে হয়।'

–'এটা কি সত্য?'

–'হতে পারে' কমুরা বললো। যদিও আমি নিশ্চিত না। হয়তো আমার ভেতরে কিছু নেই, কিন্তু অন্য কি হতে পারে?'

–'হুম' ভাবতে হবে। আর কি হতে পারে এর অর্থ? আমার মা স্যামনের চামড়ার জন্য পাগল ছিল। সে মাঝে মাঝে চিন্তা করতো যদি স্যামনের শুধু

BanglaBook.org

চামড়াই থাকতো। তাই মাঝে মাঝে ভিতরে কিছু না থাকাটাই ভাল। তুমি কি তাই ভাবো না ?'

কমুরা চিন্তা করতে থাকল শুধু চামড়া দিয়ে তৈরি স্যামন দেখতে কেমন হতো, মেনে নিল, এরকম কিছু সম্ভব, কিন্তু চামড়াও কি ভেতরের কিছু না? কমুরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তার বুকে শীমাও এর মাথা ওঠা-নামা বাড়াতে লাগল।

–'আমি তোমাকে বলতে চাই, আমি জানি না তোমার ভেতরে কিছু আছে কিনা। কিন্তু আমার তোমাকে চমৎকার লেগেছে। আমি বাজি ধরতে পারি এই পৃথিবীতে অনেক মহিলাই আছে যে হয়ত তোমাকে বুঝবে ও ভালবাসবে।'

–'ওটাতেও এমন লেখা ছিল।'

–'কোথায়?'

–'তোমার স্ত্রীর চিরকুটে'

–'হ্যাঁ'

–'মজা করছি না' শীমাও কমুরার বুকে মাথা নামাতে নামাতে বলল। সে তার বুকে শীমাও এর কানের দুলকে শরীরে গোপন কোন অঙ্গের মতো অনুভব করলো।

কমুরা বলল, 'আমি যে বাক্সটি নিয়ে এসেছিলাম ওটার ভেতরে কি ছিল?'

–'এটা কি তোমাকে খুব ভাবাচ্ছে?'

–'আগে এটা নিয়ে আমি ভাবিনি। কিন্তু আমি জানি না কেন যেন এখন ভাবছি।'

–'কখন থেকে?'

–'এখন থেকেই।'

–'হঠাৎ?'

–'আমি বুঝছি কেন এটা হঠাৎ তোমাকে ভাবাচ্ছে'

কমুরার দিকে এক মিনিট তাকিয়ে ভাবলো। তারা বাতাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। যে বাতাস কমুরার কাছে কোন এক অজানা জায়গা থেকে এসেছিল এবং এটা অজানা কোন জায়গাতেই চলে গেল।

–'ওই বাক্সে তোমার ভেতর যা ছিল তা-ই আছে। তুমি নিজের অজান্তেই সেটা নিয়ে এসে নিজ হাতে কিকোকে দিয়ে দিয়েছ। তুমি কখনই তা আর ফিরে পাবে না।'

কমুরা গদি থেকে উঠে শীমাও-এর দিকে তাকাল। ছোট নাক, কানের লতিতে তিল । সে যখন সামনে এগুলো তার হাড়ে আওয়াজ হল।

শীমাও বলল, 'মজা করছি, তখন সে কমুরার চেহারা দেখলো। 'আমার মাথায় প্রথমে যা এসেছিল তা-ই বলেছি। এটা মজার একটা ব্যাপার। আমি দুঃখিত। তুমি মন খারাপ করো না । আমি তোমাকে দুঃখ দিতে চাইনি।

BanglaBook.org

কমুরা নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল। রুমের সবকিছুর দিকে চোখ বুলিয়ে বালিশে মাথা ডোবাল। সে চোখ বন্ধ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বিশাল বিছানাকে তার মনে হতে লাগলো নির্ঘুম একটি সমুদ্রের মতো। সে ধাবমান বাতাসের শব্দ শুনতে পেল। তার হৃদস্পন্দনের গতি তার হাড়গুলোকে নাড়াতে থাকলো ।

–'তোমার কি মনে হচ্ছে তুমি অনেক দূর চলে এসেছ?'

কমুরা বললো, 'হ্যাঁ এখন আমার মনে হচ্ছে আমি অনেক দূরে চলে এসেছি।'

শীমাও তার আঙ্গুল দিয়ে কুমারের বুকে যাদুর মত একটি জটিল কাঠামো আঁকারও চেষ্টা করল।

–'কিন্তু, সত্যি এটা কেবল শুরু!'

BanglaBook.org

ফ্ল্যাট আয়রনের দৃশ্য

মাঝরাতের কিছু আগে যখন ফোন বেজে উঠল তখন জানকো টেলিভিশন দেখছিল। কেইসোকে হেডফোন কানে দিয়ে রুমের এক কোণায় বসে, চোখ বন্ধ করে তার ইলেকট্রিক গিটারটি বাজাচ্ছিল, আর মাথা সামনে পেছনে দোলাচ্ছিল। সে একটি দ্রুত তালের অংশ বাজাচ্ছিল, আর এ কারণে বুঝতেই পারেনি যে ফোনে রিং বাজছিল। জানকো রিসিভার তুলল।

মিয়াকে তার চাপা ওসাকা ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি তোমার ঘুম ভাঙালাম?'

জানকো উত্তর দিল, 'না, আমরা এখনও জেগে আছি।'

–'আমি সৈকতে আছি। তোমার এখানকার কাঠগুলো দেখতে আসা উচিৎ! এবার আমরা অনেক বড় করে বানাতে পারব। তুমি কি আসবে?'

জানকো বলল, 'অবশ্যই, আমি কাপড় বদলে আসছি। আমাকে দশ মিনিট সময় দাও।'

সে টাইট প্যান্টের উপর জিন্সের প্যান্ট পরল। উপরের দিকে একটি টার্টলনেক সোয়েটার পরল। এক প্যাকেট সিগারেট কোটের পকেটে ঢুকিয়ে নিল। পার্স, লাইটার, চাবির রিং সব নিল। সে তার পা দিয়ে কেইসোকের পেছনে সজোরে লাথি দিল। এতে কেইসোকের হেডফোনের তার ছিঁড়ে গেল।

সে বলল, 'আমি সৈকতে আগুন জ্বালাতে যাচ্ছি।

কেইসোকে চোখ রাঙিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আর কে, মিয়াকে? তুমি কি মজা করছ? এখন ফেব্রুয়ারি মাস, রাত বারোটা! তোমরা এখন আগুন জ্বালাবে?'

–'ঠিক আছে, তোমার আসতে হবে না। আমি একাই যাব।'

কেইসোকে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'না, আমিও যাব। আমাকে এক মিনিট সময় দাও।'

সে তার অ্যামপ্লিফায়ার বন্ধ করে পায়জামার উপর একটি ট্রাউজার পরল। একটি সোয়েটার পরে তার উপর জ্যাকেট পরে নিল, যেটি সে থুতনি পর্যন্ত চেইনবন্দী করল। জানকো তার গলার চারপাশে একটি স্কার্ফ পেঁচিয়ে হ্যাট মাথায় পরে।

BanglaBook.org

কেইসোকে সৈকতে যেতে যেতে বলল, 'তোমরা একেবারেই পাগল। আগুন জ্বালানোর মাঝে এমন কি আছে?'

রাতে অনেক ঠান্ডা পড়েছে, কিন্তু কোন বাতাস নেই। শব্দগুলো যেন মাঝ বাতাসে জমে যাচ্ছিল। জানকো জিজ্ঞেস করল, 'পার্ল জ্যামের মাঝে এমন কি আছে? শুধুই প্রচন্ড আওয়াজ।'

কেইসোকে উত্তর দিল, 'পার্ল জ্যামের ১০ মিলিয়ন ভক্ত আছে পুরো পৃথিবীতে।'

–'ভাল, বনে আগুন জ্বালানোর ভক্ত প্রায় ৫০,০০০ বছর যাবৎ এই পৃথিবীতে ছিল' জানকো পাল্টা উত্তর দিল।

কেইসোকে বলল, 'এটি একটি যুক্তি।'

–'পার্ল জ্যাম শেষ হয়ে যাওয়ার অনেক পরও পৃথিবীতে মানুষ অনেকদিন যাবৎ আগুন জ্বালাবে।'

কেইসোকে তার ডান হাত পকেট থেকে বের করে জানকোর কাঁধের উপর রেখে বলল, 'এটাও তোমার একটি যুক্তি। কিন্তু সমস্যা হল আমি ৫০,০০০ বছর আগে বা ৫০,০০০ বছর পরের কোন কিছু নিয়ে চিন্তিত নই। একটুও না, শূন্য। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল বর্তমান। কে জানে পৃথিবী কবে ধ্বংস হয়ে যাবে? কে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে পারে? একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমি এখন পেট পুরে খেতে পারছি কিনা। ঠিক?'

তারা সিঁড়ি বেয়ে বাঁধের উপর উঠল। মিয়াকে-কে সৈকতের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে দেখা গেল। সে সব ধরনের কাঠ সংগ্রহ করে একটি স্তূপ তৈরি করেছিল। একটি বড় টুকরোকে টেনে আনতে তার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। চাঁদের আলোতে সমুদ্রতীরকে একটি ধারালো তলোয়ারের মত দেখায়। শীতের ঢেউগুলো বালিতে ধাক্কা খেয়ে কেমন যেন চুপসে যায়। বিচে একমাত্র মিয়াকে উপস্থিত ছিল। সে সিগারেটে টান দিতে দিতে বলল, 'ভালো, তাই না?'

–'চমৎকার!' জানকো উত্তর দিল।

–'এটা সবসময় একবারের জন্য ঘটে। সারাদিন বড় বড় ঢেউয়ের সাথে একটি ঝড়ো দিনের পর শব্দ শুনে আমি বলতে পারি, আজ বেশ কিছু আগুন জ্বালানোর কাঠ পাওয়া যাবে।'

কেইসোকে হাত কচ্লাতে কচ্লাতে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা জানি তুমি কতটা পারদর্শী। এবার একটু তাপ নেওয়া যাক। কি ঠান্ডা পড়েছে! এই ঠান্ডায় তোমার বলগুলো কুঁচকে যেতে পারে।'

–'এই সাবধানে। এটা করার একটি পদ্ধতি আছে। আগে পরিকল্পনা করতে হবে। একবার যখন সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে তখন এটি কোন বাধা ছাড়াই কাজ করবে। আস্তে আস্তে আগুন জ্বালাতে হবে। তাড়াহুড়ো করা যাবে না। একজন ধৈর্যশীল ভিক্ষুকই তার খাবার সংগ্রহ করতে পারে।'

কেইসোকে বলল, 'হুম, যেমনটি একজন পতিতা তার টাকা পায়।'

BanglaBook.org

মিয়াকে মাথা নেড়ে বলল, 'তুমি এসব ছোট ছোট কৌতুকের জন্য অনেক অপরিণত।'

মিয়াকে তার দক্ষতা দিয়ে ছোট-বড় কাঠের টুকরোগুলোকে ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে একটি আভাগার্দে ভাস্কর্যে পরিণত করল। কয়েক কদম পিছনে গিয়ে সে যে আকৃতি তৈরি করেছে তা পরীক্ষা করে, কয়েকটি টুকরোকে এদিক সেদিক করে অন্যদিক থেকে আবার পরীক্ষা করল। এভাবে সে বারবার পরীক্ষা করতে থাকল। সব সময়ের মত। তাকে যা খেয়াল রাখতে হবে তা হল, কাঠের টুকরোগুলোকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে কিনা যাতে করে যখন আগুন জ্বলতে থাকবে তখন আগুনের ফুলকির নাড়াচাড়া দেখে একটি কাঠামোর কথা মনে পড়বে। ঠিক যেমনিভাবে একজন ভাস্কর একটি পাথরের টুকরোর মাঝে লুকায়িত মানুষের ভঙ্গির কথা চিন্তা করতে পারেন।

মিয়াকে তার যতটুকু সময় প্রয়োজন ছিল তা নিল এবং যখন সে তার খুশিমত কাঠগুলো সাজিয়ে নিতে সক্ষম হল, তখন সে মাথা বাকিয়ে নিজেকে নিজেই বলল, 'ঠিক আছে, যথার্থ।' এরপর সাথে করে আনা একটি পত্রিকা জড়ো করে সে কাঠের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়ে একটি প্লাস্টিকের লাইটারের মাধ্যমে আগুন ধরিয়ে দিল। জানকো তার প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট মুখে নিয়ে জ্বালালো। সে তার চোখ নামিয়ে মিয়াকের কুঁজো হওয়া পেছন দিক ও টাকমাথা দেখছিল। এটাই ছিল সেই সম্পূর্ণ পদ্ধতিটির সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আগুন ধরবে তো? সেই আগুন কি বিশাল ফুলকি তৈরি করতে পারবে?

তিনজনই চুপচাপ কাঠের স্তূপের দিকে তাকিয়েছিল। পত্রিকাগুলো জ্বলে উঠেছিল, কিছুক্ষণ আগুনের শিখা তৈরি করেছিল। এরপর কুঁচকে নিভে গেল। আর কিছুই রইলো না। জানকো ভেবেছিল কিছুই হবে না। কাঠগুলো দেখে যেমন মনে হচ্ছিল তার চেয়ে ভেজাই বেশি বোধহয়। জানকো প্রায় আশা ছেড়েই দিয়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে কাঠের স্তূপ থেকে সাদা ধোঁয়া উড়তে শুরু করল। যেহেতু এটিকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য কোন বাতাস ছিল না, ধোঁয়াগুলো আকাশের দিকে ধাবমান একটি কুণ্ডলীতে পরিণত হল। এই স্তূপের কোথাও হয়তো আগুন ধরেছে, কিন্তু শিখার কোন দেখা নেই।

কেউ কোন কথা বলল না। এমনকি বাচাল কেইসোকেও মুখে কুলুপ এঁটে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মিয়াকে বালিতে নীচু হয়ে ছিল। জানকো তার হাতগুলোকে বুকের কাছে ভাঁজ করে রেখেছিল। হাতে ছিল সিগারেট। সে মাঝে মাঝে সিগারেটে টান দিচ্ছিল, যেন তার হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ছিল যে সিগারেটটি তার হাতে আছে। সব সময়কার মত জানকো জ্যাক লন্ডনের 'টু বিল্ড এ ফায়ার'–এর কথা চিন্তা করছিল। এটি একজন ভ্রমণকারীর গল্প যে আলাস্কার বরফাচ্ছন্ন এলাকা দিয়ে একা হাঁটছিল। আর তার আগুন জ্বালানোর চেষ্টা নিয়ে এই গল্পটি লেখা হয়েছিল। সে আগুন ধরাতে না পারলে ঠান্ডায় জমে মারাই যেত। কারণ সূর্য তখন ডুবে যাচ্ছিল। জানকো খুব বেশি

গল্প পড়েনি। সেই যে মাধ্যমিকে ১ম বর্ষের ছাত্রী থাকার সময়, সামার ভ্যাকেশনের অ্যাসাইনমেন্ট–এর টপিক হিসেবে তার শিক্ষক এটিকে নির্দেশ করেছিলেন তখন থেকে শুরু হয়। এরপর সে এই গল্পটি অনেকবার পড়েছে। সে যখনই গল্পটি পড়ত তখনই এর দৃশ্যগুলো তার চোখে ভেসে উঠত। সেই লোকটির ভয়, আশা আর হতাশাকে জানকো নিজের মত করে অনুভব করত। যেন সে ওই লোকটির মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা হৃদস্পন্দনকেও উপলব্ধি করতে পারত। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল লোকটি কিন্তু বাস্তবিক অর্থে নিজের মৃত্যু কামনা করত। জানকো অবশ্য এটা জানত। সে ব্যাখ্যা করতে পারত না যে কিভাবে এটা জনত, কিন্তু শুরু থেকেই সে এটি বুঝতে পারত। মৃত্যুকেই সে চাইত। কিন্তু এরপরও সে তার সব শক্তি দিয়ে এর মোকাবেলা করতে চাইত। তাকে বেঁচে থাকার জন্য হাজারো প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। জানকোকে যে জিনিসটি সবচেয়ে নাড়া দিয়েছিল তা হল এই দ্বন্দ্বটি।

শিক্ষক তার এই ধারণাকে উপহাস করেছিলেন। 'সে একমাত্র মৃত্যুই আশা করেছিল? এটা আমার জন্য নতুন ধারণা। আর অদ্ভুত! সম্পূর্ণ 'নিজস্ব' আমাকে বলতে হবে।' তিনি তার উপসংহার ক্লাসে উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে জোরে জোরে পড়ে শোনালেন আর সবাই হেসেছিল। কিন্তু জানকো জানত যে তারা সবাই ভুল করছিল। তা না–ই যদি হয়, গল্পের শেষটা কিভাবে এত সুন্দর ও পরিপূর্ণ হয়?

কেইসোকে বলল, 'উফ, মিঃ মিয়াকে, তোমার কি মনে হয় না আগুন নিভে গেছে?'

'ভেবো না আগুন ধরেছে। এটা জ্বলে ওঠার অপেক্ষায় আছে। দেখছো না, কিভাবে ধোঁয়া বের হচ্ছে? তুমি নিশ্চয়ই জানো: যেখানে ধোঁয়া আছে সেখানে আগুনও আছে।'

–'ভাল, তুমিও নিশ্চয়ই জানো যে লোকে আর কি বলে, 'যেখানে রক্ত আছে সেখানে উত্তেজনাও আছে'।'

–'তুমি কি সবসময় এগুলো নিয়েই কথা বল?'

–'না, কিন্তু তুমি কিভাবে নিশ্চিত যে আগুন নিভে যায় নি?'

–'আমি জানি। এটি জ্বলে উঠবে।'

–'তুমি কিভাবে এই কৌশলটি আয়ত্ত্ব করলে, মিয়াকে?'

–'আমি এটিকে কৌশল বলব না। আমি যখন বয় স্কাউটে ছিলাম তখন এটি শিখেছিলাম। যখন তুমি একজন স্কাউট, তখন তুমি পছন্দ কর বা না-ই কর, তোমাকে আগুন জ্বালানো শিখতেই হবে।'

কেইসোকে বলল, 'বয় স্কাউট, তাই না?'

–'এটাই শেষ না, আমার প্রতিভাও আছে। আমি গর্ব করছি না, কিন্তু আগুন জ্বালানোর ব্যাপারে আমার বিশেষ পারদর্শিতা আছে যা বেশিরভাগ লোকের নেই।'

BanglaBook.org

–'এটা হয়তো তোমাকে অনেক আনন্দ দেয়। কিন্তু আমার মনে হয় না তুমি এই প্রতিভার কারণে টাকা পাও।'

মিয়াকে হেসে উত্তর দিল, 'সত্যি, মোটেই না।'

সে যে-রকম আন্দাজ করেছিল, স্তূপের মাঝ থেকে কিছু ছোট ছোট শিখা মৃদু শব্দে জ্বলতে শুরু করল। জানকো অনেকক্ষণ পর তার শ্বাস ছাড়ল। এরপর চিন্তার কিছু ছিল না। তারা তাদের বনফায়ার জ্বালাতে সক্ষম হয়েছিল। নতুন জন্ম নেওয়া শিখাগুলোকে দেখে তারা তিনজন হাত ছড়াতে শুরু করল। কয়েক মিনিট তারা শুধু নিস্তব্ধতার সাথে খেয়াল করল কিভাবে ধীরে ধীরে এই আগুন অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠছে সেটা। জানকো ভাবতে লাগল, ৫০ হাজার বছর আগের সেই মানুষগুলোরও হয়তো আগুনের দিকে হাত বাড়িয়ে একই রকম অনুভূতি হত।

কেইসোকে হঠাৎ আনন্দিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমি জানি তুমি কোবের অধিবাসী, মিঃ মিয়াকে।' যেন মাত্রই তার মাথায় এটি এসেছে। 'গত মাসে কানসাই এ-যে ভূমিকম্প হল তাতে তোমার কোন আত্মীয় কিংবা অন্য কেউ ছিল?'

–'আমি জানি না,' মিয়াকে উত্তর দিল। 'আমার কোবের সাথে কোন যোগাযোগ নেই। অনেক বছর যাবৎ।'

–'অনেক বছর? তুমি নিশ্চয়ই তোমার কানসাই এর বাচনভঙ্গি ভুলে যাও নি?'

–'না! আমি বলতে পারি না।'

অতিরঞ্জিত কানসাই বাচনভঙ্গিতে কেইসোকে বলল, 'আমার মনে হয় তুমি মজা করছো।'

–'বন্ধ কর কেইসোকে। শেষ যে জিনিসটি আমি বলতে চাই তা হল একজন 'ইবারাগি' অপদার্থ আমার সাথে কানসাই বাচনভঙ্গি নকল করে কথা বলার চেষ্টা করছে। তোমাদের মত পূর্ব দিককার খামারের ছেলেদের অবসর সময়ে মোটরসাইকেলে করে বুনো প্রাণীদের মত ঘুরে বেড়ানো মানায়।'

–'আমি মনে হয় ভুল জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছি! তোমাকে দেখে খুব সুন্দর মানুষ মনে হয়। কিন্তু তোমার মুখ খুবই খারাপ। আর এই জায়গাটি ইবারাকি, 'ইবারাগি' নয়। তোমাদের মত কানসাই লোকদের আমাদেরকে 'খামারি' বলার প্রবণতা খুবই প্রবল। আমি বন্ধ করলাম,' কেইসোকে উত্তর দিল।

–'কিন্তু আসলেই, কেউ কি আহত হয়েছে? তোমার পরিচিত নিশ্চয়ই কেউ কোবেতে ছিল। তুমি কি টিভিতে খবর দেখেছ?'

মিয়াকে বলল, 'প্রসঙ্গ পালটানো যাক।'

একটু পর মিয়াকে প্রস্তাব করল, 'হুইস্কি?'

–'তুমি বাজি ধর।'

BanglaBook.org

–'জুন?'

–'অল্প একটু।' জানকো বলল।

মিয়াকে তার চামড়ার জ্যাকেটের পকেট থেকে একটি ধাতব ফ্লাস্ক বের করে কেইসোকে-কে দিল, যে কিনা ফ্লাস্কের মুখ ঘুরিয়ে খুলে কিছু হুইস্কি ঠোঁটে স্পর্শ না করে সরাসরি গলার শেষপ্রান্তে ঢেলে দিল। সে ঢোক গিলে সরাসরি নিঃশ্বাস নিতে থাকল। তারপর বলল, 'চমৎকার। এটা ২১ বছর যাবৎ জমানো সীরা। চমৎকার জিনিস! এইজ্‌ড ইন অক। তোমরা সমুদ্রের গর্জন ও স্কটিশ পরীদের নিঃশ্বাসের শব্দ একসাথে শুনতে পাবে।'

–'আমাকে একটু দাও কেইসোকে। এটা হচ্ছে সস্তা সানটোরি যেটা তুমিও কিনতে পার।'

এরপরই ছিল জানকোর পালা। সে কেইসোকের কাছ থেকে ফ্লাস্কটি নিয়ে বোতলের ক্যাপে ভরে কয়েক বিন্দু মুখে নিল। তার মুখটি বিকৃত হতে দেখাল। কিন্তু যখন তা গলা বেয়ে পেটে পৌঁছালো তখন তার বেশ চমৎকার একটি উষ্ণতার অনুভূতি হল। তার শরীর অনেক গরম হয়ে গেল। এরপর মিয়াকে এক ঢোক নিল আর কেইসোকে তাকে অনুসরণ করল। একজনের হাত থেকে আর একজনের হাতে যখন ফ্লাস্কটি ঘুরছিল বনফায়ারটি ধীরে ধীরে আয়তন ও শক্তিতে বেড়ে উঠছিল। এটি ছিল মিয়াকের তৈরি আগুনের একটি বিশেষত্ব। আগুনের শিখার যে আবর্তন, তা ছিল কোমল ও নম্র–ঠিক যেন একটি কৌশলী আদরের মত। কোনকিছুতেই তাড়াহুড়ো নেই, নেই কোন রুক্ষতা। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের হৃদয়ে উষ্ণতা দান করা।

জানকো আগুনের উপস্থিতিতে কখনই বেশি কথা বলতো না। সে খুব কমই নড়াচড়া করত। শিখাগুলো নীরবতার মাঝে থাকা সবকিছুকে গ্রহণ করত, সেগুলোকে পান করতো, বুঝতো ও ক্ষমা করে দিত। একটি পরিবার, প্রকৃত পরিবার হয়তো এমনই, সে ভাবত। জানকো এই ইবারাকি শহরে এসেছিল তার মাধ্যমিক স্কুলের তৃতীয় বর্ষের সময়, মে মাসে। তার বাবার সিল ও পাসবুক নিয়ে সে ব্যাংক থেকে তিন লক্ষ ইয়েন উঠিয়ে একটি বোস্টন ব্যাগে যতটুকু সম্ভব, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাথে করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল। সে অনবরত এক ট্রেন থেকে আর এক ট্রেনে উঠে শেষ পর্যন্ত তোকোরোজাওয়া থেকে ইবারকি প্রিফেকচার নামে সমুদ্রবর্তী এই ছোট্ট শহরে এসে পৌঁছায়, যার নাম সে আগে কখনও শোনে নি। স্টেশনের কাছেই সে এক রুমের একটি অ্যাপার্টমেন্ট পেয়েছিল। পরের সপ্তাহে সমুদ্রতীরের পথের ধারে একটি দোকানে চাকরি নেয়। তার মায়ের উদ্দেশ্যে লিখে পাঠায়: আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না, আর দয়া করে আমাকে খুঁজতেও যেও না, আমি ভাল আছি।

স্কুলের প্রতি তার একরকম বিরক্তি কাজ করত এবং তার বাবাকে সে দেখতে পারতো না। সে যখন ছোট ছিল তখন দু'জনের সম্পর্ক ভালই ছিল।

BanglaBook.org

সপ্তাহ শেষে আর ছুটির দিনগুলোতে তারা একসাথে অনেক ঘোরাফেরা করেছে। সে বাবার হাত ধরে রাস্তায় হাঁটতে অনেক গর্ববোধ করতো। কিন্তু প্রাথমিক স্কুলের শেষ দিকে যখন তার পিরিয়ড শুরু হল, ক্রমশ চুল গজাতে শুরু করল, বুক ধীরে ধীরে স্ফিত হতে শুরু লাগল, তখন থেকেই তার বাবা তাকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখা শুরু করে। জুনিয়র হাই স্কুলের ৩য় বর্ষে পড়ার সময় যখন সে পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি উচ্চতা ছাড়িয়ে যায়, তখন তার বাবা তার সাথে কথা বলা প্রায় ছেড়েই দিল। এছাড়াও তার প্রাতিষ্ঠানিক ফলাফল খুব একটা গর্ব করার মত ছিল না। সে যখন মাধ্যমিকে গেল, শেষের দিকে তার অবস্থান মেধাতালিকার নীচ থেকে খুঁজে বের করা সহজ ছিল। উচ্চমাধ্যমিকে সে আর উন্নতি করতে পারেনি। এটা বলা যাবে না যে সে একজন অপদার্থ: সে আসলে অমনোযোগী ছিল। সে যেটাই শুরু করত, তার কিছুই শেষ করতে পারত না। আর যখনই সে কোনোকিছুতে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করত তখনই তার প্রচন্ড মাথাব্যথা শুরু হয়ে যেত। তার শ্বসকষ্ট হতো এবং হৃদস্পন্দন অনিয়মিত হয়ে যেত। স্কুলে যাওয়া তার জন্য রীতিমত অত্যাচার ছিল।

নতুন শহরে আসার কিছুদিন পরই কেইসোকের সাথে ওর পরিচয় হয়। কেইসোকে তার থেকে বয়সে দু'বছরের বড় এবং একজন ভালো সার্ফার। সে ছিল লম্বা। তার চুল ছিল বাদামি রঙ করা এবং তার দাঁতগুলো ছিল সুন্দর ও পরিপাটি । কেইসোকে ইবারাকিতে স্থায়ী হয়েছিল কেননা এখানে ভাল সার্ফিং করা যায়। কিছু বন্ধু নিয়ে একটি রক ব্যান্ডও গড়ে তোলে সেখানে। একটি সেকেন্ড রেট প্রাইভেট কলেজে ভর্তি হয়েছিল সে। কিন্তু কখনই ক্যাম্পাসে যেত না। তার পাশ করার সম্ভাবনা ছিল নগণ্য, বলতে গেলে শূন্যের কোঠায়। 'মিতো' শহরে তার বাবা-মার একটি পুরনো স্বনামধন্য মিস্টির দোকান ছিল। সে অবশ্য পরিবারের এই ব্যবসার হাল ধরতে পারতো। কিন্তু, মিষ্টির দোকানদার হিসেবে পেশা গড়ে তোলার কোন ইচ্ছা ছিল না তার। সে যেটা চাইত, তা হল বন্ধুদের সাথে তার ডাটমান ট্রাকে করে ঘুরে বেড়ানো, সার্ফিং করা, এবং তাদের নতুন ব্যান্ডের গীটার বাজানো- খুব সাদামাটা জীবন যেটা খুব বেশিদিন স্থায়ী হবার কথা না।

জানকো মিয়াকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করল যখন সে কেইসোকের সাথে থাকতে শুরু করে। মিয়াকে-কে দেখে মনে হতো তার এখন চল্লিশের বেশি বয়স। ছোটখাট, চিকন একজন লোক যার চোখে সবসময় চশমা থাকে। তার চুলগুলো ছিল ছোট এবং চেহারা লম্বাটে। সে নিয়মিত ক্লিন শেভ করত, কিন্তু দিন পেরোতেই তার মুখ আবার দাড়িতে ভর্তি হয়ে যেত। সে একটি পুরনো ডাভারি অথবা এলোহা শার্ট পরতে পছন্দ করত। আর সে কখনও তার পুরনো বেগী চিনো প্যান্টের ভিতর সেগুলো গুঁজে দিত না। তার পায়ে থাকত রঙ ওঠা সাদা ট্রেইনার জুতা। শীতের সময় সে কুঁচকানো চামড়ার জ্যাকেট ও মাঝে

BanglaBook.org

মাঝে বেসবল ক্যাপ পরত। জানকো কখনও তাকে অন্য কোন পোশাকে দেখেনি। সে যা-ই পরত, সবকিছুই ছিল সন্দেহাতীত পরিষ্কার।

ছোট্ট শহর ইবারাকিতে কানসাই ভঙ্গিতে কথা বলার লোক ছিল না বললেই চলত। তাই সবাই মিয়াকে-কে খেয়াল করত। জানকোর এক সহকর্মী তাকে বলল, 'সে আশেপাশেই একটি বাড়িতে একা ভাড়া থাকে, আর ছবি আঁকে। আমার মনে হয় না সে বিখ্যাত, এছাড়া আমি কখনও তাকে কোনরকম কাজ করতে দেখিনি। কিন্তু সে ঠিকই আছে। সবকিছু ঠিকঠাক রাখে বলেই মনে হয়। সে মাঝে মাঝে টোকিও যায় আর দিন শেষে ছবি অথবা অন্য কিছু নিয়ে ফিরে আসে। যদিও আমি ঠিক জানি না, সে হয়ত এখানে পাঁচ বছর বা তার বেশি সময় ধরে আছে। তুমি তাকে সবসময় সৈকতে বনফায়ার তৈরি করতে দেখবে। আমার মনে হয় সে সেটা করতে বেশ পছন্দ করে। মানে সে যখন আগুন জ্বালায় তখন তাকে খুব সাবধান হতে দেখা যায়। সে কিন্তু খুব বেশি কথা বলে না! অনেকটাই অদ্ভুত, কিন্তু সে খারাপ মানুষও নয়।

মিয়াকে এই নিত্যপ্রয়োজনীয় দোকানে দিনে অন্তত তিনবার আসতো। সকালবেলা সে দুধ, রুটি ও পত্রিকা কিনত। দুপুরবেলা বক্স লাঞ্চ। বিকেলবেলা একটি বিয়ার, কিছু হালকা খাবার- প্রতিদিনই একই জিনিস। সে আর জানকো দোকানের মধ্যে সাধারণ ভদ্রতার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার বেশি কথা বলত না। অবশ্য কিছুদিন পর জানকো তার প্রতি এক প্রকার আকৃষ্টতার বিষয়টি আবিষ্কার করল। একদিন সকালে যখন তারা দোকানে পরস্পরকে পেল, তখন জানকো মিয়াকেকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল। তার বাসা কাছে হওয়া সত্ত্বেও সে কেন বারবার দোকানে আসতো? সে কেন অনেক দুধ ও বিয়ার একবারে কিনে নিয়ে ফ্রিজে রেখে দিত না? সেটা কি বেশি সুবিধাজনক হতো না? এটা অন্যান্য মজুতদারদের মত দেখাত, কিন্তু এরপরও...

–'হুম, আমার মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ। একসাথে অনেক জিনিস কিনে নিয়ে গেলে অনেক ভালো হতো, কিন্তু আমি পারি না,' সে উত্তর দিল।

–'কেন নয়?' জানকো জিজ্ঞেস করল।

–'এটা-আমি পারি না, এই আরকি!'

জানকো বলল, 'তুমি মনে কর না যে আমি তোমার বিষয়ে অনধিকার চর্চা করছি। প্লিজ তুমি কিছু মনে করো না। আমি এমনই। আমি যখন কোন কিছু বুঝি না তখন প্রশ্ন না করে থাকতে পারি না। আমি এর মাধ্যমে তোমাকে কোন কষ্ট দিতে চাই নি।'

মিয়াকে কিছুক্ষণ মাথা চুলকাতে থাকল, ক্ষণিক ইতস্ততবোধ করল। তারপর কিছুটা সময় নিয়ে সে বলল, 'সত্যি বলতে গেলে আমার কোন ফ্রিজ নেই। আমি ফ্রিজ পছন্দ করি না।'

BanglaBook.org

জানকো হাসল। 'আমিও রেফ্রিজারেটর পছন্দ করি না, কিন্তু আমার একটি আছে। রেফ্রিজারেটর না থাকা কি অসুবিধার নয়?'

–'অবশ্যই অসুবিধার। কিন্তু আমি এটাকে ঘৃণা করি। আমি কি করতে পারি? তাছাড়া যখন আমার আশেপাশে রেফ্রিজারেটর থাকে তখন আমি ঘুমাতে পারি না।'

জানকো ভাবল, কি অদ্ভুত মানুষ! কিন্তু বর্তমানে সে আগের চেয়ে অনেক বেশি মিয়াকের ব্যাপারে আগ্রহী।

কিছুদিন পর সৈকতে হাঁটার সময় জানকো মিয়াকে–কে একা একা আগুন ধরাতে দেখল। সে ভেসে আসা কাঠ দিয়ে ছোট একটি আগুন ধরিয়েছিল। জানকো মিয়াকের সাথে কথা বলার পাশাপাশি তার সাথে আগুন উপভোগ করতে লাগল। ওর পাশে দাঁড়ালে জানকোকে কয়েক ইঞ্চি লম্বা মনে হয়। তারা একে অন্যের প্রতি কুশল বিনিময় করে কোন কিছু না বলে চুপচাপ আগুনের দিকে তাকিয়ে ছিল।

এই প্রথম জানকো বনফায়ারের শিখা দেখতে দেখতে 'কিছু একটা' অনুভব করল। কোন কিছু, যেটা অনেক গভীর। অনুভূতির 'স্তুপ'। কেননা এটা এতটাই অপরিপক্ক, এতটাই বাস্তব ছিল যে একে ধারণা বললে ভুল হবে। এটা তার শরীরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। যাওয়ার আগে একটি বেদনামধুর অদ্ভুত অনুভূতি দিয়ে যায়। এই অনুভূতি চলে যাওয়ার পর তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

BanglaBook.org

–'মি: মিয়াকে আমাকে বলতো,'যখন তুমি আগুনের ফুলকির দিকে তাকাও তখন কি তোমার অদ্ভুত অনুভূতি হয়?''

–'কেমন?'

–'আমি জানি না। কিন্তু, হঠাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে জিনিসগুলোকে গুরুত্ব দিই না সেগুলো দেখতে থাকি। আমি কিভাবে বোঝাবো বুঝতে পারছি না, আমি এতটা বুদ্ধিমতি না, কিন্তু আগুন দেখে এখন আমার এই গভীর ও শান্ত অনুভূতি হচ্ছে।'

মিয়াকে কিছুক্ষণ ভাবল। সে বলল, 'তুমি হয়তো জানো আগুন যেমন চায় তেমন আকৃতি ধারণ করতে পারে। এটা স্বাধীন। তাই এটা যে কোন কিছুর মতো মনে হতে পারে তার উপর নির্ভর করে যে মানুষটি এটি দেখছে তার ভিতর কি অনুভূতি আছে। তোমার যদি আগুনের দিকে তাকিয়ে গভীর ও শান্ত অনুভূতি হয় তবে এর কারণ হচ্ছে এ ধরনের অনুভূতি এখন তোমার মাঝে কাজ করছে। তুমি কি বুঝতে পারছো আমি কি বলছি?'

–'হ্যাঁ পারছি।'

–'কিন্তু এটা যে কোন আগুনের সাথে ঘটবে না। এরকম কিছু হতে হলে আগুনকে অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে। যে কোন গ্যাসের চুলা কিংবা সিগারেটের লাইটার দিয়ে এটা হবে না। আগুনকে স্বাধীন করতে হলে এটিকে ঠিক

জায়গায় জ্বালাতে হবে। জ্বলতে দিতে হবে, যেটা খুব সহজ নয়। যে কেউ এটা করতে পারে না।'

–'তুমি পার, মিঃ মিয়াকে?'

–'মাঝে মাঝে পারি, মাঝে মাঝে পারি না। বেশিরভাগ সময়ই আমি পারি। আমি যদি ঠিকমত আমার মনোযোগ দিতে পারি আমি অবশ্যই পারি।'

–'তুমি বনফায়ার পছন্দ কর, তাই না?'

মিয়াকে মাথা নাড়ল। 'এটা আমার জন্য একরকম নেশা। তোমার কি মনে হয়, আমি কেন এরকম একটি ছোট্ট নীরব শহরে বসবাস শুরু করলাম? এর কারণ এখানের সৈকতে অন্যান্য যে কোন জায়গার চেয়ে বেশি কাঠ ভেসে আসে। এটাই একমাত্র কারণ। আমি এতদূরে এসে থাকি শুধুই বনফায়ার তৈরি করার জন্য। একেবারেই অর্থহীন, তাই না?'

এরপর যখনই তার হাতে সময় থাকত জানকো মিয়াকের সাথে বনফায়ারে যেত। সে প্রায় সারা বছরই এ কাজটি করে থাকে। শুধু গ্রীষ্মের মাঝামাঝি যখন মাঝরাত পর্যন্ত সৈকতে প্রচুর লোক সমাগম হত তখন ছাড়া। কখনও হয়তো সপ্তাহে দু'বার, আবার কখনও মাসে একবারও জ্বালানো হত না। তার গতি নির্ধারিত হতো কতখানি কাঠ এসে তীরে জমা হচ্ছে তার উপর। আর যখনই আগুন জ্বালানোর সময় হতো তখন সে জানকোকে ডাকতো। কেইসোকে অনেক বেশি ঈর্ষান্বিত ছিল, কিন্তু মিয়াকে অন্যরকম। সে জানকোকে তার 'বনফায়ার সঙ্গী' হিসেবে ভাবত।

আগুন সবচেয়ে বড় কাঠটিতে অবশেষে ধরল। আর এখন অনেকক্ষণ যাবৎ আগুন জ্বলবে। জানকো সৈকতে অপেক্ষারত নিচু হয়ে চুপচাপ মুখ বন্ধ করে আগুন দেখছিলো। মিয়াকে একটি বড় ডাল দিয়ে আগুন ঠিক করে দিল যাতে আগুন দ্রুতও না ছড়ায়, আবার এর শক্তিও না হারায়। তার ছোট কাঠের স্তুপ থেকে সে মাঝে মাঝে একটি করে কাঠ নিয়ে যেখানে প্রয়োজন সেখানে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল।

কেইসোকে বলল যে তার পেটে ব্যথা করছিলঃ 'আমার হয়তো ঠান্ডার কষ্ট হচ্ছে।'

জানকো বলল, 'তুমি বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করছো না কেন?'

কেইসোকে নিজের অবস্থার জন্য দু:খ প্রকাশ করে বলল, 'হুম আমার যাওয়া উচিৎ। তুমি কিভাবে যাবে?'

–'জানকোকে নিয়ে ভেবো না। আমি তাকে পৌছে দিব। তার কোন সমস্যা হবে না।' মিয়াকে বলল।

–'তাহলে ঠিক আছে। ধন্যবাদ।' কেইসোকে চলে গেল।

জানকো মাথা নেড়ে বলল, 'সে একেবারেই অপদার্থ। পান করার সময় ওর কোন কিছু হুঁশ থাকে না।'

BanglaBook.org

—'আমি জানি তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ, জানকো। কিন্তু তরুণ অবস্থায় খুব বেশি সচেতন হওয়াও ঠিক না। এটা সব রকম মজা নষ্ট করে দেয়। কেইসোকের কাজেরও যুক্তি আছে।'

—'হতে পারে, কিন্তু সে কোন কাজেই মাথা ঘামায় না।'

—'কিছু জিনিস আছে, যা তোমার ব্রেন বুঝতে চাইবে না। তরুণ হওয়া সহজ নয়।'

দু'জনেই আগুনের সামনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। যার যার ব্যক্তিগত চিন্তার জগতে ডুব মেরে সময়কে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ দিল। অবশেষে জানকো নীরবতা ভেঙে বলল, 'মিঃ মিয়াকে জানো, কিছু একটা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। আমি যদি তোমাকে এটা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, কিছু মনে করবে?'

—'কি ধরনের?'

—'ব্যক্তিগত কিছু একটা।'

মিয়াকে তার হাত দিয়ে গাল চুলকে বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় তুমি বলতে পার।'

—'আমি ভাবছিলাম, হয়তো তোমার কোথাও একজন স্ত্রী ছিলেন?'

মিয়াকে তার জ্যাকেটের পকেট থেকে ফ্লাস্কটি বের করে ধীরগতিতে হুইস্কি পান করল। এরপর সে ছিপি এঁটে ফ্লাস্কটি ঢুকিয়ে জানকোর দিকে তাকালো। সে জানতে চাইলো, 'হঠাৎ কেন এমন প্রশ্ন করলে?'

—'এটা হঠাৎ করে আমার মাথায় আসেনি। আমার আগেই মনে হয়েছে যখন কেইসোকে তোমাকে ভূমিকম্প নিয়ে প্রশ্ন করছিল। আমি তোমার অভিব্যক্তি দেখছিলাম। তোমার হয়তো মনে আছে তুমি আমাকে বলেছিলে, যখন মানুষ আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকে তখন চোখ তাদের সম্বন্ধে সার্বিক ধারণা দেয়।'

—'আমার স্ত্রী ছিল।'

—'তোমার কি বাচ্চাও ছিল?'

—'হুম, দু'জন।'

—'কোবেতে?'

—'সেখানেই বাড়িটি। আমার মনে হয় তারা এখনও ওখানেই আছে।'

—'কোথায়, কোবেতে?'

—'হিগাশি-নাডাতে। পাহাড়ের উপর। সেখানে খুব ক্ষয় ক্ষতি হয়নি।'

মিয়াকে তার চোখ নামিয়ে গভীর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। এরপর আবার চোখ ফিরিয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকল। সে বলল, 'এজন্যই আমি কেইসোকেকে দোষ দিতে পারি না। তাকে অপদার্থ বলতে পারি না। আমি তার চেয়ে বেশি মাথা ঘামাই না। আমি হচ্ছি একটা বোকা রাজা। আমার ধারণা তুমি বুঝতে পারছো।'

BanglaBook.org

–'তুমি কি আমাকে আরও কিছু বলতে চাও?'

মিয়াকে বলল, 'না আমি আর কিছু বলতে চাই না।'

–'ঠিক আছে, তাহলে আমি চুপ করবো। কিন্তু আমি একটি কথা বলতে চাই। আমি মনে করি তুমি একজন ভালো মানুষ।'

মিয়াকে আবারও মাথা নেড়ে বলল, 'এটা কোন সমস্যা না।' সে গাছের ডাল দিয়ে বালিতে একটা নকশা আঁকতে লাগল। 'জানকো, তুমি কি কখনও ভেবেছ যে তুমি কিভাবে মারা যাবে?'

জানকো কিছুক্ষণ ভাবল, এরপর মাথা নাড়িয়ে নীরবে 'না' বাচক মন্তব্য করল।

মিয়াকে বলল, 'আমি এটা নিয়ে সব সময় ভাবি।'

–'তুমি কিভাবে মারা যাবে?'

–'রেফ্রিজারেটররের মধ্যে আটকে।' সে উত্তর দিল।

–'তুমি হয়তো খেয়াল করে থাকবে। সবসময়ই এমনটি ঘটে। বাড়িতে ছোট বাচ্চা হয়তো রেফ্রিজারেটররের ভেতর খেলাধুলা করে, হঠাৎ কারও সাথে ধাক্কা লেগে দরজা বন্ধ হয়ে যায়, এভাবে।'

বড় কাঠের টুকরোটি চারদিকে আগুন ছড়িয়ে পাশে পড়ে গেল। মিয়াকে এটা লক্ষ্য করেও কিছু করল না। আগুনের শিখা তার মুখে অদ্ভুতভাবে একটি ছায়া তৈরি করল। 'আমি দম আটকানো এই জায়গাটিতে অন্ধকারে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি। এটা হয়তো খারাপ হবে না যদি শুধুই দম আটকে মরে যাই। কিন্তু এটা এভাবে হয় না। কোন ছোট ফাঁক দিয়ে সামান্য বাতাস ঢুকে যায়, তাই অনেক লম্বা সময় লেগে যায়। আমি চিৎকার করি, কিন্তু কেউ শুনতে পায় না। আর হয়তো কেউ খেয়াল করে না যে আমি নেই। ভেতরে ভয়ানক আবদ্ধ অবস্থা, আমি নড়তে পারছি না। এদিক সেদিক নড়াচড়া করি, কিন্তু দরজা খোলে না।'

জানকো কিছুই বলল না।

–'আমি বারবার স্বপ্ন দেখি। মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার শরীর ঘামে ভিজে গেছে। স্বপ্নে দেখি, আমি ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করছি। কিন্তু আমি জেগে যাওয়ার পরও সে স্বপ্ন ভাঙে না। এটাই সে স্বপ্নের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক। চোখ মেলি চাই, গলা একদম শুকিয়ে যায়। কিচেনে গিয়ে রেফ্রিজারেটর খুলি। অবশ্য আমার ঘরে রেফ্রিজারেটর নেই। তাই আমার তখন মনে হওয়া উচিৎ যে আমি স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু এরপরও আমি খেয়াল করি না। আমি ভাবতে থাকি, অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে। তবুও আমি দরজা খুলি। ফ্রিজের ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোন আলো নেই। অন্ধকারের মাঝ থেকে দু'টো হাত এসে আমার গলা চেপে ধরে। ঠান্ডা হাত। মৃত মানুষের হাত। আর হাতগুলো খুবই শক্তিশালী। সেগুলো আমাকে ভেতরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। আমি খুব জোরে চিৎকার করি, তখন আমি সত্যি সত্যি ঘুম থেকে

জাগি। এটাই আমার স্বপ্ন। সব সময় একই রকম। সব সময়। ছোট ছোট সবকিছু একই। আর যতবারই আমি এই স্বপ্ন দেখি ততবারই আগের মতন ভয়ঙ্কর।'

মিয়াকে একটি ডালের আগা দিয়ে বড় কাঠটিকে ধাক্কা দিয়ে আগুনের মাঝে ঠেলে দিল। 'এটা এতটাই জীবন্ত যে সবসময় আমার মনে হয়, আমি বারবার মৃত্যুবরণ করেছি।'

–'তুমি কবে এই স্বপ্ন দেখা শুরু করেছ?'

–'অনেকদিন আগে। এত আগে যে আমি মনে করতে পারছি না ঠিক করে। কিছুদিন আমি এই স্বপ্ন দেখিনি। এক বছর...না, দু'বছর আমি এই স্বপ্ন একবারও দেখিনি। আমি ভেবেছিলাম আমি ঠিক হয়ে গেছি। কিন্তু না। স্বপ্নটি আবার ফিরে এল। যখনই আমি ভাবলাম যে আমি ঠিক আছি, আমি এখন নিরাপদ, ঠিক তখনই আবার একই স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। আর একবার যদি এটি শুরু হয়, আমি আর কিছুই করতে পারি না,' মিয়াকে বলল।

মিয়াকে মাথা নাড়াল। 'আমি দুঃখিত জানকো। তোমাকে এই ভয়ানক স্বপ্নগুলো শোনানো আমার ঠিক হয়নি।'

জানকো বলল, 'না, তোমার বলা উচিৎ।' সে দুই ঠোঁটের মাঝে একটি সিগারেট রেখে দিয়াশলাই জ্বালালো। এক মুখ ধোঁয়া নিয়ে বলল, 'বলে যাও।'

বনফায়ার প্রায় শেষদিকে যাচ্ছিল। কাঠের যে বাড়তি স্তূপ ছিল সেটিও শেষ হয়ে গিয়েছে। মিয়াকে সবগুলোই আগুনে দিয়েছে। হয়তো জানকো অনেক কিছু ভাবছিল, তার মনে হল সমুদ্রের আওয়াজ আগের চেয়ে বেড়েছে।

মিয়াকে শুরু করল, 'একজন আমেরিকান লেখক আছেন, জ্যাক লন্ডন।'

–'হুম, যে লেখক আগুন নিয়ে লিখেছেন।'

–'তিনিই। অনেকদিন তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি সমুদ্রে ডুবে মারা যাবেন। তিনি এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত ছিলেন। কোন এক রাতে তিনি সমুদ্রে পড়ে যাবেন, কেউ দেখবে না, আর তিনি ডুবে যাবেন।'

–'তিনি কি আসলেই পানিতে ডুবে মারা গিয়েছিলেন?'

মিয়াকে মাথা নাড়াল, 'নাহ, মরফিন খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।'

–'তাহলে তার ভবিষ্যৎবাণী ঠিক হয়নি। অথবা তিনি এমন কিছু করেছিলেন যেন তা সত্যি না হয়।'

মিয়াকে কিছুক্ষণ থেমে উত্তর দিল, 'খোলা চোখে অন্তত তা-ই মনে হয়। কিন্তু, তিনি একদিক থেকে ঠিকই বলেছিলেন। তিনি একা একা একটি গভীর সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিলেন। একজন মদ্যপে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর নিজের কষ্টের দ্বারা নিজের শরীরকে ভিজিয়েছিলেন-একদম সবটুকু- আর তিনি অন্তর্বেদনা নিয়ে মারা গিয়েছিলেন। অন্যকিছুর জন্য ভবিষ্যৎবাণীগুলো সত্য হয়। আর যে জন্য এগুলো সত্য হয়, তা হয়তো খোলা চোখে যা দেখা যায়

BanglaBook.org

তার চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এটা কোন ভবিষ্যৎবাণীর সবচেয়ে ভয়ংকর দিক। আমি যা বলছি তুমি কি বুঝতে পারছ?'

জানকো কিছুক্ষণ এ নিয়ে ভাবল। সে বুঝতে পারেনি, মিয়াকে তাকে যা বোঝাতে চেয়েছিল। সে বলল, 'আমি কিভাবে মারা যাব তা নিয়ে কখনও ভাবিনি। আমি এটা নিয়ে ভাবতে পারি না। আর এটাও জানি না আমি কিভাবে বাঁচবো।'

মিয়াকে সায় দিয়ে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি তুমি কি বলছ। মানুষ যেভাবে মারা যায় তার মাধ্যমে মানুষের জীবন পরিচালিত হয়। এটা তাদের জীবন ধারণের মধ্যে নিহিত।'

সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি সেভাবেই জীবনধারণ করছো?'

–'আমি ঠিক নিশ্চিত না। মাঝে মাঝে এমন মনে হয়।'

মিয়াকে জানকোর পাশে বসল। আগের চেয়ে তাকে এলোমেলো ও বয়স্ক মনে হল। তার কানের উপরের চুলগুলো বড় হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

জানকো জানতে চাইল, 'তুমি কি ধরনের ছবি আঁক?'

–'সেটা ব্যাখ্যা করা কঠিন।'

–'তুমি সম্প্রতি নতুন কি এঁকেছ?'

–'আমি এটিকে 'ফ্ল্যাট আয়রণের দৃশ্য' বলি। এটি তিনদিন আগে শেষ করেছি।'

–'এটা ব্যাখ্যা করা কঠিন কেন?'

–'কারণ এটি আসলে কোন ইস্ত্রি না।'

জানকো মিয়াকের দিকে তাকাল, 'ইস্ত্রি আসলে ইস্ত্রি নয়?'

–'ঠিক তাই।'

–'তার মানে এর অন্য কোন অর্থ আছে?'

–'হয়তো।'

–'তার মানে হচ্ছে তুমি যদি অন্য কিছুর সাথে এটিকে মেলাও তবেই আঁকতে পার?'

মিয়াকে নীরবে সায় দিল।

জানকো মাথা তুলে দেখল যে আকাশে আগের চেয়ে অনেক বেশি তারা চাঁদটি অনেক দূরে সরে গেছে। মিয়াকে যে লম্বা ডালটি হাতে নিয়েছিল শেষ কাঠ হিসেবে, সেটিও আগুনে দিয়ে দিল। জানকো এবার মিয়াকের দিকে ঝুঁকে বসে, যেন দুজনের কাঁধ একে অন্যের স্পর্শে থাকে। আগুনের ধোঁয়ার গন্ধ মিয়াকের জ্যাকেটে মিশে ছিল। জানকো সেটির গন্ধ নিল অনেকক্ষণ যাবৎ।

সে বলল, 'তুমি কি জান?'

–'কি?'

–'আমি সম্পূর্ণ খালি।'

–'তাই!'

BanglaBook.org

–'ঠিক তাই।'

জানকো চোখ বন্ধ করল, আর সে বুঝে ওঠার আগেই গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। তার ডাঁন হাত দিয়ে সে মিয়াকের হাঁটু তার চিনোর উপর দিয়ে শক্তভাবে ধরল। ওর শরীর বেয়ে শীতলতা গেল। মিয়াকে তাকে কাঁধে হাত দিয়ে কাছে টেনে নিল। কিন্তু এরপরও তার কান্না থামছিল না। অনেক পরে সে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'এখানে কিছুই নেই, আমি একদম শূন্য। খালি।'

মিয়াকে বলল, 'আমি জানি তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ।'

–'আসলেই?'

–'হুম, আমি এ ব্যাপারে পারদর্শী।'

–'আমি এখন কি করব?'

–'রাতে একটি ভাল ঘুম দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

–'আমার সমস্যা এত তাড়াতাড়ি ঠিক হবে না।'

–'তুমি হয়তো ঠিকই বলছ, জানকো। এটা হয়তো এত সোজা না।'

ঠিক তখনই কাঠের ভেতর আটকে থাকা কিছু পানি বাষ্পে পরিণত হওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। মিয়াকে তার চোখ তুলে বনফায়ারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল।

–'তাহলে আমি কি করব?' জানকো জিজ্ঞাসা করল।

–'আমি জানি না। তবে আমরা একসাথে মরতে পারি। তুমি কি বল?'

–'আমার কাছে ভালই মনে হল।'

–'তুমি কি ভেবে বলছ?

–'হ্যাঁ, ভেবে বলছি।'

মিয়াকের হাত এখনও জানকোর কাঁধে। সে কিছুক্ষণ চুপ থকল। জানকো তার মুখ মিয়াকের জ্যাকেটের পুরনো উঠে যাওয়া চামড়ায় ডোবাল।

–'যাই হোক, আগুন নিভে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক,' মিয়াকে বলল। –'আমরা আগুন জ্বালিয়েছি, তাই এটি নিভে যাওয়া পর্যন্ত সঙ্গ দেওয়া আমাদের কর্তব্য। যখন এ আগুন একদম নিভে যাবে, আর সম্পূর্ণ কালো হয়ে যাবে , তখন আমরা একসাথে মারা যাব।'

জানকো বলল, 'খুব ভাল, কিন্তু কিভাবে?'

–'আমি কিছু চিন্তা করে বের করব।'

–'ঠিক আছে।'

আগুনের গন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে জানকো চোখ বন্ধ করল। তার কাঁধের পাশে মিয়াকের হাত একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের চেয়ে ছোট বলে মনে হল। আর তা খুবই শীর্ণ ছিল। সে ভাবল, আমি কখনও এই মানুষটির সাথে থাকতে পারিনি। আমি কখনও তার হৃদয়ে জায়গা পাইনি। কিন্তু আমি হয়তো তার সাথে মারা যেতে পারব।

BanglaBook.org

তার ঘুম ঘুম লাগল। এটা হয়তো হুইস্কির প্রভাব, সে ভাবল। বেশিরভাগ কাঠই পুড়ে ছাই হয়ে টুকরো টুকরো খন্ডে পরিণত হল। কিন্তু, সবচেয়ে বড় কাঠের টুকরোটি এখনও কমলা রঙের হয়ে আছে। জানকো সেই জ্বলন্ত কাঠের উষ্ণ স্পর্শ তার চামড়ায় অনুভব করল। কাঠটি নিঃশেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত সে উষ্ণতা পাচ্ছিল।

সে জিজ্ঞেস করল, 'আমি যদি একটু ঘুমাই তুমি কিছু মনে করবে?'

–'ঘুমাও, কোন সমস্যা নেই।'

–'আগুন নিভে যাওয়ার পর তুমি কি আমায় জাগিয়ে দেবে?'

–'ভেবো না। যখন আগুন নিভে যাবে তখন তুমি নিজে থেকেই ঠান্ডা অনুভব করবে। তুমি চাও বা না চাও, ঘুম থেকে উঠে যাবে।'

জানকো মনে মনে এই শব্দগুলো ভাবতে থাকল: যখন আগুন নিভে যাবে তখন ঠান্ডা অনুভব করবে। তুমি চাও বা না চাও, ঘুম থেকে জেগে যাবে। সে নিজেকে মিয়াকের দিকে বাঁকা করে মুহূর্তেই গভীর ঘুমে হারিয়ে গেল।

BanglaBook.org

ঈশ্বরের শিশুরা নাচতে জানে

ইয়োশিয়া খুবই বাজে অবস্থায় ঘুম থেকে উঠেছিল। সে অনেক কষ্টে একটি চোখ খুলতে পেরেছিল। তার বাম চোখের পাতা নাড়তে পারছিল না। পুরো রাত জুড়ে মনে হয়েছে তার মাথার ভেতর ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত তাকে বেশ কষ্ট দিচ্ছে। তার দাঁতের মাড়ি থেকে পুঁজ বের হচ্ছিল যা তার ব্রেনকে ভেতর থেকে কষ্ট দিচ্ছিল। সে এটাকে যদি অবজ্ঞা করত, তবে তার আর কোন ব্রেন থাকতো না। যেটাও ঠিক ছিল, নষ্ট হয়ে যেত। সে শুধু চাচ্ছিল আর অল্প একটু ঘুম। কিন্তু এটাও জানতো, তার কোন সুযোগ নেই। সে ঘুমোতে খুবই ভয় পাচ্ছিল। বালিশের পাশে রাখা ঘড়িটি হাতরে খুঁজলো, কিন্তু খুঁজে পেল না। এটা কেন এখানে নেই? চশমাটাও নেই। সে হয়তো এগুলোকে কোথাও ফেলে রেখেছে। আগেও এমন হয়েছে। উঠতে হবে। সে তার শরীরের উপরের অংশ তুলতে পারল। কিন্তু হঠাৎ তার মন এলোমেলো হয়ে যায় এবং মাথা আবার বালিশে ডোবায়। তার এলাকায় একটি ট্রাক এসেছে যাতে করে কাপড় বিক্রি করা হয়। তারা পুরাতন কাপড়ের বদলে নতুন কাপড় দিয়ে থাকে বলে ঘোষণা দিচ্ছিল। সেগুলোর দাম সেই বিশ বছর আগে যা ছিল তা-ই আছে। এই একঘেয়ে সুর তোলা গলাটি একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষের বলে মনে হচ্ছিল। এটা তাকে বিচলিত করল, কিন্তু সে বমি করতে পারল না।।

সকালের বিরক্তি কাটানোর সবচেয়ে ভালো উপায় তার বন্ধু তাকে বলেছিল। তার মতে সকাল সকাল 'টক শো' দেখলে এই বিরক্তি কমে আসে। শোবিজের উপস্থাপকদের কর্কশ গলার আওয়াজ যে কারো পেটে থাকা গত রাতের সবকিছু বের করে নিয়ে আসতে সক্ষম। কিন্তু, ইয়োশিয়ার নিজেকে টিভির কাছে টেনে নিয়ে যাওয়ার মত শক্তি ছিল না। শ্বাস নিতেই কষ্ট হচ্ছিল। স্বচ্ছ আলো ও সাদা ধোঁয়া বিক্ষিপ্তভাবে তার চোখের ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছিল, যেটা তাকে এই পৃথিবী সম্বন্ধে আশ্চর্য এক অনুভূতি দিয়ে যাচ্ছিল। একি মৃত্যুর অনুভূতি যেমন হয়েছিল তেমন? ঠিক আছে। কিন্তু খোদা, আমার সাথে এমনটি আর করো না। 'খোদা' তার মাকে মনে করিয়ে দেয়। সে তার মায়ের কাছে পানি চাইতে লাগল, কিন্তু পরক্ষণেই তার খেয়াল হল, সে বাড়িতে

banglabook.org

একা। তার মা এবং অন্যান্য আত্মিকেরা কানসাই এর উদ্দেশ্যে তিনদিন আগেই বেরিয়ে গেছে। পৃথিবী তৈরি করতে সব প্রজাতির মানুষ প্রয়োজন; খোদার একজন স্বেচ্ছাসেবকই তার এই বাজে অবস্থার জন্য দায়ী। সে উঠতে পারছিল না। সে তার বাম চোখও খুলতে পারছিল না। কার সাথে এত বেশি বেশি পান করেছিলো? কোনভাবেই মনে করা যাচ্ছিল না। ব্রেনের কোষগুলোকে পাথুরে মনে হচ্ছিল। ব্যাপার নাহ! পরে দেখা যাবে, সে নিজেকে আশ্বস্ত করলো। এখনও দুপুর হবার কথা না। কিন্তু তারপরও, পর্দার ফাঁক দিয়ে আলোর ঝলকানি দেখে ইয়োশিয়া ভেবেছিল তখন হয়তো এগারটার কিছু বেশি বাজে। সে যেখানে কাজ করে সেটি একটি পাবলিশিং কোম্পানি। আর একজন নবীন চাকুরীজীবির জন্য একটু দেরি করে আসা খুব একটা বড় অপরাধ ধরা হতো না। সে সবসময় কিছুটা বেশি সময় দিয়ে এই ঘাটতিটুকু পূরণ করে দিত। কিন্তু, দুপুরের পর আফিসে তার প্রবেশের কারণে তার বস এবার তাকে কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। এগুলো সে অগ্রাহ্য করতেই পরতো। কিন্তু তাকে যে চাকুরির জন্য সুপারিশ করেছে তার কোন ক্ষতির কারণ ইয়োশিয়া হতে চায়নি।

সে যখন বাড়ি থেকে বের হয়েছিল তখন প্রায় দুপুর একটা বেজে গিয়েছিল। অন্য কোনদিন হলে সে হয়তো যে কোন অজুহাত দেখিয়ে বাড়িতেই থাকতো। কিন্তু তার ডিস্কে একটি ডকুমেন্ট ছিল যেটি তাকে ফরম্যাট ঠিক করে আজই প্রিন্ট করতে হবে। এবং এ কাজটি অন্য কাউকে দিয়ে হবে না। সে তার মায়ের সাথে যে এপার্টমেন্টটিতে ভাড়া থাকে সেখান থেকে বের হয়ে এলিভেটেড চুয়ো লাইন দিয়ে ইয়োতসোয়ায় যাচ্ছিল। মারুনোচি সাবওয়ে দিয়ে কাসুমিগাসেকি পর্যন্ত গেল। আবারও সে রাস্তা পরিবর্তন করল, এবার সে হিবিয়া লাইন সাবওয়ে দিয়ে আগাতে থাকল এবং কামিয়া-চো তে নেমে গেল। যে স্টেশনটি ফরেইন ট্রাভেল গাইড পাবলিশিং হাউসের খুব কাছে। সে টলতে টলতে প্রত্যেকটি স্টেশনের দীর্ঘ সিঁড়িগুলো পার হচ্ছিল। সে ওইদিন রাতেই বাড়ি ফেরার পথে কাসুমিগাসেকির কাছে পাতাল রেলের মধ্যে কানের লতিছাড়া লোকটিকে দেখেছিল। তখন ছিল প্রায় রাত ১০ টা। তার আধা পাকা চুল ছিল, লোকটি তার পঞ্চাশের কোঠা পেরিয়ে ষাটের দিকে এগুচ্ছিল। সে দেখতে লম্বা ছিল। পরনে কোন চশমা ছিল না। সে পুরনো ফ্যাশনের ওভারকোট পরেছিল এবং ডান হাতে ছিল ব্রিফকেস। সে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল এবং আস্তে আস্তে হেঁটে হিবিয়া প্ল্যাটফরম থেকে চিয়োডা লাইনের দিকে যাচ্ছিল। কোন কিছু চিন্তা না করেই ইয়োশিয়া তার পিছু নিল। সে তখনই খেয়াল করল তার গলা শুকিয়ে আসছিল ঠিক একখণ্ড শুকনো চামড়ার মত।

BanglaBook.org

ইয়োশিয়ার মায়ের বয়স ছিল ৪৩, কিন্তু তাঁকে দেখে ৩৫ এর বেশি বলে মনে হতো না। তাকে দেখতে খুব সুন্দর দেখাতো। তিনি একটি সুন্দর শারীরিক কাঠামো ধরে রেখেছিলেন যা সম্ভব হয়েছিল সাধারণ খাদ্যাভাস ও রাত-দিন কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা। ইয়োশিয়া থেকে মাত্র আঠারো বছর বড়, কিন্তু তাকে দেখে প্রায়ই মনে হতো তিনি ইয়োশিয়ার বড় বোন। তার মাঝে মাতৃত্বসুলভ আচরণ ওভাবে ছিল না, অথবা হয়তো অনেক বেখেয়ালী ছিলেন। এমনকি যখন ইয়োশিয়া মাধ্যমিক স্কুলে প্রবেশ করেছিল এবং যৌনতা সম্পর্কে নিজের আগ্রহ বাড়ছিলো তখনও তিনি বাড়িতে শুধুমাত্র আন্ডারওয়্যার পরে ঘুরে বেড়াতেন। কখনও কখনও তাঁর পরনে কিছুই থাকতো না। তারা অবশ্যই আলাদা ঘরে ঘুমাতো। কিন্তু তিনি যখন একাকিত্ব অনুভব করতেন তখন তিনি ইয়োশিয়ার চাদরের নিচে ঢুকতেন প্রায় কোন কিছু পরিধান করা ছাড়াই। যেমন করে কুকুর কিংবা বিড়ালকে জড়িয়ে ধরে রাখা হয় তেমনিভাবে তিনি ইয়োশিয়ার গায়ের উপর দিয়ে হাত জড়িয়ে ঘুমোতেন। তিনি এটা দিয়ে ইয়োশিয়াকে কিছু বুঝাতে চাইতেন না। কিন্তু এরপরেও ইয়োশিয়া অনেক বেশি বিচলিত হয়ে পড়তো। সে তার নিজেকে সামলে ঘুমানোর চেষ্টা করত, যেন তার মা তার উত্তেজিত অবস্থা বুঝতে না পারে।

নিজের মায়ের সাথে ক্ষতিকর সম্পর্কে জড়ানো থেকে রক্ষা পেতে ইয়োশিয়া তাড়াহুড়ো করে সুন্দরভাবে শোবার চেষ্টা করতো। সে নিয়মিত হস্তমৈথুন করতো। এমনকি, একপর্যায়ে তার পার্টটাইম কাজ হতে উপার্জনের টাকা দিয়ে একটি পর্নোগ্রাফি দোকান চালাতে শুরু করেছিল। তার মায়ের সান্নিধ্য ছেড়ে, নিজেকে আলাদা বাড়িতে রাখা উচিৎ বলেই সে বিবেচনা করলো। এই দোটানায় তাকে বিভিন্ন সময় পড়তে হয়। সে যখন কলেজে ভর্তি হয়েছিল এবং নতুন চাকুরিতে যোগদান করেছিল তখনও একইরকম চিন্তা করেছিল। ২৫ বছর বয়সেও সে এই অবস্থা থেকে বের হতে পারছিল না। এর একটি কারণ ছিল, তার মাথায় আসে না যে তার মা একা একা তাকে ছাড়া কিভাবে থাকবে। সে অনেক কষ্টে তার মায়ের স্ববিরোধী সম্পর্ক থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল। উপরন্তু, সে যদি হঠাৎ বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার ঘোষণা দিত, তার মা হয়তো অনেক চিৎকার করতো। সে নিশ্চত ছিল যে তার মায়ের মনে কখনও এমন কিছু আসে নি যে তারা আলাদা হয়ে যাবে। তার মনে পড়লো, ১৩ বছর বয়সে যখন সে তার মাকে বলেছিল, তার বিশ্বাস ধীরে ধীরে কমে আসতে শুরু করেছে। পুরো দু'সপ্তাহ যাবৎ সে কিছু খায় নি। কিছু বলে নি, গোসল করা কিংবা চুল আচড়ানোর মত কাজও নয়। তার মা শুধু পিরিয়ডের সময় পর্দা গ্রহণ করতেন। ইয়োশিয়া অবশ্য তার মাকে কখনো এমন নোংরা অবস্থায় দেখে নি। সে যখন আবার এমনটি ভাবলো, তার বুকে ব্যাথা শুরু হয়।

BanglaBook.org

ইয়োশিয়ার বাবা ছিল না। সে জন্মগ্রহণ করার পর থেকেই শুধু মাকে দেখেছে, এবং যখন সে ছোট ছিল তখন থেকে তিনি তাকে বলেছেন, 'তোমার বাবা হচ্ছেন আমাদের দেবতা' (যেভাবে তাঁরা তাঁদের সৃষ্টিকর্তাকে নির্দেশ করতেন)। 'আমাদের দেবতাকে স্বর্গে থাকতে হয়, তিনি আমাদের সাথে পৃথিবীতে থাকতে পারেন না। কিন্তু তিনি সবসময় তোমাকে দেখছেন। তার হৃদয়ে সবসময় তোমার জন্য ভলো চিন্তা আছে।'

মিঃ তাবাতা, যে ছোটবেলায় ইয়োশিয়ার বিশেষ 'গাইড' হিসেবে কাজ করেছে, সেও একই কথা তাকে বলেছে। 'এটা সত্য যে এই পৃথিবীতে তোমার বাবা নেই। তুমি সব ধরনের লোক দেখতে পাবে যারা তোমাকে এই সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলবে। দুঃখজনকভাবে, বেশিরভাগ লোকের চোখ ঘোলা এবং তারা সত্য দেখতে পায় না। ইয়েশিয়া, কিন্তু, আমাদের দেবতা তোমার 'বাবা' হচ্ছেন এই পৃথিবী নিজেই। তুমি অনেক সৌভাগ্যবান যে তাঁর ভালোবসায় তুমি বড় হচ্ছ। তুমি অবশ্যই এর জন্য গর্ববোধ করবে এবং এমন জীবনযাপন করবে যেটা ভাল ও সত্য। 'আমি জানি'-ইয়োশিয়া প্রত্যুত্তরে বলেছিল।

ইয়োশিয়া যখন প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হল তখনই বলল, 'কিন্তু, ঈশ্বর তো সবারই, তাই না? বাবারা অন্য জিনিস, সবার আলাদা আলাদা, এটা সত্য নয় কি?'

–'আমার কথা শোন ইয়োশিয়া। একদিন আমাদের দেবতা, তোমার বাবা, তোমার কাছে আসবেন শুধুই তোমার হয়ে। তুমি তাঁকে দেখতে পাবে যেখনে তুমি তাঁকে সবচেয়ে কম আশা কর। কিন্তু তুমি যদি তাকে নিয়ে সন্দেহ কর তবে তিনি হয়তো এতটাই মনঃক্ষুণ্ন হবেন যে তোমার সাথে আর দেখাই করবেন না। বুঝতে পেরেছো?'

–'আমি বুঝেছি।'

–'আমি যা বলেছি তা সবসময় মনে রাখবে।'

–'আমি এটি সবসময় মনে রাখবো মিঃ তাবাতা।'

কিন্তু বাস্তবে তাবাতা ইয়োশিয়াকে যা বলেছিল তা তার কাছে খুব একটা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয় নি। কারণ সে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে সে ঈশ্বরের একজন 'বিশেষ সন্তান'। সে ছিল সাধারণ, তার আশেপাশের অন্যান্য বাচ্চাদের মতই। অথবা, হয়তো সে সাধারণের চেয়ে একটু কম ছিল। তার মাঝে এমন কিছু ছিল না যা তাকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করবে। সে সবসময় সবকিছু নিয়ে তালগোল পাকাতো। এটা তার প্রাথমিক স্কুলের সবসময়কার অবস্থা ছিল। কিন্তু, খেলাধুলায় সে অনেকাংশেই অপারদর্শী ছিল। তার পা ছিল খুব ধীরগতিসম্পন্ন ও সরু। চোখ ছিল ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন এবং হাত ছিল অপারদর্শী। বেসবল খেলার সময় যে উড়ন্ত বলগুলো তার কাছে আসতো, এর বেশিভাগই সে মিস করতো। তার দলের অন্য খেলোয়াড়েরা তার

BanglaBook.org

ব্যর্থতায় তাকে গালাগাল দিত, আর দূরে গ্যালারিতে বসা মেয়েরা হাসাহাসি করতো। ইয়োশয়া প্রতিদিন ঘুমানোর আগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতো, যে ছিল তার বাবা: 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস থাকবে, তুমি যদি আমাকে মাঠে উড়ন্ত বলগুলো ধরতে সাহায্য কর। এটাই একমাত্র চাওয়া (এখন পর্যন্ত)।' যদি ঈশ্বর আসলেই তার বাবা হয়ে থাকেন তবে তিনি তার জন্য এটুকু করতে পারবেন। কিন্তু তার প্রার্থনার কোন ফল দেখা যেত না। তার হাত থেকে বলগুলো পড়ে যেতে থাকে। 'এর মানে তুমি আমাদের দেবতাকে পরীক্ষা করছো ইয়োশিয়া?' মিঃ তাবাতা কঠোরভাবে জিজ্ঞেস করলো। 'কোন কিছু চাওয়া অপরাধ না কিন্তু তুমি এর চেয়ে ভাল কিছুর জন্য প্রার্থনা করতে পার। নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে কিছু চাওয়া ঠিক নয়।'

ইয়োশিয়ার বয়স যখন ১৭ তখন তার মা তাকে জন্মের রহস্য বলে দিলেন (মোটামুটি এবং সংক্ষিপ্তভাবে)। সে সত্য শোনার জন্য যথেষ্ট বড় হয়েছে। তিনি বললেন, 'আমি যখন কিশোরী ছিলাম তখন আমি গভীর অন্ধকারে বাস করতাম। আমার হৃদয় অনেক বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল যেন কালো স্তুপ জমেছিল। সত্যের আলো অন্ধকার কালো মেঘে ঢাকা পড়েছিল। তাই আমার অনেক ভালোবাসাহীন পুরুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হতে শুরু হয়। তুমি তো অভিজ্ঞতা হওয়া মানে বুঝ তাই না?' ইয়োশিয়া বললো যে সে এর মানে বোঝে। তার মা যৌনতা সম্পর্কে আলাপ করার সময় অনেক পুরনো ধাঁচের ভাষা ব্যবহার করতেন। এই সময়ের মাঝে ইয়োশিয়ারও ভালোবাসাহীন অনেক মেয়ের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তার মা বলতে লাগলেন, 'আমি যখন মাধ্যমিক স্কুলের দ্বিতীয়বর্ষে পড়ি তখন প্রথম প্রেগন্যান্ট হই। তখন আমি বুঝতামই না যে প্রেগন্যান্ট হওয়ার গুরুত্ব কতটুকু। আমার একজন বন্ধু আমাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। আমি অ্যাবর্শন করিয়ে নেই। সে খুব ভালো এবং কম বয়স্ক ছিল। অপারেশনের পর সে আমাকে গর্ভনিরোধক সম্বন্ধে বলল। 'অ্যাবর্শন স্বাস্থ্য ও মন কোনটির জন্য ভালো নয়,' সে বলল। সে আরও বলল যেন আমি যৌনরোগ সম্বন্ধে সচেতন হই এবং তার জন্য যেন সবসময় কনডম ব্যবহার করি। সে আমাকে নতুন এক বাক্স উপহার দিল। আমি তাকে বলেছিলাম যে আমি এগুলো ব্যবহার করেছিলাম। তিনি বললেন, 'তাহলে কেউ সেটা ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারে নি। এটা আশ্চর্যজনক যে কিভাবে এত কম লোক এটা ভালোভাবে ব্যবহার করতে জানে'। কিন্তু, আমি এত বোকা ছিলাম না। গর্ভনিরোধক সম্বন্ধে আমি সবসময়ই সচেতন ছিলাম। যখনই আমরা কাপড় খুলে ফেলতাম তখনই আমি এটি পুরুষটিকে পড়িয়ে দিতাম। তুমি তো কনডম সম্বন্ধে জানো তাই না?'

ইয়োশিয়া বলল যে সে জানে।

–'দু'মাস পর আমি আবারও প্রেগন্যান্ট হলাম। আমি তা বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না, যদিও আমি খুবই সচেতন ছিলাম! আমি আগের ডাক্তারের

কাছে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারতাম না। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে সচেতন হতে বলেছিলাম। তোমার মাথায় কি আছে?' আমি কান্না থামাতে পারছিলাম না। আমি তাকে ব্যাখ্যা করে বললাম যে আমি কি পরিমান সচেতন ছিলাম, কিন্তু সে আমাকে বিশ্বাস করছিল না। 'তুমি যদি এটার সঠিক ব্যবহার করতে তবে এমনটি কখনও হতো না,' সে বলল। সে খুবই রাগান্বিত ছিল। লম্বা গল্প ছোট করে বললে এমনটি দাঁড়ায়, ছ'মাস পর কিছু আজব ঘটনার পর আমি সেই ডাক্তারের অভিজ্ঞতা নিতে শুরু করলাম। সে তখন ৩০ বছর বয়সী একজন ব্যাচেলর ছিল। তার সাথে কথা বলতে খুব বিরক্ত লাগত, কিন্তু সে একজন সৎ ও ভদ্রলোক ছিল। তার ডান কানের লতি ছিল না। সে যখন ছোট ছিল, কুকুর তা খেয়ে ফেলেছিল। সে যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল, তখন একটি বড় কালো কুকুর যেটাকে সে আগে কখনও দেখে নি, লাফ দিয়ে তার কানের লতি ছিঁড়ে নিয়ে যায়। সে বলে উঠলো যে ভাগ্য ভাল এটি শুধু কানের লতি নিয়ে গেছে। আমাকে বলল, 'তুমি হয়তো কানের লতি ছাড়া ভিন্ন কিছু হারাতে'। আমার তার সাথে একমত হতে হল।

–'তার সাথে থাকাতে আমার পুরনো সত্ত্বাকে ফিরে পেতে কষ্ট হয় নি। আমি যখন তার সম্পর্কে জানছিলাম তখন আমি বিরক্তিকর কোন চিন্তা মাথায় আনতাম না। আমি এমনকি তার ছোট কানও পছন্দ করতে লাগলাম। সে তার কাজের প্রতি এতটাই মনোযোগী যে, আমরা যখন বিছানায় থাকতাম তখনও সে আমকে কনডমের ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান দিত। কখন ও কিভাবে এটি পড়তে হয় এবং কখন ও কিভাবে এটি খুলতে হয়। তুমি হয়তো ভাববে যে এর মাধ্যমে আমি খুবই সুরক্ষিত ছিলাম, কিন্তু আমি আবারও প্রেগন্যান্ট হলাম। ইয়োশিয়ার মা তার ডাক্তার প্রেমিকের কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন যে তিনি আবারও প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়েছেন। সে তাঁকে পরীক্ষা করে বলল যে এটি সত্য। কিন্তু ডাক্তার এর দায় নিতে অস্বীকৃতি জানালো। 'আমি অভিজ্ঞ,' তিনি বললেন। 'আমার গর্ভনিরোধক সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন না। এর মানে তোমার সাথে অন্য কোন পুরুষের সম্পর্ক আছে।' সে এগুলো বলার মাধ্যমে আমাকে এমনভাবে রাগালো যে আমি কাঁপতে থাকলাম। তুমি কি বুঝতে পারছো আমি কতটা কষ্ট পেয়েছিলাম? ইয়োশিয়া বলল যে সে বুঝতে পারছে। 'আমি যখন তার সাথে ছিলাম তখন অন্য কোন পুরুষের চিন্তা আমার মাথায়ই আসে নি। একবারের জন্যও না। কিন্তু সে আমাকে বেশ্যা ভেবেছিল। তখনই আমি তাকে শেষ দেখেছিলাম। আমি অ্যাবর্শনও করিনি। তবে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম। আর আমি তা করতামও। ওশিমাতে গিয়ে আমি একটি বোটে উঠে সেখান থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করতাম যদি না মিঃ তাবাতা আমকে দেখে কথা না বলতো। মৃত্যুবরণ করার জন্য বিন্দুমাত্র ভীত ছিলাম না। অবশ্য আমি যদি মারা যেতাম তবে তুমি কখনো পৃথিবীর মুখ দেখতে না; ইয়োশিয়া। কিন্তু তাবাতাকে

BanglaBook.org

ধন্যবাদ তার অভিভাবকসুলভ আচরণের জন্য। আমি আজ যেমন পৃথিবীর বুকে টিকে আছি তা মিঃ তাবাতার জন্য। সবশেষে আমি সঠিক আলো খুঁজে পেয়েছিলাম। আর অন্য বিশ্বাসীদের সাহায্যে আমি তোমাকে পৃথিবীতে আনতে পেরেছিলাম।'

ইয়োশিয়ার মা'কে তাবাতা বলেছিলেন, 'তুমি সবচেয়ে উপযুক্ত গর্ভনিরোধক ব্যবহার করেছিলে, কিন্তু এর পরও তুমি প্রেগন্যান্ট হয়েছিলে। প্রকৃতপক্ষে তুমি তিনবার গর্ভবতী হয়েছিলে। তুমি কি মনে কর এগুলো আকস্মিক ঘটেছিল? আমি এটা বিশ্বাস করি না। তিনটি আকস্মিক ঘটনা আর 'আকস্মিক' থাকে না। 'তিন' সংখ্যাটি আমাদের সৃষ্টিকর্তার দ্বারা দৈববাণী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অন্যভাবে যদি বলি, মিস ওমাকি, এটি আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছা যে তুমি একটি সন্তান দান কর। তুমি যে সন্তানকে বহন করছো সে আসলে শুধুমাত্র কোন সাধারণ মানুষের সন্তান নয়। মিস ওমাকিঃ এ হচ্ছে আমাদের ঈশ্বর যিনি স্বর্গে থাকেন, তাঁর সন্তান। একটি ছেলে সন্তান, আর আমি তার নাম রাখতে চাই ইয়োশিয়া, 'কারন, এটি ভাল'।'

আর যখন, একটি ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করল, তারা তার নাম রাখল ইয়োশিয়া। ইয়োশিয়ার মা এরপর থেকে ঈশ্বরের সেবিকা হিসেবে বাস করতে থাকল, যার আর কোন পুরুষের সাথে মেলামেশা নেই। ইয়োশিয়া একটু ইতস্তত করে বলল, 'তাহলে আমি যদি আমার বাবার পরিচয় দিতে চাই তবে বলতে হবে ঐ ডাক্তারই আমার বাবা..., যার সাথে তোমার মেলামেশা ছিল?'

'সত্য নয়!' তার মা জ্বলন্ত চোখে বললেন। 'তাঁর গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা যায় না। মিঃ তাবাতা ঠিক বলেছেনঃ তোমার বাবা হচ্ছেন আমাদের দেবতা। তুমি এই পৃথিবীতে জাগতিক ভাবে আসনি, বরং আমাদের দেবতার ইচ্ছায় এসেছে।' তার মায়ের বিশ্বাস অটুট ছিল, কিন্তু ইয়োশিয়া প্রায় নিশ্চিত যে সেই ডাক্তারই তার বাবা। হয়তো কনডমে কোন ঝামেলা ছিল। আর অন্য কোন কিছুই হতে পারে না।

–'সেই ডাক্তার কি জানে যে তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছ?'

–'আমি তা মনে করি না,' তার মা বললেন। 'আমি তাকে আর দেখিনি। তার সাথে আর যোগাযোগ করারও চেষ্টা করিনি। তার হয়তো কোন ধারণা নেই।'

–সেই লোকটি চিয়োডা লাইন থেকে অবিকোয় ট্রেনে উঠে বসল। ইয়োশিয়া তাকে অনুসরণ করল। রাত প্রায় ১০:৩০ টা বেজেছিল, আর ট্রেনে খুব কম লোক ছিল। লোকটি বসে ব্রিফকেস থেকে একটি ম্যাগাজিন বের করল। এটা দেখে একটি প্রোফেশনাল বই মনে হল। ইয়োশিয়া লোকটির মুখোমুখি বসে পত্রিকা পড়ার চেষ্টা করল। লোকটি দেখতে চিকন এবং তার অভিব্যক্তি ছিল সুন্দর। তার মাঝে ডাক্তার ডাক্তার একটি ভাব আছে। তার বয়সও ওরকম এবং তার একটি কানের লতি ছিল না। আর সেটি ছিল ডান

কান। এটা হয়তো কোন কুকুর কামড়ে খেয়ে ফেলেছে। ইয়োশিয়া নিজের জ্ঞান দ্বারা নিশ্চিত হল ইনিই তার সত্যিকারের বাবা। আর এই লোকটির হয়তো কোন ধারণাই নেই যে তার এই সন্তানটি পৃথিবীতে আছে। অথবা হয়তো যদি ইয়োশিয়া তাকে তখনও সব খুলে বলত তবে সে বিশ্বাস করত না। যাই হোক, একজন ডাক্তারের জন্মনিরোধক জ্ঞান নিয়ে কেউ তো আর প্রশ্ন তুলতে পারে না। ট্রেনটি উঁচুতে উঠবার আগে শিন-ওচানিমিজু, সেনদাগি ও মাচিয়া সাবওয়ে স্টেশনগুলো পার করল। প্রতি স্টেশনে যাত্রীর সংখ্যা কমতে থাকলো। লোকটি তার ম্যাগাজিন থেকে একবারও মুখ তুলল না। সে সিট ছেড়ে ওঠার কোন অভিব্যক্তিও দিল না। পত্রিকার উপর থেকে তাকে লক্ষ্য করতে করতে ইয়োশিয়া গতরাতের খণ্ড খণ্ড স্মৃতি মনে করতে থাকল। সে তার এক বন্ধু ও সেই বন্ধুর পরিচিত দু'টি মেয়ের সঙ্গে রপ্পনজিতে পান করতে গিয়েছিল। সে বার থেকে ক্লাবে যাওয়ার কথা মনে করতে পারল, কিন্তু সে কি তার প্রেমিকার সাথে ঘুমিয়েছিল কিনা তা মনে করতে পারল না। হয়তো ঘুমোয়নি সে বুঝতে পারল। সে এতটাই মাতাল ছিল যে হিতাহিত জ্ঞান থাকার কথাই নয়।

পত্রিকাতে গতানুগতিক ভূমিকম্পের খবর ছিল। এর মধ্যে তার মা ও অন্যান্য উপাসকেরা চার্চের পক্ষ থেকে ওসাকায় অবস্থান করছিল। প্রতিদিন সকালে তারা তাদের ব্যাগে অনেক জিনিসপত্র ঠেসে ভরে তা নিয়ে কমিউটার ট্রেনে যতদূর সম্ভব ভ্রমণ করত। তারপর ইট-পাথরে পরিপূর্ণ রাস্তা দিয়ে হেঁটে পৌঁছাত যেখানে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে খাবার-দাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিতরণ করত। তিনি ইয়োশিয়াকে ফোনে বলেছিলেন যে তাঁর ব্যাগের ওজন প্রায় ৩৫ পাউন্ড হয়েছিল। ইয়োশিয়ার কাছে কোবেকে মনে হয়েছিল প্রায় আলোকবর্ষ দূরে। তার সামনে বসা লোকটি তার ম্যাগাজিন নিয়ে ব্যস্ত ছিল। প্রাথমিক স্কুল শেষ করার আগ পর্যন্ত ইয়োশিয়া প্রতি সপ্তাহে তার মায়ের সাথে মিশনারির কাজে বের হত। তিনি যে কারও কাছ থেকে ভাল কিছু সংগ্রহ করতে পারতেন। এতটাই তরুণ, দারুণ আর দৃশ্যত সম্ভ্রান্ত (আসলেই তিনি সম্ভ্রান্ত) যে, যে কেউ তাঁকে পছন্দ করত। এছাড়া তাঁর সাথে এই ছোট্ট ফুটফুটে বাচ্চাটিও থাকতো। লোকে হয়ত ধর্মে আকৃষ্ট ছিল না, কিন্তু তারা তাঁর কথা শুনতো। তিনি ঘর থেকে ঘরে ঘুরে বেড়াতেন আর ধর্মীয় বই সবাইকে বিতরণ করতেন। তিনি নীচু স্বরে বিশ্বাসীদের ভালোলাগা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতেন।

'তোমাদের কোন সমস্যা হলে অবশ্যই আমাদের সাথে দেখা করবে,' তিনি সবাইকে বলতেন। তিনি আরও বলতেন, 'আমরা কখনও জোর করি না, আমরা শুধু প্রস্তাব দেই।' তাঁর গলা থাকতো সুন্দর। 'এমন একটি সময় ছিল যখন আমি অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখনই আমি এই ধর্মীয় শিক্ষা দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছিলাম। আমি আমার মাঝে এই সন্তানকে বহন করছিলাম,

আর আমি এই ছেলে ও আমার নিজেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি তাঁর হাত দ্বারা রক্ষা পেয়েছি, যিনি স্বর্গে থাকেন। এখন আমি ও আমার সন্তান ঈশ্বরের আলোয় জীবনযাপন করি। ইয়োশিয়া কখনও তার মায়ের সাথে অপরিচিতদের দরজায় কড়া নাড়তে ইতস্ততবোধ করত না। তিনি তখন সবসময় তার প্রতি ভাল আচরণ করতেন। হাতের পরশ ছিল মমতায় ভরা। তাদের বিচিত্রভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অভিজ্ঞতাগুলো তাকে অনেক নতুন শব্দ শিখতে সাহায্য করেছিল। এজন্য সে খুব আনন্দ পেত। আর যখন তারা চার্চের জন্য নতুন কোন উপাসক পেয়ে যেত তখন তার অনেক গর্ব হতো। 'হয়তো আমার বাবা, ঈশ্বর আমাকে তাঁর সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দিবেন,' সে ভাবতো। মাধ্যমিক স্কুলে যাওয়ার কিছুদিন পরই ইয়োশিয়া তার বিশ্বাস ত্যাগ করেছিল। সে যখন তার স্বাধীন সত্ত্বার সাথে পরিচিত হল সে ধীরে ধীরে সাধারণ মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক সীমাবদ্ধ নিয়ম-নীতি গ্রহণ করতে অপ্রস্তুত ছিল। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল সে যাকে বাবা বলে জানত, তাঁর অসীম নীরবতা। তাঁর অন্ধকার, গভীর ও নীরব পাথুরে হৃদয়। ইয়োশিয়ার বিশ্বাস ত্যাগ করাটা তার মায়ের জন্য খুবই দুঃখের কারণ ছিল। কিন্তু ইয়োশিয়া সিদ্ধান্তে ছিল অবিচল।

ট্রেনটি যখন প্রায় টোকিও পার হয়ে যাচ্ছিল, চিবা প্রিফেকচারের দু'একটি স্টেশন আগে ছিল তখন লোকটি তার ম্যাগাজিনটি তার ব্রিফকেসে রেখে উঠে দাঁড়াল এবং দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ইয়োশিয়া তাকে অনুসরণ করে প্ল্যাটফরম পর্যন্ত গেল। লোকটি তার পাসটি ঢুকিয়ে গেট পার হতে লাগল, কিন্তু ইয়োশিয়া এতদূর আসার কারণে লাইনে দাঁড়িয়ে তার ভাড়া পরিশোধ করছিল। এরপরও সে ট্যাক্সির লাইনে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল যখন লোকটি কেবল একটি ট্যাক্সিতে উঠছিল। সে একটি ক্যাবে উঠলো এবং তার ওয়ালেট থেকে একটি চকচকে ১০,০০০ ইয়েনের নোট বের করল। 'ওই ক্যাবটিকে অনুসরণ কর,' সে বলল। ড্রাইভার তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল, তারপর সে টাকার দিকে তাকাল।

–'এটা কি কোন অসৎ উদ্দেশ্য?'

–'চিন্তা কর না, আমি শুধু একজনের পিছু নিয়েছি'-ইয়োশিয়া বলল।

ড্রাইভার ১০,০০০ ইয়েনের নোটটি নিয়ে গাড়ি চালানো শুরু করল। সে বলল, 'ঠিক আছে, কিন্তু এরপরও আমি আমার ভাড়া চাই। মিটার চলছে।'

ক্যাব দু'টি কতগুলো বন্ধ দোকান, একটি হাসপাতাল, কতগুলো ছোট বাক্সের মত বাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে চলল। রাস্তাগুলো খালি ছিল, এই পিছু নেওয়াতে কোন সমস্যা কিংবা কোন চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেনি। ইয়োশিয়ার ড্রাইভার এতটাই চালাক ছিল যে সে একটু পরপর দুটি গাড়ির মধ্যকার দূরত্বের ব্যতিক্রম ঘটাচ্ছিলেন।

–'ওই লোকটি কি কোন সম্পর্কে জড়িয়েছে?'

Banglabook.org

ইয়োশিয়া বলল, 'নাহ, দুটো কোম্পানিই এক ব্যক্তিকে চায়।'

–'মজা করছো না তো? আমি জানতাম আজকাল কোম্পানিগুলো মানুষজন নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করে, কিন্তু এত বাজে অবস্থা তা আমি ভাবতে পারি নি।'

এখন রাস্তার পাশে কোন বাড়িঘর নেই। এই রাস্তাটি একটি নদীর পাড় দিয়ে এমন একটি এলাকায় পৌঁছাল যেখানে শুধু কারখানা আর গুদাম ছিল। এই জনমানবশূন্য এলাকায় শুধুমাত্র নতুন কিছু ল্যাম্পপোস্ট মাটি ভেদ করে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার পাশে একটি কংক্রিটের দেয়ালের কাছে এসে সামনের ক্যাবটি হঠাৎ থেমে গেল। ক্যাবটির এই দিক পরিবর্তনের জন্য ইয়োশিয়ার ড্রাইভার প্রায় একশো গজ দূরে তার ক্যাবটি থামিয়ে হেডলাইটগুলো বন্ধ করে দিল। রাস্তার পাশের ল্যাম্পপোস্টের সারকারি লাইটগুলো তাদের আলো ছড়িয়ে যাচ্ছিল রাস্তার উপর। এখানে দাঁড়িয়ে সেই লম্বা দেওয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখার ছিল না। দূরে অন্য ক্যাবটির দরজা খুলে সেই কানের লতি ছাড়া লোকটি বেরিয়ে আসল। ইয়োশিয়া তার আরও দুটি ১,০০০ ইয়েনের নোট দিল।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'জনাব, আপনি এখানে আর কোন ক্যাব পাবেন না, আমি কি আশেপাশে অপেক্ষা করব?'

ইয়োশিয়া বলল, 'প্রয়োজন নেই'। সে বাইরে বেরিয়ে আসল।

সেই লোকটি ক্যাব থেকে বেরিয়ে কোন দিকে না তাকিয়ে লম্বা দেয়ালের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল, ঠিক যেমনটি সে প্লাটফরমের পাশ দিয়ে হাঁটছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল একটি পুতুলের মত যাকে চুম্বকের সাহায্যে চালানো হচ্ছে। ইয়োশিয়া তার কোটের কলার তুলে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে সেই লোকটিকে দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করতে লাগল যেন তাকে চেনা না যায়। সে শুধু সেই সেই লোকটির চামড়ার জুতার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। ইয়োশিয়ার রাবারের জুতোতে কোনও আওয়াজ হচ্ছিল না।

এখানে কোন মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। এই জায়গাটি দেখে মনে হচ্ছিল স্বপ্নে দেখা কোন কাল্পনিক জায়গা। যেখানে কংক্রিটের দেয়ালটি শেষ হয়েছিল সেখানে ভাঙা জিনিসপত্রের ভাগাড় ছিলঃ অনেকগুলো অকেজো গাড়ি চারদিকে ঘেরাও দেয়া ছিল। মারকারি লাম্প আলোতে অনেকগুলো ধাতুর স্তুপকে একরঙের মনে হচ্ছিল। লোকটি সোজা পথ ধরে এগুতে থাকল।

ইয়োশিয়া অবাক হল এটা ভেবে যে এমন একটি জনমানবশূন্য এলাকায় ক্যাব থেকে নামার অর্থ কি হতে পারে! লোকটি কি তার বাড়ির দিকে যাচ্ছে না? নাকি সে বাড়ি ফেরার পথে একটু ঘুরে বেড়াচ্ছে? ফেব্রুয়ারি মাসের রাত হাঁটার জন্য খুবই ঠান্ডা। প্রচন্ড ঠান্ডা বাতাস ইয়োশিয়াকে পিছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছিল। যেখানে ভাগাড়টি শেষ হয়েছিল, সেখানে আরেকটি লম্বা কংক্রিটের দেয়াল শুরু হল। এই জায়গাটি লোকটির খুব পরিচিত মনে হলঃ সে যখন

বাঁক ঘুরছিল তাকে বিচলিত দেখায় নি। গলিটা অন্ধকার ছিল। এতদূর এসে সে ফিরে যেতে পারে না। রাস্তার দুপাশেই লম্বা দেয়াল ছিল। দু'জন লোকের একসাথে পার হবার মত জায়গা ছিল না। আর জায়গাটি গভীর সমুদ্রের রাতের অন্ধকারের মত কালো হয়ে আছে। ইয়োশিয়া শুধু ঐ লোকটির জুতার আওয়াজ শুনে চলতে লাগল। এই অন্ধকার জায়গাটিতে পথ চলতে চলতে ইয়োশিয়া খেয়াল করল আর কোন শব্দ নেই।

লোকটি কি বুঝতে পারল যে তাকে কেউ অনুসরণ করছে? সে কি সোজা দাঁড়িয়ে আছে এটা বোঝার জন্য যে তার পিছনে আসলে কি বা কে? অন্ধকারে ইয়োশিয়ার হৃদপিন্ড সংকুচিত হয়ে আছে। কিন্তু সে এটার ধুকধুক শব্দ সামলে নিল। কি হবে এখন যদি সে তাকে অনুসরণ করার জন্য চিৎকার করে? আমি তাকে সত্য কথা বলে দিব। এটা হয়তো সবচাইতে সংক্ষিপ্ত পন্থায় শোনা গল্পটি শোনানো হয়ে যাবে। কিন্তু এরপর গলিটি শেষ হয়ে যায় যেখানে শেষ মাথায় একটি ধাতব পাত রাখা হয়েছিল। ইয়োশিয়ার একটি ফাঁকা জায়গা খুঁজে বের করতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল যেখান দিয়ে একজন লোক কোনেরিকমে বের হতে পারে। ঘেরাও এর অন্যপাশে একটি খোলা জায়গা ছিল। এটা যদিও খুব বড় খোলা জায়গা ছিল না, কিন্তু এটি একটি খেলার জায়গা ছিল। ইয়োশিয়া সেখানে চাঁদের আলোতে কিছু একটা দেখার জন্য দাঁড়াল। লোকটি চলে গিয়েছে।

ইয়োশিয়া একটি বেসবল মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল। মাঝ মাঠের কোন একটি ঘাসবিহীন জায়গায় ছিল তার অবস্থান। খালি মাঠের জায়গাটি এমনভাবে দেখা যাচ্ছিল যেন দেখে মনে হচ্ছিল একটি ছোট্ট দাগ হয়ে গিয়েছিল যেখানে সাধারণত মাঠের খেলোয়াড় দাঁড়াতো। উঁচু ধাতব দেয়ালটি পুরো মাঠটিকে ঘিরে রেখেছিল। ঘাসের উপর দিয়ে একটি বাতাস বয়ে গেল যেটি একটি খালি চিপ্সের প্যাকেটকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। ইয়োশিয়া তার হাত কোটের ভিতর ঢুকিয়ে কোনকিছু ঘটার অপেক্ষা করছিল। কিন্তু কিছুই ঘটেনি। সে ডান-বাম, উপর-নীচ সবদিক তাকিয়ে মাঠ পর্যবেক্ষণ করল। আকাশে কয়েক টুকরো মেঘ দেখা যাচ্ছিল। চাঁদের আলোতে সেসব মেঘের কিনারাগুলো অদ্ভুত লাগছিল। ঘাসের সাথে কুকুরের বিষ্ঠার গন্ধ পাওয়া যচ্ছিল। লোকটি কোন চিহ্ন ছাড়া হারিয়ে গেল। মিঃ তাবাতা থাকলে হয়তো বলতো, 'ইয়োশিয়া দেখেছ, আমাদের দেবতা আমাদেরকে সবচেয়ে অনাকাঙ্খিত অবস্থায় দেখা দেন।'

কিন্তু মিঃ তাবাতা মৃত। সে তিন বছর আগে মুত্রনালির ক্যান্সারে মারা গিয়েছে। তার শেষ কয়েকটি মাস খুব যন্ত্রণার ছিল। সে কি তখন একবারও পরীক্ষা করে নি? সে কি তখন একবারের জন্যও তার অসহ্য যন্ত্রণা থেকে সামান্যতম আরাম পেতে প্রার্থনা করে নি? মিঃ তাবাতা ধর্মীয় অনুশাসন এমন ভাবে পালন করত যে সে ঈশ্বরের স্পর্শে বসবাস করত বলে মনে হয়। সে

অন্যান্য সব সাধারণ মানুষের মত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার জন্য যোগ্য ছিল। সর্বোপরি, সব কিছুর বাইরে, যদি মানুষকে পরীক্ষা করা ইশ্বরের অধিকারের মধ্যে পড়ে, তবে কেন ঈশ্বরকে পরীক্ষা করতে যাওয়া মানুষের জন্য ভুল? ইয়োশিয়া তার নাড়িতে কম্পন অনুভব করল। কিন্তু, এটা কি গতরাতের আড্ডার ফলাফল কিনা সে ঠিকভাবে বলতে পারল না। সে মুখ বিকৃত করে পকেট থেকে হাত বের করে বাসার দিকে লম্বা কিন্তু ধীর পায়ে এগোতে লাগল। একটু আগেই যে রোমাঞ্চকর অনুভূতি ছিল; সেই অপরিচিত লোকটি তার বাবা হয়ে থাকতে পারে, তা-ই তাকে এখানে টেনে এনেছে।

এই খেলার মাঠটি তার কাছে খুবই অপরিচিত যেহেতু সে এখানে আগে কখনও আসে নি। এখন যখন সেই অপরিচিত লোকটি হারিয়ে গেল তখন সে এখানে আসার যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছিল না। এর অর্থ ভেঙে গিয়েছে এবং আগের মত আর নেই। যেমনটি সে একটি উড়ন্ত বল ধরতে পারবে কি পারবে না তার উপর ইয়োশিয়ার জীবন-মৃত্যুর সাথে জড়িত নয়। 'আমি এর থেকে কি আশা করেছিলাম?' সে হাঁটতে হাঁটতে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল।'আমি কি আমার এখানে এখন অবস্থান করার কারণ খুঁজে বের করার জন্য একটি যোগসূত্র তৈরি করেছিলাম? আমি কি আমার নিজেকে একটি নতুন গল্পে অন্তর্ভুক্ত করতে চাচ্ছিলাম যেখানে আমার নতুন কোন ভূমিকা থাকবে?' সে ভাবল, না ঠিক এমনটি নয়। আমি যে বৃত্তের চারপাশে দৌড়াচ্ছিলাম তা হয়তো আমার ভেতরকার যে অন্ধকার তার লেজ ছিল। আমি শুধু সেই লেজের দেখা পেতে, আর তাকে অনুসরণ করে তাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলাম। আর অন্ধকারের আরও গভীরে এটিকে হারিয়ে যেতে দিতে চেয়েছিলাম।

ইয়োশিয়ার অস্তিত্ব এখন একটি সময় ও স্থানে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে যদি ওই লোকটি তার বাবা, অথবা ঈশ্বর অথবা শুধুই অন্য কেউ হয় যে তার ডান কানের লতি হারিয়েছেন, তবে তার কি আসে যায়? এটি তার জন্য এখন তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। এটি হয়তো একটি দৈববাণীঃ সে কি এখন ঈশ্বরের বন্দনা করবে? সে পিচারের ক্ষয়ে যাওয়া মাটির ঢিবিতে টান টান করে দাঁড়িয়ে ছিল। সে তার আঙ্গুল ফুটিয়ে হাত ছড়িয়ে এক বুক ঠান্ডা বাতাস নিয়ে আরেকবার চাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিল। এটি অনেক বড় ছিল, চাঁদ কেন একদিন খুব বড় আর একদিন ছোট দেখায়? সাধারণ কাঠের বেঞ্চগুলো বেসবলের প্রথম ও তৃতীয় সারি অতিক্রম করেছে। অবশ্যই খালি, কারণ এটি ফেব্রুয়ারি মাসের একটি মাঝরাত। তিনটি কাঠের সারি ক্রমান্বয়ে সাজানো ছিল। কিছু জানালাবিহীন ধূসর বিল্ডিং যেগুলোকে দেখে গুদামঘর মনে হয়, সেগুলো পেছনে একটি আবহ তৈরি করেছিল। কোন আলো কোন শব্দ নেই। ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে ইয়োশিয়া তার হাত চারপাশে বৃত্তাকারে ঘুরালো। একই সাথে সে তার পা-গুলোও সামনে এবং পাশে নাড়ালো। সে যখন তার শরীর নাচের মত করে নাড়াচাড়া করতে লাগলো, তখন সে শরীরের

BanglaBook.org

উষ্ণতা ফিরে পেয়ে একটি জীবন্ত প্রাণীর সকল অনুভূতি ফিরে পেতে লাগলো। এর অনেক আগেই সে খেয়াল করেছিল যে তার মাথা ব্যথা ছিল না।

ইয়োশিয়ার প্রেমিকা তার পুরো কলেজ জীবন জুড়ে তাকে 'বিশালাকার ব্যাঙ' বলে ডাকতো। কেননা, সে যখন নাচতো তখন তাকে একটি বড় ব্যাঙের মত লাগত। তার প্রেমিকা নাচতে পছন্দ করত এবং তাকে সবসময় ক্লাবে টেনে নিয়ে যেত। সে বলত, 'নিজের দিকে তাকাও! তুমি যেভাবে তোমার হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি কর তা দেখে আমার মজা লাগে। বৃষ্টিতে তোমাকে একটি ব্যাঙের মত দেখায়।' সে যখন প্রথম এটি বলেছিল তখন ইয়োশিয়ার খুব খারাপ লেগেছিল। কিন্তু, যখন সে তার প্রেমিকার সাথে অনেকদিন কাটিয়ে দিল, তখন সে নাচ উপভোগ করতে লাগল। যখন সে নাচের তালে তালে নিজের শরীরের অঙ্গভঙ্গিকে মেলাত তখন তার মনে হত সে পুরো পৃথিবীর ছন্দের সাথে একাকার হয়ে মিশে গেছে। নদীর জোয়ার ভাটা, সমতল ভূমির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া, স্বর্গীয় তারাদের আনাগোনা এর কোন কিছুই তার সাথে সংযোগ ছাড়া ঘটত না।

তার প্রেমিকা শিশ্ন ধরে বলত যে এত বড় শিশ্ন সে আর কখনও দেখেনি। সে যখন নাচত তখন এটা কি কোন সমস্যা তৈরি করত না? ইয়োশিয়া তাকে বলত, 'না, এটি কোন সমস্যা করেনি।' সত্যিই এটি অনেক বড় ছিল। যদিও সে মনে করতে পারল না এর মাধ্যমে তার কোন বড় সুবিধা হয়েছিল কিনা। বাস্তব অর্থে অনেক মেয়েই তাকে এই বড় শিশ্নের জন্য সঙ্গম প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। সৌন্দর্যের দিক থেকে একে দেখতে ধীর ও বিদ্‌ঘুটে লাগত। আর তাই সে এটিকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করত। তার মা তাকে সবসময় অগাধ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলত, 'তোমার বড় নুনু একটি সংকেত যে তুমি ঈশ্বরের পুত্র।' আর সেও তা বিশ্বাস করত। কিন্তু তারপর একদিন সে বড় একটি ধাক্কা খেল। সে সবসময় উড়ন্ত বল ধরতে পারার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত। কিন্তু এর উত্তরে ঈশ্বর তাকে সবার চাইতে বড় শিশ্ন দান করেছিল, এই নির্বুদ্ধিতার মানে কি?

ইয়োশিয়া তার চশমা খুলে বাক্সে রেখে দিল। নাচানাচি? খুব খারাপ ছিল না। একেবারেই খারাপ না। সে চোখ বন্ধ করে নিজের শরীরে চাঁদের আলো নিয়ে একা একা নাচতে লাগলো। সে গভীর নিঃশ্বাস নিতে লাগল। কোন গানের কথা চিন্তা করতে না পেরে সে মেঘের ঘোরাঘুরি আর ঘাসের দোল খাওয়ার সাথে নাচতে লাগল। অনেক আগে থেকে ভাবছিল কেউ একজন তাকে অনেক দূর থেকে দেখছে। তার সমস্ত শরীর– তার গায়ের চামড়া, তার হাতগুলো তাকে নিশ্চিতভাবে জানান দিচ্ছিল যে সে কারো নজরবন্দি হয়ে আছে। তাতে কি, সে ভাবল, তারা যারাই হোক দেখুক। ঈশ্বরের অনুগতরা নাচতে জানে। সে আস্তে আস্তে পা ফেলে হাত ঘুরাতে লাগলো। প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি পরবর্তী অঙ্গভঙ্গির সাথে জড়িত। তার শরীর একটি জ্যামিতিক

অবয়ব তৈরি করেছিল, যার মাঝে বৈচিত্র্য ছিল। সে নাচছিল অবশ্য কিছু ছন্দের তালে। প্রত্যেকটি নাচের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সে এইসব উপাদানের সংমিশ্রণ খেয়াল করছিল। বনের প্রাণীরা তার সাথে ট্রেম্পেলয়াল অবয়বের মত নাচছিল। এর মধ্যে এমন কিছু ভয়ঙ্কর পশু আছে সে আগে কখনও দেখেনি। তাকে এই বন পাড়ি দিতে হয়েছে, কিন্তু সে ভয় পায়নি। অবশ্য এই বন ছিল তার নিজের ভেতর, যা সে জানত এবং এটি তাকে বলে দিল সে কে ছিল। এই পশুগুলো ছিল তার নিজের ভিতরের পশু। সে কতক্ষণ যাবৎ নেচেছে, ইয়োশিয়া বলতে পারল না। কিন্তু এটি তার বগল ঘামানোর জন্য যথেষ্ঠ ছিল। এরপর তার পায়ের নিচ থেকে মাটির নিচে অবস্থিত কিছু তাকে সজোরে ধাক্কা দিল: গভীর অন্ধকারে অশুভ আভাস, গোপন নদী যা সুপ্ত কামনা বহন করে, আঠালো পোকামাকড়ের নড়াচড়া, ভূমিকম্পের উৎস যা পুরো শহরকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করতে সক্ষম। সে তার নাচ বন্ধ করে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল, যা দেখে মনে হচ্ছিল সে একটি গর্তের দিকে তাকিয়ে আছে।

সে অনেকদূরে ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরে তার মায়ের কথা ভাবছিল। সে ভাবল, কি হতে পারত সে যদি তার বর্তমান সত্ত্বা বজায় রেখে সময়কে পিছনে নিয়ে তার মায়ের সাথে দেখা করত যখন তিনি যুবতী ছিলেন এবং তার হৃদয় গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল? কোন সন্দেহ নেই যে তারা একে অন্যের সাথে নোংরামিতে লিপ্ত হত যার জন্য তাদেরকে শাস্তি পেতে হত। তাতে কি? 'শাস্তি'? আমি অনেক আগে থেকেই শাস্তি পাওয়ার কথা। পুরো শহর আমার পাশে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার কথা। তার প্রেমিকা তাকে কলেজ জীবন শেষে বিয়ে করতে বলেছিল। 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, বড় ব্যাঙ। আমি তোমার সাথে থাকতে চাই এবং তোমার বাচ্চার মা হতে চাই– একটি ছেলে, যার তোমার মতই বড় জিনিস থাকবে।' 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না।' ইয়োশিয়া উত্তর দিল। 'আমি জানি, তোমাকে অনেক আগে জানানো প্রয়োজন ছিল। আমি ঈশ্বরের সন্তান। আমি কাউকে বিয়ে করতে পারি না।'

–'একি সত্যি?'

–'হুম, সত্যি। আমি দুঃখিত।' সে হাঁটু গেড়ে একহাত বালি নিল যা আবার তার আঙুলের ফাঁক গলে মাটিতে পড়ে গেল। সে একই কাজ বারবার করতে থাকলো। এই ঠান্ডা খসখসে মাটির স্পর্শ তাকে মিঃ তাবাতার শীর্ণকায় হাতের কথা মনে করিয়ে দিল। মিঃ তাবাতা তার খসখসে গলায় বলেছিল, 'আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না, ইয়োশিয়া।' ইয়োশিয়া এর প্রতিবাদ করেছিল কিন্তু মিঃ তাবাতা মাথা নেড়ে তাকে থামিয়ে দিয়েছিল। সে বলল, 'কিছু মনে কর না। এই জীবন ছোট কষ্টের স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তাঁর দেখানো পথের জন্য। আমি এ পর্যন্ত এসেছি এ জন্য। আমি মারা যাবার আগে তোমাকে একটি কথা বলে যেতে চাই। আমি অনেক লজ্জিত, কিন্তু

তোমাকে না বলেও পারছি না। আমি তোমার মায়ের প্রতি অনেক বাজে চিন্তা করেছি, যা ছিল কামনার। তুমি ভালই জানো যে আমার পরিবারকে আমি আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি, আর তোমার মা-ও একজন পরিশুদ্ধ নারী। কিন্তু, এরপরও তাঁর শরীরের প্রতি আমার ভয়ঙ্কর আকর্ষণ ছিল। যে আকর্ষণ আমি কখনও দমিয়ে রাখতে পারি নি। আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী!'

-'কারও কাছে ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই, মিঃ তাবাতা। তুমিই একমাত্র ব্যক্তি নও যার কামনার চিন্তা আছে। এমনকি আমিও, তাঁর ছেলে, আবিষ্ট ছিলাম...।' ইয়োশিয়া তার নিজেকে ক্রমেই মেলে ধরতে চাচ্ছিল। কিন্তু এর মাধ্যমে হয়তো মিঃ তাবাতা অনেক কষ্ট পাবে, তাই সে থেমে গেল। সে মিঃ তাবাতার হাত অনেকক্ষণ ধরে ছিল। এই আশায় যে তার বুকে যে কথাগুলো জমে ছিল তা হয়তো হাতের মাধ্যমে মিঃ তাবাতার কাছে ব্যক্ত হবে। আমাদের হৃদয় পাথর নয়। একটি পাথর হয়তো সময়ের সাথে ক্ষয়ে গিয়ে এর চাকচিক্য হারায়। কিন্তু হৃদয় ক্ষয়ে যায় না। হৃদয়ের কোন বাহ্যিক কাঠামো নেই। হৃদয় ভালো খারাপ যাই হোক, আমরা সবসময় একে অন্যের সাথে হৃদয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারি। ঈশ্বরের সব শিশু নাচতে জানে। পরের দিন মিঃ তাবাতা মারা গিয়েছিল।

পিচারের ঢিবিতে হাঁটু গেড়ে ইয়োশিয়া তার নিজেকে সময়ের কাছে সঁপে দিল। দূরের কোন যায়গা থেকে তার কানে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে আসছিল। হঠাৎ দমকা হাওয়া এসে ঘামের মাঝে ছন্দ তৈরি করে চলে গেল। ইয়োশিয়া চিৎকার করে বলল, 'ঈশ্বর!'

Banglabook.org

থাইল্যান্ড

একটি ঘোষণা ছিল: 'লোটাস অ্যানজেল ম্যান। উই অরেন্ট কাউন্টারিং সাম তাহ্-বুলেন্স। প্লিজ রিতান তু ইয়ে সিট এট দিস টাইম এন্ড ফাস্টেন ইয়ে সিট বেল্ট'। সাতসুকি অনেক কিছু ভাবছিল, তাই থাই স্ট্যুঅর্ডের কাঁপা গলার জাপানিজ বুঝতে তার একটু সময় লাগল। তার প্রচন্ড গরম লাগছিল। প্রচন্ড ঘামছিল। মনে হচ্ছিল যেন সে স্টিম বাথ করছিল। তার পুরো শরীর যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। নাইলন ও ব্রা এতই অসহ্য লাগছিল যে সে সব খুলে মুক্ত হতে চাচ্ছিল। সে মাথা উঁচু করে অন্য বিজনেস ক্লাসের যাত্রীদের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল। না, সে-ই একমাত্র যাত্রী যার অসহ্য গরম লাগছিল। তারা সবাই দলা পাকিয়ে এয়ার কন্ডিশনের ঠান্ডা প্রতিরোধ করার জন্য কম্বল জড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল। এটা হয়তো সাতসুকির জন্য আরেকটি আকস্মিক গরম। সে তার ঠোঁট কামড়ে ধরে অন্য কিছুতে মনোযোগ দিয়ে গরমকে ভুলতে চাচ্ছিল। সে বই খুলে আগে যেখানে শেষ করেছিল সেখান থেকে পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু গরমকে এড়িয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। এটা কোন সাধারণ গরম লাগা নয়। তাদের তখনও ব্যাংকক পৌঁছাতে অনেক দেরি ছিল। পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া একজন বিমানবালাকে সে এক গ্লাস পানি দিতে বলল। তার ব্যাগ থেকে ওষুধের বাক্সটি খুঁজে নিয়ে সে এক ডোজ হরমোন খেয়ে নিল যা সে আগে খেতে ভুলে গিয়েছিল।

রজোবন্ধ: এটা হয়তো মানুষের জন্য ঈশ্বরের একটি বিদ্রূপাত্মক সাবধানবাণী (অথবা শুধুই একটি চাল) যে, মানুষ দিন দিন কৃত্রিমভাবে তাদের আয়ু বৃদ্ধি করছে। সে নিজেকে অসংখ্যবার বলেছে। একশো বছর আগেও মানুষের গড় আয়ু ছিল পঞ্চাশের নীচে। আর যদি কোন মহিলা তার রজঃ শেষ হওয়ার ২০ অথবা ৩০ বছর পর বেঁচে থাকত তবে সেটা ছিল অস্বাভাবিক। সেইসব টিস্যু নিয়ে বেঁচে থাকার কষ্ট যেগুলোর কারণে জরায়ু কিংবা থাইরয়েড হরমোনের স্বাভাবিক নিঃস্বরণ বন্ধ হয়ে যায়, ইস্ট্রোজেনে রজঃ বন্ধের পরে নিঃস্বরণের হার হ্রাস ও আলঝেইমার এর মধ্যে সম্পর্ক: এসব প্রশ্ন মানুষকে খুব একটা ভাবাতো না। এর চেয়ে সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বেশি

Banglabook.org

গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রতিদিন পর্যাপ্ত খাবারের নিশ্চয়তা। তাহলে ঔষধশিল্পে যে উন্নতি তা কি মানুষের সমস্যাগুলোকে সামনে নিয়ে আস, বিভক্ত করা ও সেইগুলোকে জটিল করে তোলার চেয়ে বেশি কিছু করেনি?

একটু পরেই পি.এ. সিস্টেমের মাধ্যমে আরেকটি ঘোষণা আসল। এবার ইংরেজিতে। *'ইফ দিয়ার ইজ এ ডক্টর অন বোর্ড, প্লিজ আইডেন্টিফাই ইয়োরসেলফ্ টু ওয়ান অফ দা এটেনডেন্টস'*। একজন যাত্রী হয়তো অসুস্থ হয়ে গিয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যে সাতসুকি সাহায্য করতে চাইলো, কিন্তু খুব দ্রুত তার মত পালটে গেল। আগে যে দু'বার সে এমন করেছিল তখন বিমানে থাকা অন্য ডাক্তারদের সাথে তার বিরোধ লেগেছিল। ঐসব মানুষদের একদল সাহায্যকারী ছিল এবং তারা সাতসুকিকে এক পলক দেখে বুঝে গিয়েছিল যে সে বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া একজন সাধারণ প্যাথলজিস্ট। 'ঠিক আছে ডাক্তার', তাকে একটি নম্র হাসি দিয়ে বলা হল, 'আমি একা এটি সামলে নিতে পারবো। তুমি এটা নিয়ে কোন চিন্তা করো না।' সে একটি অবান্তর কারণ দেখিয়ে সিটে গিয়ে বসল এবং একটি হাস্যকর নাটক দেখতে থাকলো। এরপরও সে ভাবলো আমি হয়তো এই বিমানের একমাত্র ডাক্তার। আর রোগীটির হয়তো থাইরয়েডজনিত সমস্যা আছে। যদি এমন-ই হয়ে থাকে, তাহলে আমি হয়তো কোন কাজে আসতে পারি। সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এটেনডেন্ট এর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বাটন চাপলো।

বিশ্ব থাইরয়েড কনফারেন্স একটি চারদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান ছিল যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্যাংকক মেরিয়টে। বাস্তব অর্থে এটি একটি বিশ্বব্যাপী পূনর্মিলনী। সব অংশগ্রহণকারী ছিল থাইরয়েড বিশেষজ্ঞ এবং তারা একে অন্যকে চিনতো অথবা একে অন্যের সাথে পরিচিত হল। এটি একটি ছোট পৃথিবী, দিনের বেলায় লেকচার অথবা আলোচনা হত। আর রাতে হত পার্টি। কেউ কেউ একে অন্যের সাথে পুরনো সম্পর্কগুলোকে নতুন করতে দেখা করতো। অস্ট্রেলিয়ান ওয়াইন খেত, থাইরয়েড সম্পর্কে গল্প করতো, আড্ডা দিত। নতুন চাকরী সম্বন্ধে অবহিত করতো, নোংরা কৌতুক করতো, এবং 'সারকার গার্ল' গাইতো।

সাতসুকি প্রধানত তার ডেট্রয়েট বন্ধুদের সাথে থাকতো। তাদের সাথেই সে সবচেয়ে বেশী স্বাচ্ছন্দবোধ করতো। সে ডেট্রয়েডেটের ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে ১০ বছর চাকরি করেছে। তখন সে থাইরয়েড গ্লান্ড এর কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে গবেষণা করত। ক্রমেই সে তার সিকিউরিটি এনালিস্ট স্বামীর সাথে ঝগড়া করতে থাকলো। তার মদের প্রতি আসক্তি বছরের পর বছর বেড়েই চলেছিল। এছাড়াও সাতসুকির পরিচিত এক মহিলার সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তাদের ছাড়াছাড়ি হল শেষে, এবং এক বছর যাবৎ তাদের মধ্যে

BanglaBook.org

একটি যুদ্ধ লেগেছিল যা কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। তার স্বামী দাবি করলো, 'যে জিনিস আমাকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য করেছিল তা হল তোমার বাচ্চাকাচ্চা নিতে আপত্তি।'

তারা অবশেষে ৩ বছর আগে তাদের ডিভোর্স সম্পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছে। কয়েক মাস পর কেউ একজন হাসপাতালের পার্কিং গেটে তার হোন্ডার হেডলাইট ভেঙে বনেটে লিখে দিয়েছিল 'জ্যাপকার', সে পুলিশ ডাকলো। একজন বিশাল কালো পুলিশ রিপোর্ট লিখলেন এবং বললেন, 'লেডি, এটা ডেট্রিয়ট, পরেরবার একটি ফোর্ড টাউরস কিনবেন।' এই ঘটনার পর সাতসুকি আমেরিকার উপর বিরক্ত হয়ে জাপান ফিরে আসলো। সে টোকিওতে একটি হাসপাতালে চাকরি নিল। 'তুমি এটা করতে পার না,' তার গবেষণা দলে একজন ভারতীয় সদস্য তাকে এটা বললো। 'আমাদের এত বছরের গবেষণা সফল হতে চলেছে। আমরা হয়তো নোবেল প্রাইজের জন্য মনোনীত হতে পারি- এটা হয়তো সহজ না,' সে সাতসুকিকে অনেক অনুরোধ করলো। কিন্তু সাতসুকি হয়তো মনঃস্থ করেছিল, তার ভেতর থেকে এমনই একটি আবেদন আসছিল।

সে ব্যাংককে কনফারেন্স শেষে হোটেলে একা থাকল। সে তার বন্ধুদের বলল, 'আমি আমার জন্য আরেকটি হলিডে'র পরিকল্পনা করেছি। আমি আশেপাশে একটি রিসোর্টে সম্পূর্ণ বিশ্রামের জন্য যাচ্ছি- পুরো ১ সপ্তাহ জুড়ে পড়া, সাঁতার কাটা আর চমৎকার ঠান্ডা ককটেল খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই।' সবাই বলল, 'চমৎকার। সবারই একটু বিশ্রামের প্রয়োজন- এটা তোমার থাইরয়েড এর জন্য ভালো। হ্যান্ডশেক, আলিঙ্গন এবং আবার দেখা হবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাতসুকি তার বন্ধুদের বিদায় জানালো। পরদিন খুব সকালে আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি লিমোজিন এসে থামল। একটি পুরনো লেডি ব্লু রংয়ের মারসিডিজ। ঠিক যেন রত্নের মত নিখুঁত ও নিকষিত যা একটি নতুন গাড়ির চাইতেও বেশি সুন্দর। এটি দেখে মনে হল যেন অন্য কোন জগতের বস্তু, যেন কারো কল্পনা অনুযায়ী বানানো। একজন চিকন থাই, দেখে মনে হয় সে তার ষাটের কোঠায় আছে, সে-ই তার ড্রাইভার ও গাইড। সে একটি মাড় দেওয়া সাদা হাফ হাতার শার্ট, একটি সিল্কের কালো নেকটাই ও গাঢ় রংয়ের রোদচশমা পরেছিল। তার চেহারা ছিল লম্বাটে, ঘাড় লম্বা ও সরু। সাতসুকির সাথে পরিচিত হবার সময় সে হ্যান্ডশেক না করে সাতসুকিকে জাপানী ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে সম্মান দেখাল।

-'দয়া করে আমাকে নিমিত বলবেন। আমি আগামী সপ্তাহজুড়ে আপনার সাথেই থাকব।' এটা বোঝা যাচ্ছিল না যে নিমিত তার নামের প্রথমাংশ নাকি শেষাংশ। সে যেকোন ভাবেই নিমিত, আর সে সাতসুকিকে বিনত ভঙ্গিতে

Banglabook.org

সহজ ও বোধগম্য ইংরেজিতে (যা কিনা আমেরিকান অথবা ব্রিটিশ কোন ঢংয়ের নয়) বলল। তার আসলে কোন প্রত্যক্ষ ভঙ্গির প্রভাব নেই। সাতসুকি এ ধরনের ভঙ্গি আগেও শুনেছে, কিন্তু মনে করতে পারল না কোথায়। সাতসুকি বলল, 'আমি সম্মানিত বোধ করছি।' একসাথে তারা ব্যাংককের অমার্জিত, কোলাহলপূর্ণ ও দূষিত রাস্তা পার করে এগিয়ে চলল। গাড়িগুলো জট বেঁধে ছিল। লোকজন একে অন্যকে গালি দিচ্ছিল। গাড়ির হর্নের শব্দ বাতাসে বিমান আক্রমণের সাইরেনের মত লাগছিল। এছাড়া রাস্তায় হাতিদের হেলেদুলে হাঁটাচলাও ছিল। আর হাতি একটি বা দুটি ছিল না, ছিল অসংখ্য।
–'এ ধরণের শহরে হাতি কি করছে?' সে নিমিত-কে জিজ্ঞাসা করল।

সে ব্যাখ্যা করল, 'মালিকরা তাদের গ্রাম থেকে নিয়ে আসে। তারা হাতিকে গুঁড়ি টানার কাজে লাগাত, কিন্তু তাদের বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত কাজ তারা এভাবে পেত না। তারা এসব জন্তুদের শহুরে পর্যটকদের খেলা দেখিয়ে টাকা উপার্জনের জন্য নিয়ে আসতে থাকল। এখন শহরে প্রচুর হাতি, যা শহুরে জীনযাপন কঠিন করে তুলেছে। মাঝে মাঝে এসব হাতি ভয় পেয়ে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করে। একদিন তো এভাবে প্রচুর গাড়ি নষ্ট হয়েছিল। পুলিশ এটা বন্ধ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা মালিকদের কাছ থেকে হাতিগুলো বাজেয়াপ্ত করতে পারে না। তারা যদি এটা করতো তাহলে তাদের হাতি রাখার জন্য প্রচুর জায়গার প্রয়োজন হতো। এদেরকে খাওয়ানোর খরচও বেশি। তারা যা করতে পারে তা হল এদেরকে ছেড়ে দেওয়া।'

গাড়িটি ক্রমেই শহর থেকে বেরিয়ে পড়ল। একটি এক্সপ্রেসওয়ে ধরে উত্তরদিকে আগাতে থাকলো। নিমিত একটি টেপ বের করে তার ভলিউম কমিয়ে গান ছেড়ে দিল। এটি ছিল জ্যাজ–যার সুর সাতসুকি অনেক আবেগ দিয়ে মনে করতে পারলো।

সে জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি কি ভলিউম একটু বাড়াতে পার?'

–'হুম, ডাক্তার, নিশ্চয়ই,' নিমিত ভলিউম বাড়াতে বাড়াতে উত্তর দিল। সুরটি ছিল 'কান্ট সেট স্টার্টেড' একদম এই সুরটি সে আগে বহুবার শুনেছে।

ট্রাম্পেটে হাওয়ার্ড ম্যাকগির্ল, টেনরে লিস্টার ইয়ান' সে যেন নিজেকেই শুনাল। 'জেএটিপি'।

নিমিত রিয়ারভিউ আয়নাতে সাতসুকির দিকে তাকালো। সে বলল, 'খুবই চমৎকার, ডাক্তার। তুমি কি জ্যাজ পছন্দ কর?'

–'আমার বাবা এর জন্য পাগল ছিল। আমি যখন ছোট ছিলাম তিনি আমার জন্য রেকর্ড বাজাতেন। একই জিনিস বারবার, আর তিনি আমাকে পারফর্মারদের নাম মুখস্ত করিয়েছেন। আমি যদি তাদের নাম ঠিকভাবে বলতে পারতাম তাহলে তিনি আমাদের চকলেট দিতেন। আমি এখন পর্যন্ত

বেশিরভাগই মনে রেখেছি—শুধু পুরনোদের। আমি নতুন কোন জ্যাজ মিউজিশিয়ানদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না। লিউনেল হ্যাম্পটন, রাড পাওয়েল, আর্ল হডিনস, হ্যারি এডিসন, বাক ক্ল্যাটন... ।'

নিমিত বলল, 'আমিও পুরনো জ্যাজই শুনি। তোমার বাবা কি করতেন?'

'তিনিও ডাক্তার ছিলেন—একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। আমি হাই স্কুলে যাওয়ার পরপরই তিনি মারা যান।' সাতসুকি বলল।

নিমিত বলল, 'আমি দুঃখিত। তুমি কি এখনও জ্যাজ শোন?'

সাতসুকি মাথা নাড়াল। 'ওভাবে শোনা হয় না অনেক বছর যাবৎ। আমার স্বামী জ্যাজ ঘৃণা করত। যারা অপেরা পছন্দ করে তারা হয়তো পৃথিবীর সবচেয়ে সংকীর্ণমনা লোক হয়। যদিও আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। আমি যতদিন বেঁচে থাকি যদি কোন দিন অপেরা না-ও শুনি, আমার কোন আক্ষেপ থাকবে না।' নিমিত সামান্য মাথা ঝোঁকাল কিন্তু কোন কথা বলল না। মার্সিডিজ স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে সে নীরবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল। তার স্টিয়ারিং ঘোরানোর কৌশল সৌন্দর্যের পর্যয়ে, সে যে কোণে স্টিয়ারিং ঘোরাতে চাচ্ছিল ঠিক সেভাবেই হাত ঘোরাচ্ছিল। এখন এরল গারনারের 'আই উইল রিমেম্বার এপ্রিল' চলছে যা সাতসুকির পুরনো অনেককিছু মনে করিয়ে দিল। গারনারের কনসার্ট 'বাই দ্যা সী' ছিল তার বাবার অনেক প্রিয় একটি রেকর্ড। সে চোখ বন্ধ করে পুরনো স্মৃতির সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। তার বাবা ক্যানসারে মারা যাওয়ার আগপর্যন্ত সবকিছু ঠিক ছিল। সবকিছুই—কোন ব্যাতিক্রম ছিল না। কিন্তু হঠাৎ তার মঞ্চটি কালো হয়ে গেল। আর যখন সে বুঝল যে তার বাবা তার জীবন থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে, সবকিছু ভুল পথে যেতে লাগল। এটা ছিল একদম নতুন কোন পটভূমি, নতুন কোন গল্প। তার বাবা মারা যাওয়ার মাত্র এক মাসের মাথায় তার মা জ্যাজ এর বিশাল সংগ্রহসহ বড় স্টেরিওটি বিক্রি করে দিয়েছিল।

—'তুমি যদি কিছু মনে না কর তবে কি বলবে জাপানের কোন এলাকায় তোমার বাড়ি, ডাক্তার?'

—'আমি কিয়োটো থেকে এসেছি। যদিও আমি সেখানে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ছিলাম। এরপর আর সেখানে যাইনি বললেই চলে;' সাতসুকি উত্তর দিল।

—'কিয়োটো কোবের একদম সাথেই না?'

—'খুব দূরে না, কিন্তু কোবের 'একদম সাথে'ও না। অন্তত ভূমিকম্প সেখানে খুব ক্ষতি করতে পারেনি।'

নিমিত পাসিং লেনে কয়েকটি গৃহপালিত পশুবোঝাই ট্রাককে পেছনে ফেলে আবার নিয়ন্ত্রিত গতিতে চলতে লাগল। নিমিত বলল, ' শুনে ভাল

লাগল। গত মাসের ভূমিকম্পে প্রচুর লোক মারা গিয়েছে: আমি খবরে দেখেছি। খুবই কষ্টের ভূমিকম্প ছিল। ডাক্তার, তুমি কি কোবেতে অবস্থানরত কাউকে চিনতে?'

-'না কেউ না। আমার মনে হয় না কোবেতে বসবাসরত কাউকে আমি চিনি।' সে বলল।

কিন্তু এটা সত্য ছিল না। তার স্বামী কোবেতে বাস করত। নিমিত কিছুক্ষণ চুপ থাকল। এরপর সে সাতসুকির দিকে মাথা ঘুরিয়ে বলল, 'ভূমিকম্প খুবই অদ্ভুত ও রহস্যজনক ব্যাপার- তাই না? আমরা এটা ধরেই নেই যে আমাদের পায়ের নিচের মাটি কঠিন ও স্থির। এমনকি আমরা এমনটিও বলে থাকি যে মানুষ মাটির মধ্যে গেঁথে আছে অথবা তাদের পা মাটির মধ্যে আছে। কিন্তু হঠাৎ আমরা একদিন দেখি যে এটি সত্য নয়। মাটি-নুড়িপাথর যেগুলো অনেক শক্ত হওয়ার কথা, সেগুলো হঠাৎ তরলের মতই নরম বস্তুতে পরিণত হয়। আমি এটি টিভিতে শুনেছি। খবরে বলেছে 'তরলীভবন' এভাবেই বলে এই প্রক্রিয়াটিকে। সৌভাগ্যক্রমে থাইল্যান্ডে খুব কমই বড় ভূমিকম্প হয়।' পিছনের সিটে হেলান দিয়ে সাতসুকি চোখ বন্ধ করে এরল গার্নারের জ্যাজ শুনছিল। সে ভাবছিল, হুম সে কোবেতেই থাকত। আমার বিশ্বাস সে বড় ও ভারী কিছুর নিচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছে। অথবা তরল মাটির দ্বারা গ্রাস হয়েছে। তার জন্য আমি এতগুলো বছর যাবৎ এটাই চাচ্ছিলাম। দুপুর তিনটায় লিমোজিনটি এর নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছাল। বেলা বরোটার সময় রাস্তার ধারে একটি সার্ভিস এরিয়াতে অল্প ক্ষাণিকক্ষণ বিরতি নিয়েছিল। সাতসুকি ক্যাফেটরিয়াতে এক কাপ কফি ও অর্ধেক ডোনাট খেয়েছিল। তার পুরো সপ্তাহজুড়ে বিশ্রাম কাটানো হবে পাহাড়ের উপর একটি ব্যয়বহুল রিসোর্টে। দালানগুলো উপত্যকার মাঝ দিয়ে বয়ে চলা একটি ঝরনাকে আড়াল করেছে, যার ঢাল প্রচুর পরিমাণে রঙিন ফুলে আচ্ছাদিত ছিল। এক গাছ থেকে অন্য গাছে পাখিরা গান গাইতে গাইতে ছুটোছুটি করছিল। একটি প্রাইভেট কটেজ সাতসুকির থাকার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। এটিতে একটি বড় উজ্জ্বল বাথরুম, একটি চমৎকার বিছানা ও ২৪ ঘন্টার রুম সার্ভিস ছিল। লাইব্রেরিতে বই, সিডি ও ভিডিও পাওয়া যেত। যায়গাটি পরিপাটি ছিল। প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ যথেষ্ট শ্রম ও টাকা খরচ করে সাজানো হয়েছে।

নিমিত বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই এত বড় ভ্রমণের পর ক্লান্ত, ডাক্তার। তুমি এখন বিশ্রাম নিতে পার। আমি কাল সকাল ১০টায় তোমাকে পুলে নিয়ে যেতে আসবো। তোমার শুধু একটি তোয়ালে ও বাথিং স্যুট নিয়ে আসলেই চলবে।'

BanglaBook.org

সে জিজ্ঞাসা করল, 'পুল? তাদের তো এই হোটেলেই বেশ বড় একটি পুল থাকার কথা। অন্তত আমাকে এটিই বলা হয়েছিল।'

–'হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু হোটেলের পুলে অনেক ভিড় থাকে। মি. র‍্যাপাপোর্ট বলেছিল যে তুমি একজন ভালো সাতারু। আমি কাছেই একটি পুল খুঁজে পেয়েছি যেটিতে তুমি অনেকক্ষণ সাঁতার কাটতে পারবে। সেখানে একটু খরচও দিতে হয়, কিন্তু সেটি নামমাত্র। আমি নিশ্চিত যে তুমি সেখানে যেতে চাইবে।'

জন র‍্যাপপোর্ট সাতসুকির আমেরিকান বন্ধু, যে তার থাই হলিডে'র সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কম্বোডিয়াতে যখন খেমার রোজ'দের আধিপত্য চলছিল তখন সে পুরো দক্ষিণপূর্ব এশিয়াজুড়ে সংবাদকর্মী হিসেবে কাজ করেছে। তার থাইল্যান্ডে প্রচুর জানাশোনাও আছে। সেই নিমিতকে সাতসুকির গাইড ও ড্রাইভার হিসেবে মনোনীত করেছিল। চোখের পলক ফেলে দুষ্টুমির ভান করে সে বলল, 'তোমার কোনকিছু নিয়ে ভাবতে হবে না। শুধু চুপচাপ নিমিতকে সব সিদ্ধান্ত নিতে দিলে সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে। সে চমৎকার একজন মানুষ।'

–'সুন্দর,' নিমিতকে সাতসুকি বলল, 'আমি এটি তোমার উপর ছেড়ে দিব।'

–'আমি তাহলে কাল সকাল দশটায় তোমাকে নিতে আসবো... ।'

সাতসুকি তার ব্যাগ খুলে একটি জামা ও স্কার্টের কুঁচকে যাওয়া অংশগুলো মসৃণ করে ওয়্যারড্রবে ঝুলিয়ে রাখল। এরপর সাঁতারের পোশাক পড়ে সে হোটেলের পুলে গেল। ঠিক যেমনটি নিমিত বলেছিল, এটি মোটেও স্বাভাবিক সাঁতারের পুল নয়। লাউয়ের আকৃতির একটি পুল, যার মাঝে একটি সুন্দর ঝরণা আছে। বাচ্চারা অগভীর জায়গায় একটি বল নিয়ে খেলছিল। সাঁতার কাটার ইচ্ছেকে ভুলে গিয়ে সে একটি ছাতার নিচে হাত-পা ছড়িয়ে দিল। একটিও পেঁপে ও পেরিয়ার আনতে বলে জন লি ক্যারের উপন্যাসটির যেখানে শেষ করেছিল, সেখান থেকে পড়া শুরু করল। যখন সে পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে মাথা নিচু করে একটু ঘুমিয়ে নিল। সে একটি খরগোশের স্বপ্ন দেখছিল- ছোট্ট একটি স্বপ্ন। খরগোশটি একটি খাঁচার ভেতর তার জড়ানো জালে আটকে কাঁপছিল। এটা মাঝরাতে কোন কিছুর উপস্থিতি টের পেল। প্রথমে সাতসুকি দূর থেকে খরগোশটি দেখছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে নিজে খরগোশ হয়ে গেল। সে অন্ধকারে ব্যাপারটি কিছুতেই সামলে নিতে পারছিল না। এমনকি সে জেগে ওঠার পরও তার মুখে একটি বাজে স্বাদ অনুভব করতে লাগল।

তার স্বামী কোবেতে থাকত। সে তার বাড়ির ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার জানত। সে একবারের জন্য তার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করেনি। ভূমিকম্পের

BanglaBook.org

পরপরই সে তার বাড়িতে কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছে, কিন্তু কখনই যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়নি। আমার মনে হয় সেই জায়গাটি চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, সে ভাবল। আমার আশা তার পরিবার এখন রাস্তায় রাস্তায় টাকাপয়সা ছাড়া ঘুরছে। যখন আমি চিন্তা করি তুমি আমার জীবনকে কী করেছ, যখন চিন্তা করি সেইসব বাচ্চাদের কথা যারা আমার হতে পারত, এটা খুবই সামান্য যার জন্য তুমি যোগ্য।

নিমিত যে পুলটি পেয়েছিল সেটা হোটেল থেকে আধাঘন্টার রাস্তা, আর সেখানে যেতে হলে একটি পাহাড় পাড়ি দিতে হয়। পাহাড়ের একদম চূড়ার দিকে যে গাছগুলো আছে সেগুলো ধূসর বানরে ভর্তি। তারা রাস্তার পাশে লাইন ধরে বসেছিল, যাদের চোখ গাড়িগুলোর দিকে স্থির হয়ে ছিল। ঠিক যেন দ্রুতগামী গাড়িগুলোর ভাগ্য নিরূপণ করছে। পুলটি ছিল বিশাল ও অদ্ভুত একটি এলাকা যা একটি উঁচু দেওয়ালে ঘেরা। এতে ঢুকতে হলে একটি লোহার গেট পার হয়ে যেতে হয়। নিমিত তার জানালার কাঁচ নিচে নামিয়ে পাহারাদারের কাছে চেহারা দেখাল, যে কোন কথা ছাড়াই গেট খুলে দিল। কাঁকড়ের রাস্তার পরে পাথরের তৈরি একটি দুই তলা দালান ছিল। এই দালানটির পেছনে লম্বা ও চিকন পুলটি। এটার বয়সের ছাপকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এটি ২৫ মিটার লম্বা তিন লাইনের একটি ল্যাপ পুল। পানির জন্য আয়তাকার জায়গাটি ছিল সুন্দর। এই পুলটি লন এবং গাছ দিয়ে পরিবেষ্টিত। আর এতে সাঁতারুদের দ্বারা কোন উপদ্রব হয় না। পুলের পাশে অনেকগুলো পুরনো কাঠের চেয়ার সারিবদ্ধভাবে রাখা আছে। পুরো জায়গাটিতে নীরবতার আধিপত্য, আর মানুষের কোন চিহ্ন নেই।

নিমিত জিজ্ঞেস করল, 'জায়গাটি কেমন?'

সাতসুকি উত্তর দিল, 'চমৎকার! এটি কোন অ্যাথলেটিকস ক্লাব?'

–'অনেকটা ওরকমই,' সে বলল। 'কিন্তু এটি এখন কেউ ব্যবহার করে না বললেই চলে। তুমি যেন যত খুশি সাঁতার কাটতে পারো, তার ব্যবস্থা আমি করেছি।'

–'কেন? ধন্যবাদ, নিমিত। তুমি একজন অসাধারণ ব্যক্তি।'

–'তুমি আমাকে অনেক সম্মান কর,' নিমিত মাথা নীচু করে বলল। 'ওখানের কটেজটি কাপড় বদলানোর ঘর। টয়লেট ও গোসলের জায়গাও আছে। সব সুবিধা ব্যবহার করতে সংকোচ করোনা। আমি গাড়িতে গিয়ে বসছি, কিছু লাগলে দয়া করে বলবে।'

সাতসুকি সাঁতার অনেক পছন্দ করত, আর সুযোগ পেলেই সে জিমের পুলে চলে যেত। সে একজন প্রশিক্ষকের কাছ থেকে সঠিক কৌশলগুলো শিখেছিল। যখন সে সাঁতার কাটত, তখন তার মন থেকে কষ্টের সব স্মৃতি দূর

BanglaBook.org

করতে পারত। যদি সে অনেকদূর পর্যন্ত সাঁতার কাটত তবে সে এমন একটি জায়গায় পৌঁছাত যেখানে সে আকাশে উড়ে বেড়ানো মুক্ত পাখির মত মুক্ত অনুভব করত। তার বহু বছরের শরীরচর্চার প্রতি সে কৃতজ্ঞ, কেননা সে কখনও অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়েনি, অথবা শারীরিক সমস্যায় ভোগেনি। তার কোন বাড়তি ওজনও বাড়েনি। অবশ্য সে আর তরুণও ছিল না; তার সুগঠিত শরীরের উপস্থিতিও হারিয়ে গেছে। বিশেষভাবে, তার নিতম্বের সামান্য মাংসের উপস্থিতিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সে ফ্যাশন মডেল হতে চাইত না। তাকে বয়সের তুলনায় অন্তত পাঁচ বছরের ছোট মনে হত যা খুবই ভাল ছিল। দুপুরে নিমিত সিলভারের ট্রেতে করে পুলের পাশে সাতসুকিকে আইস টি ও স্যান্ডউইচ পরিবেশন করল– ছোট ভেজিটেবল ও চিজ স্যান্ডউইচ যেগুলোকে ছোট ছোট ত্রিকোণে কাটা হয়েছিল। সাতসুকি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো তুমি বানিয়েছ?'

এই প্রশ্নটি নিমিতের অভিব্যক্তিহীন চেহারায় আমূল পরিবর্তন আনলো, 'আমি না, ডাক্তার। আমি খাবার তৈরি করি না। আমার একজন লোক আছে, সে এগুলো তৈরি করে দেয়।

সাতসুকি একবার জিজ্ঞেস করতে চাইল 'মানুষটি কে', কিন্তু সে নিজেকে থামিয়ে দিল। জন র‍্যাপাপোর্ট তাকে বলেছিল, 'শুধু চুপচাপ নিমিতকে সিদ্ধান্ত নিতে দাও, আর সবকিছু ঠিকঠাক চলবে।' স্যান্ডউইচগুলো খুবই ভালো লেগেছিল। সাতসুকি দুপুরের খাবার খেয়ে একটু আরাম করল। সে তার ওয়াকম্যানে বেনী গুডম্যান সেক্সটেট এর একটি ক্যাসেট শুনছিল, যেটি সে নিমিতের কাছ থেকে নিয়েছে। এরপর সে বই পড়তে থাকল। সে আরও কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে বিকেল তিনটার দিকে হোটেলে ফিরে আসল। সাতসুকি একেবারে এই রুটিনটি পাঁচদিন যাবৎ পুনরাবৃত্তি করল। সে নিজের ইচ্ছামত সাঁতার কাটল, ভেজিটেবল ও চিজ স্যান্ডউইচ খেল, গান শুনল, আর বই পড়ল। সে পুলে যাওয়া ছাড়া হোটেল থেকে অন্য কোথাও যায়নি। সে যা চেয়েছিল তা হল বিশ্রাম, অন্য কিছু না ভাবার একটি সুযোগ। সে-ই একমাত্র এই পুলটি ব্যবহার করত। পানি সবসময়ই বরফের মত ঠান্ডা ছিল, ঠিক পাহাড়ের নীচের কোন ঝরনা থেকে আনা হয়েছে। প্রথমে সব সময়ই তার যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে যেত, কিন্তু এটি কয়েকটি ল্যাপের পর তাকে উষ্ণতা জোগাত। আর তারপর পানির তাপমাত্রা ঠিক মনে হত। যখন সে হামাগুড়ি দিয়ে ক্লান্ত হয়ে যেত তখন সে গগল্‌স খুলে ব্যাকস্ট্রেট সাঁতার কাটত। আকাশে সাদা মেঘ ঘুরে বেড়াত, পাখিরা আর ফড়িংয়েরা দৌড়াদৌড়ি করত। সাতসুকির মনে হত সে যদি আজীবন এভাবে থাকতে পারত!

সাতসুকি পুল থেকে ফেরার পথে নিমিতকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথাও ইংরেজি শিখেছ?'

–'আমি ৩৩ বছর যাবৎ ব্যাংককে নরওয়ের একজন জহরের সাথে চালক হিসেবে কাজ করেছি, তার সাথে সব সময় ইংরেজিতে কথা বলেছি।'

তার পরিচিত ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করল। বাল্টিমোতে সাতসুকির একজন সহকর্মীও একদম একইরকম ইংরেজিতে কথা বলত– যথাযথ ব্যাকরণ, হাল্কা ভঙ্গি, কোন স্ল্যাং নেই। খুবই সাবলীল, বুঝতে সোজা ও কোন কোন জায়গায় সাদামাটা। থাইল্যান্ডে নরওয়েজিয়ান ইংরেজিতে কথা বলা কত আশ্চর্যের ব্যাপার!

–'আমার নিয়োগকারী জ্যাজ পছন্দ করত। যখনই সে গাড়িতে থাকত, তখনই একটি ক্যাসেট বাজাত। আর একারণেই তার চালক হিসেবে আমিও এর সাথে পরিচিত হয়ে যাই। সে যখন তিন বছর আগে মারা যায় তখন সে এই গাড়ি ও সবগুলো ক্যাসেট আমার কাছে রেখে গেছে। আমরা এখন যেটি শুনছি সেটি তারই।'

–'তাহলে সে যখন মারা যায়, এর পরই তুমি বিদেশিদের জন্য একজন স্বাধীন ড্রাইভার হয়ে গেলে, তাই না?'

–'হুম, ঠিক তাই,' নিমিত বলল। 'থাইল্যান্ডে অনেক ড্রাইভার–গাইড আছে, কিন্তু সম্ভবত আমিই একমাত্র যার নিজের মার্সিডিজ আছে।'

–'সে নিশ্চয়ই তোমাকে অনেক বিশ্বাস করত।'

নিমিত অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। সে যেন সাতসুকির প্রশ্নের উত্তর দেবার সঠিক শব্দ খুঁজছিল। 'ডাক্তার আমি ব্যাচেলর। আমি কখনও বিয়ে করিনি। আমি ৩৩ বছর যাবৎ মানুষের ছায়া হিসেবে কাজ করেছি। সে যেখানে গিয়েছে আমিও সেখানে গিয়েছি, সে যা করেছে সবকিছুতে সাহায্য করেছি। আমি বলতে গেলে তার একটি অংশ ছিলাম। তুমি যখন অনেকদিন যাবৎ এভাবে বাস করবে তখন তুমি তোমার জীবনে কি চাও তা আর বুঝবে না।'

সে তার গাড়ির স্টেরিওর সাউন্ড খানিকটা বাড়িয়ে দিল: একটি মলো স্যাক্সো। –'এই গানটির কথাই ধর। সে আমাকে এটি সম্পর্কে কি বলেছিল হুবহু মনে আছে। 'এটা শোন নিয়মিত কোলম্যান হকিন্‌সকে খেয়াল কর, লাইনগুলোকে খুব সাবধানে সাজিয়েছে। সে এগুলোকে কিছু একটা বলার জন্য ব্যবহার করেছে। খুব মনোযোগের সাথে শোন। সে আমাদেরকে তার ভেতরের যে সত্ত্বা আছে, তার ভেতর থেকে বের হবার চেষ্টার কথা বলছে। এই একই রকম সত্ত্বা যা তোমার আমার মাঝেও আছে। এইতো– আমি নিশ্চিত তুমি শুনতে পাচ্ছ: গরম শ্বাস, হৃদস্পন্দন।' একই গান বারবার শুনতে শুনতে আমি মনোযোগের সাথে শুনতে শিখেছি, নিজের সত্ত্বার সাথে শুনতে

শিখেছি। কিন্তু আমি এখনও নিশ্চিত নই যে আমি আসলেই আমার কান দিয়ে শুনতে পেয়েছি কিনা। তুমি যখন একজন লোকের সাথে থাক আর তার হুকুম পালন কর, তখন এক অর্থে তুমি তার অংশ হয়ে যাও। যেমনটি হয় স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে। ডাক্তার, আমি কী বলছি বুঝতে পারছ?'

–'আমারও তাই মনে হয়।' সাতসুকি উত্তর দিল। হঠাৎ সাতসুকির মনে হল যে নিমিত ও তার নরওয়ের মালিক একে অপরের প্রেমিক ছিল। তার কোন প্রমাণ ছিল না যার উপর ভিত্তি করে এমন ধারণা করা যায় শুধুই একটি অনুভূতি। কিন্তু এটা হয়তো নিমিত যা বলতে চাইছিলো তাকে ব্যাখ্যা করতে পারে।

–'এরপরও, ডাক্তার, আমার সামান্যতম দুঃখ নেই। আমি যদি পুনর্জীবন পাই, আমি হয়তো একাই কাজ করব। তোমার ক্ষেত্রে কি?'

–'আমি জানি না নিমিত, একদমই জানি না।'

নিমিত এরপর আর কিছুই বলল না। তারা ধূসর রংয়ের বানরগুলো পার করে হোটেলে ফিরে আসল। জাপানের পথে পাড়ি জমানোর আগের দিন নিমিত সাতসুতিকে সরাসরি হোটেলের পথে না নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের পথে নিয়ে গেল।

রিয়ারভিউ মিররে সাতসুকির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'তুমি কি আমার জন্য একটু অনুগ্রহ করতে পার? একটি ব্যক্তিগত অনুগ্রহ।'

–'কি?'

–'তুমি কি তোমার এক ঘন্টা সময় আমাকে দেবে? আমি তোমাকে একটা জায়গা দেখাতে নিয়ে যেতে চাই।'

সাতসুকি তার কথায় কোন আপত্তি করল না। সে এও জিজ্ঞেস করল না নিমিত তাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়। সে নিমিতের উপর পুরো দায়িত্ব ছেড়ে দিল।

মহিলাটি গ্রামের শেষপ্রান্তে বসবাস করত। একটি দরিদ্র গ্রামের দরিদ্র বাড়ি। ধাপে ধাপে পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে একের পর এক ধানক্ষেত। নোংরা গবাদিপশু, কর্দমাক্ত রাস্তা আর বাতাসে গোবরের গন্ধ। একটি ষাঁড় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল যেটির নিচের অংশ দুলছিল। একটি ৫০ সিসি মোটরসাইকেল দু–পাশে কাদা ছড়িয়ে দ্রুত ছুটে গেল। কাছেই উলঙ্গ শিশুরা রাস্তার ধারে মার্সিডিজ গাড়িটি দেখছিল। সাতসুকি এটা ভেবে নিশ্চিত হল যে, সে যেই অভিজাত হোটেলে বসবাস করছিল, তার পাশেই এমন এক দুর্দশাগ্রস্ত গ্রাম আছে। মহিলাটি ছিলেন প্রায় আশি বছর বয়স্ক একজন বৃদ্ধা। তাঁর গায়ের চামড়া যেন পুরনো কোন ক্ষয়ে যাওয়া চামড়ার মতন। গভীর ভাঁজগুলো পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে। তার পিছন দিক ছিল ঝোঁকানো। একটি ফুলাকৃতির

BanglaBook.org

ঢিলা জামা যা কঙ্কালসার দেহ হতে ঝুলে পড়েছিল। নিমিত যখন তাকে দেখল, তখন তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দু'হাত একসাথে করল। আর তিনিও একইরকম ভঙ্গি করলেন।

সাতসুকি ও বৃদ্ধা টেবিলের মুখোমুখি হয়ে বসলেন। আর নিমিত বসলো আরেক পাশে। প্রথমে শুধু বৃদ্ধা ও নিমিত কথা বললেন। সাতসুকির কোন ধারণাই ছিল না তারা কি বলছেন। কিন্তু সে খেয়াল করল বৃদ্ধার বয়সের তুলনা তাঁর গলার আওয়াজ কি জীবন্ত ও শক্তিশালী। মহিলার সবগুলো দাঁত এখনো আছে। কিছুক্ষণ পর তিনি নিমিতের দিক থেকে ফিরে সাতসুকির দিকে ঘুরে বসলেন। তাঁর চোখ সাতসুকির চোখে রাখলেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ, চোখের পলকও ফেললেন না। সাতসুকি নিজেকে ছোট প্রাণী মনে করল, কিন্তু তার পালানোর কোন উপায় নেই। তার মনে হতে লাগল সে ঘামছে। তার চেহারা লাল হয়ে শ্বাসকষ্ট শুরু হল। সে একটি ওষুধ খেতে চাইল, কিন্তু তার পানির বোতল গাড়িতে রয়ে গেছে। নিমিত বলল, 'টেবিলে তোমার হাত রাখ।' সাতসুকিকে যেমন বলা হল সে তেমনই করল। বৃদ্ধ মহিলাটি সাতসুকির কাছে গিয়ে তার ডান হাতটি ধরলেন। বৃদ্ধার হাতগুলো ছোট কিন্তু শক্তিশালী ছিল। এর ১৫ মিনিট যাবৎ (যদিও এটা হয়ত ২ থেকে ৩ মিনিট হতে পারে), সাতসুকির হাত ধরে কোন কথা না বলে, সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সাতসুকিও বৃদ্ধার শক্তিশালী তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উত্তরে তার নমনীয় দৃষ্টি দিল। কিছুক্ষণ পরপর সে তার রুমালটি দিয়ে চোখের ভুরু মুছতে লাগল। ঘটনাক্রমে বৃদ্ধা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সাতসুকির হাত ছাড়লেন। তিনি নিমিতের দিকে তাকিয়ে থাই ভাষায় কিছু একটা বললেন। নিমিত সেটা ইংরেজিতে অনুবাদ করল।

–'তিনি বললেন, তোমার দেহের ভেতর একটি শক্ত কঠিন পাথর আছে যেটি একটি ছোট বাচ্চার কব্জির সমান। তিনি জানেন না এটি কোত্থেকে এসেছে।'

সাতসুকি জিজ্ঞেস করল, 'পাথর?'

'পাথরে কিছু একটা লেখা আছে, তিনি তা পড়তে পারেন নি, কারণ এটি জাপানি ভাষায় লেখা: ছোট কালো রঙের কিছু অক্ষর। পাথর এর মধ্যে যা লেখা তা অনেক পুরনো। তুমি এটি দেহের ভেতর নিয়ে অনেকদিন বেঁচে আছো। তোমার এটা থেকে মুক্তি পাওয়া উচিৎ। নতুবা মৃত্যুর পর যখন তোমাকে সমাহিত করা হবে তখন শুধু এই পাথরটিই রয়ে যাবে।'

এরপর বৃদ্ধা সাতসুকির দিকে ফিরে অনেকক্ষণ যাবৎ থাই ভাষায় কিছু একটা বললেন। তাঁর বাচনভঙ্গিই বলে দিচ্ছিল যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা বলছেন। নিমিত আবারও সেটা অনুবাদ করল।

–'তুমি শীঘ্রই তোমার স্বপ্নে একটি লম্বা সাপ দেখবে। স্বপ্নে এটি গর্ত থেকে বেরিয়ে দেওয়ালে এর পথ পরিষ্কার করতে থাকবে: একটি সবুজ আঁশযুক্ত সাপ। যখন এটি দেওয়াল থেকে তিন ফুট সরে আসবে, তখন তোমার এটিকে ধরে ফেলতে হবে। যেন এটি ছুটে না যায়। সাপটিকে দেখতে খুব ভয়ঙ্কর লাগবে, কিন্তু এটি তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাই ভয় পেয়ো না। দু'হাত দিয়ে এটিকে শক্ত করে ধরবে মনে করবে এটি তোমার প্রাণ, এবং তোমার সর্বশক্তি দিয়ে এটিকে আঁকড়ে ধরবে। স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার আগ পর্যন্ত এটিকে ধরে রাখবে। সাপটি তোমার ভেতরের পাথরটি খেয়ে ফেলবে। বুঝতে পেরেছ?'

–'কি আশ্চর্য?'

নিমিত শ্রদ্ধার সাথে বলল, 'তুমি শুধু এটুকু বল যে তুমি বুঝতে পেরেছ।'

সাতসুকি বলল, 'আমি বুঝতে পেরেছি।'

বৃদ্ধা ভদ্রভাবে মাথা নাড়িয়ে আবার কথা বলতে শুরু করলেন। নিমিত ভাষান্তর করতে শুরু করল, 'তোমর স্বামী এখনও মরেনি। তার কোন আঁচড়ও লাগেনি। তুমি হয়তো এটি চাওনি, কিন্তু তুমি অনেক সৌভাগ্যবতী যে তার কোন ক্ষতি হয়নি। তোমার সৌভাগ্যের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ।' বৃদ্ধা ছোট ছোট বাক্যে বললেন। নিমিত বলল, 'এ পর্যন্তই। এখন আমায় হোটেলে ফিরে যেতে পারি।'

–'এটা কি কোন ভবিষ্যৎবাণী ছিল?' সাতসুকি গাড়িতে জিজ্ঞেস করল।

–'না, ডাক্তার। এটি ভবিষ্যৎবাণী ছিল না। তুমি যেমন মানুষের শরীরের চিকিৎসা কর, তেমনিভাবে তিনি মানুষের আত্মার চিকিৎসা করেন। তিনি বেশিরভাগ সময় সব মানুষের স্বপ্নকে অনুমান করেন।'

–'আমার তাহলে তাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য কিছু রেখে আসা উচিৎ ছিল। পুরো ব্যাপারটা আমার জন্য বিস্ময়কর ছিল। এটা আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।'

নিমিত পাহাড়ি রাস্তায় একটি সুক্ষ্ম বাঁক ঘুরে ঠিকঠাক গাড়ি চালাতে লাগল। সে বলল, 'আমি তাকে পারিশ্রমিক দিয়েছি, খুবই কম। তোমার এতে খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা না। শুধু এটি তোমার প্রতি আমার ছোট্ট একটি উপহার মনে করতে পার, ডাক্তার।'

–'তুমি কি তোমার সব পর্যটককে তাঁর কাছে নিয়ে যাও?'

–'না, ডাক্তার, শুধু তোমাকে নিয়ে গেলাম।'

–' কিন্তু কেন?'

–'তুমি একজন চমৎকার মানুষ, ডাক্তার। পরিষ্কার মনের ও দৃঢ়। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয় তোমার হৃদয়ে চাপা কোন কষ্ট আছে। এখন থেকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে থাক। তুমি যদি তোমার

ভবিষ্যতের শক্তি শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য খরচ কর, তবে ভালোভাবে মরতে পারবে না। তুমি মানসিকভাবে আরও প্রস্তুত হও। জীবন ও মৃত্যু- দুটোই একসাথে একই মূল্য বহন করে।'

সাতসুকি তার সানগ্লাস খুলে পেছনের সিটে হেলান দিয়ে বলল, 'নিমিত আমাকে একটি কথা বল।'

–'কি, ডাক্তার?'

–'তুমি কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত?'

নিমিত এটাকে স্পষ্ট করে বোঝানোর জন্য বলল, 'আমি এখন অর্ধমৃত।'

সেই রাতে তার বড় ও অভিজাত খাটটিতে শুয়ে সাতসুকি কান্না করল। তার মনে হতে লাগল সে ধীরে ধীরে মৃত্যুরে দিকে ধাবিত হচ্ছে। তার এও মনে হল ভিতরে একটি শক্ত সাদা চামড়া আছে। সে বুঝতে পারল, অন্ধকারে কোথাও হয়তো একটি আঁশযুক্ত সবুজ সাপ নড়াচড়া করে যাচ্ছে। সে তার জন্ম না দেওয়া শিশুটির কথা ভবল। সে তার বাচ্চাটিকে ধ্বংস করেছিল, গভীর কূপে নিক্ষেপ করেছিল। এরপর সে একটি মানুষকে ত্রিশ বছর ঘৃণা করে বেঁচেছে। সে আশা করেছিল, সে মানুষটি অন্তর্বেদনায় মারা যাবে। তার চাওয়া এত দৃঢ় ছিল যে সে মনে মনে ভূমিকম্প আশা করেছিল। সে নিজে নিজে বলল আমি সে ব্যক্তি যে ভূমিকম্পের জন্য দায়ী। সে আমার হৃদয়কে একটি পাথরে পরিণত করেছে, সে আমার দেহকে একটি পাথরে পরিণত করেছে। দূর পাহাড় হতে ধূসর রঙের বানরগুলো নীরবে তাকিয়ে ছিল। জীবন ও মৃত্যু এক অর্থে একই অর্থ বহন করে।

এয়ারপোর্টে তার ব্যাগ অনুসন্ধান করে সাতসুকি নিমিতকে ১০০ ডলার-এর একটি খাম বিল হিসেবে দিল। 'ধন্যবাদ, নিমিত, তোমাকে, সবকিছুর জন্য। তোমার জন্য আমি এত সুন্দর সময় কাটাতে পারলাম। এটি আমার পক্ষ থেকে তোমর জন্য একটি ব্যক্তিগত উপহার... ।'

নিমিত খামটি গ্রহণ করতে করতে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ, ডাক্তার।'

–'তোমার কি এক কাপ কফি খাওয়ার সময় হবে?'

–'অবশ্যই, আমি এটি উপভোগ করব।'

–'তারা একসাথে একটি ক্যাফেতে ঢুকলো। সাতসুকি নিজের জন্য ব্লাক কফি নিলো। অনেকক্ষণ যাবৎ সাতসুকি তার কাপটি পিরিচে ঘুরাতে লাগল। সে অবশেষে বলল, 'আমার একটি গোপন কথা আছে যেটি কখনও কাউকে বলিনি। আমি কখনও কাউকে বলার জন্য প্রস্তুত করতে পারিনি। সব সময় আমি এটি নিজের মধ্যে নিয়ে বেড়িয়েছি। কিন্তু এখন আমি এটি তোমাকে বলতে চাই। কারণ হয়তো আমরা আর কখনো একে অন্যকে দেখবো না। যখন আমার বাবা মারা গেলেন, মা কোন কিছু বলার আগেই–'

Banglabook.org

নিমিত তার হাত উঠিয়ে সাতসুকির দিকে হাতের তালু দেখিয়ে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল, 'প্লিজ, ডাক্তার। আর কিছু বলো না। তোমার স্বপ্নটি দেখা উচিৎ, যেমনটি বৃদ্ধা তোমায় বলেছিলেন। আমি বুঝতে পারছি তোমার কেমন লাগছে। কিন্তু তুমি যদি তোমার অনুভূতিগুলো শব্দে প্রকাশ করে ফেলো তাহলে সেগুলো মিথ্যায় পরিণত হবে।

সাতসুকি তার কথাগুলো গিলে ফেললো। নীরবে চোখ বন্ধ করে গভীর শ্বাস নিয়ে আবার সেটি ছেড়ে দিল। নিমিত যেন উপদেশ ভাগাভাগি করতে করতে বলল, 'স্বপ্ন দেখ, ডাক্তার। তোমার এখন সবচেয়ে দরকার নিয়মানুবর্তিতা। তোমার কথাগুলো ধরে রাখ। শব্দগুলো পাথরে পরিণত হবে।'

নিমিত নিজের হাত প্রসারিত করে সাতসুকির হাতগুলো ধরল। নিমিতের হাতগুলো আশ্চর্যজনক ভাবে মসৃণ ও তাজা। যেন সেগুলো সবসময় দামী চামড়ার গ্লাভসের ভেতরে থাকে। সাতসুকি তার দিকে চোখ খুলে তাকাল। নিমিত তার হাত সরিয়ে টেবিলের উপরে রাখলো। সে বলল, 'আমার নরওয়ের মালিক ল্যেপল্যান্ড এর ছিলেন। তুমি হয়তো জান যে ল্যেপল্যান্ড নরওয়ের উত্তর-পূর্ব দিকে উত্তর মেরুর একদম কাছাকাছি একটি এলাকা। সেখানে অনেক বলগা হরিণ আছে। গ্রীষ্মে সেখানে কোন রাত নেই, আর শীতে কোন দিন নেই। সে হয়তো অতিরিক্ত ঠান্ডা সহ্য করতে না পেরে থাইল্যান্ডে এসেছিল। তুমি এই জায়গা দুটোকে পুরোপুরি বিপরীতধর্মী বলবে। সে থাইল্যান্ডকে ভালোবেসেছিল। সে তার মনকে এভাবে তৈরি করেছিল যে সে থাইল্যান্ডেই সমাহিত হতে চেয়েছিল। কিন্তু এর পরেও, সে তার জন্মভূমি ল্যেপল্যান্ডকে খুব অনুভব করেছে। সে আমাকে সবসময় সেই শহর সম্পর্কে বলত। কিন্তু এর পরেও ৩৩ বছরে একবারও নরওয়েতে যায়নি। সেখানে এমন কিছু ঘটেছিল যা তাকে দূরে রেখেছিল। তার ভিতরেও তোমার মত পাথর ছিল।' নিমিত তার হাতে কাপ নিয়ে এক চুমুক কফি খেল। এরপর সাবধনে তার কাপটি কোন শব্দ ছাড়াই পিরিচে রেখে দিল।

-'সে আমাকে মেরু অঞ্চলের ভাল্লুক সম্পর্কে বলেছিল- কি নিঃসঙ্গ প্রাণী তারা। তারা বছরে মাত্র একবার মিলিত হয় প্রজননেন জন্য। পুরো বছরে মাত্র একবার। তাদের পৃথিবীতে নারী-পুরুষের সম্পর্কের কোন স্থায়ীত্ব নেই। একটি পুরুষ ও একটি নারী ভাল্লুক দৈবক্রমে বিশাল বরফাচ্ছাদিত অঞ্চলে একে অপরের দেখা পায়, আর তারা মিলিত হয়। এরপর পুরুষ ভাল্লুকটি এমনভাবে নারী ভাল্লুক থেকে দৌড়ে পালায়, যেন তাকে মৃত্যুভয় দেখানো হচ্ছে: সে যে জায়গায় নারী ভাল্লুকের সাথে মিলিত হয়েছিল, সেখান থেকে পালিয়ে যায়। সে আর পেছনে ফিরে তাকায় না। বছরের বাকি সময়টা একাই

BanglaBook.org

কাটিয়ে দেয়। পারস্পরিক যোগাযোগ, হৃদয়ের মিলন–কিছুই তাদের মধ্যে বিরাজ করে না। ফলে এটাই মেরু অঞ্চলের গল্প, যেভাবে আমার মালিক আমাকে বলেছিলেন।'

–'কি আশ্চর্য!' সাতসুকি বলল।

নিমিত উত্তর দিল, 'হুম এটা আশ্চর্যজনক। আমি আমার মালিককে এরপর জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তাহলে মেরু অঞ্চলের ভাল্লুক কি জন্য বেঁচে থাকে?'

–'হুম, ঠিক তাই,' সে এক গাল হেসে উত্তর দিয়েছিল। 'তাহলে আমরা কি জন্য বাঁচি নিমিত?"

বিমানটির উড্ডয়নের সময় হয়ে এসেছিল এবং 'সিটবেল্ট বাধুন' সংকেতটি দেখা গেল। সাতসুকি চিন্তা করল, তাহলে আমি জাপান ফিরে যাচ্ছি। সামনে কি ঘটবে তা সে ভাবার চেষ্টা করল, কিন্তু শীঘ্রই তা ভাবাও বন্ধ করে দিল। সে তার সিটে থিতু হল আর চোখ বন্ধ করল। পরমুহূর্তেই তার চোখে যে দৃশ্যটি ভাসতে লাগল তা হল সে সাঁতার কাটার সময় আকাশটাকে যেমন দেখেছিল সেটি। আর এরল গার্নার'এর 'আই উইল রিমেম্বার এপ্রিল'। সে ভাবল, আমাকে ঘুমাতে দাও। আমাকে ঘুমাতে দাও। এবং স্বপ্নটির জন্য অপেক্ষা কর।

BanglaBook.org

সুপার-ফ্রগের টোকিও বাঁচানো

কাতাগিরি তার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গিয়ে দেখতে পেল তার জন্য একটি বিশাল ব্যাঙ অপেক্ষা করছে। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং ছয় ফুট লম্বা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। কাতাগিরির মত পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা শীর্ণকায় একজন মানুষ এ বিশাল আকারের ব্যাঙটিকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ব্যাঙটি দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমাকে 'ফ্রগ' বলে ডাকতে পারো।' কাতাগিরি দরজার সামনে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিল, সে কিছু বলতে পারছিল না।

—'ভয় পেয়ো না, আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে আসিনি। ভিতরে এসে দরজাটি বন্ধ করে দাও প্লিজ।'

কাতাগিরির ডান হাতে ছিল একটি ব্রিফকেস, শাকসবজির ব্যাগ, আর এক কৌটা স্যামন মাছ ধরা ছিল তার বাম হাতে। কাতাগিরি নড়াচড়া করতে সাহস করল না।

—'প্লিজ মি. কাতাগিরি, দ্রুত দরজাটি আটকে দাও এবং তোমার জুতা খুলে ফেল।'

কাতাগিরি নিজের নাম শুনে একটু স্থির হল। তাকে যেভাবে বলা হল সেভাবে দরজাটি আটকে শাকসবজির ব্যাগটি কাঠের মেঝেতে রেখে ব্রিফকেসটি এক হাতের নিচে রেখে জুতোর ফিতা খুলে নিল। 'ফ্রগ' তাকে রান্নাঘরের টেবিলে বসার জন্য ইশারা করল। কাতাগিরি তাই করল।

—'তোমার অনুপস্থিতিতে এই ঘরে ঢোকার জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, মি. কাতাগিরি। আমি জানতাম তুমি আমাকে দেখে বিস্মিত হবে। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। এক কাপ চা খাবে? আমি ভেবেছিলাম তুমি দ্রুতই বাড়ি আসবে আর তাই আমি পানি গরম করেছি।'

কাতাগিরির হাতে ব্রিফকেসটি এখনো আছে। সে ভাবছে হয়তো কেউ তার সাথে মজা করছে। কেউ হয়তো এ বিশালাকার ব্যাঙয়ের পোশাক পরে তার সাথে মজা করছে। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল যেভাবে 'ফ্রগ' চায়ের পাত্রে গরম পানি ঢালছিল, সেটি একটি প্রকৃত ব্যাঙয়েরই অঙ্গভঙ্গি। 'ফ্রগ কাতাগিরির সামনে এক কাপ গ্রিন টি দিল এবং নিজের জন্যও আরেক কাপ তৈরি করল।

BanglaBook.org

নিজের কাপে চুমুক দিতে দিতে 'ফ্রগ' জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি স্বাভাবিক হতে পেরেছ?'

কিন্তু এখনও কাতাগিরি স্বাভাবিক হতে পারছে না।

–'আমি জানি, আমাকে তোমার সাথে দেখা করার আগে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া উচিৎ ছিল মি. কাতাগিরি। আমি এ বিষয়ে বিশেষভাবে অবগত। যে কেউই তার নিজের বাড়িতে একটি বিশালাকৃতির ব্যাঙ দেখলে চমকে ওঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু একটি বিশেষ কাজ আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। দয়া করে আমাকে ক্ষমা কর।'

–'জরুরি কাজ?' অবশেষে কাতাগিরি কিছু একটা বলতে পারল।

–'ফ্রগ' উত্তর দিল 'হ্যাঁ অবশ্যই। তা না হলে আমি কেন একজনের বাসায় ঢুকে পড়ব? এ ধরনের অশোভন আচরণ আমার স্বভাবগত নয়।'

–'এ জরুরি কাজটার সঙ্গে কি আমার কোন সম্পর্ক আছে?'

–'ফ্রগ' মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল, 'হ্যাঁ আবার না। না আবার হ্যাঁ।'

কাতাগিরি ভাবল যে তার এখন স্বাভাবিক হওয়া উচিৎ। 'আমি যদি ধূমপান করি তুমি কিছু মনে করবে?'

–'ফ্রগ' হাসিমুখে উত্তর দিল, ' একদমই না, একদমই না। এটা তোমার বাসা। তোমার অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। যত খুশি ধূমপান কর আর মদপান কর। আমি নিজে ধূমপায়ী নই। কিন্তু অন্য কারো বাড়িতে এসে আমি তার ধূমপানের প্রতি বিরক্ত প্রকাশ করতে পারি না।'

কাতাগিরি তার কোর্টের প্যাকেট থেকে একটি সিগারেটের প্যাকেট বের করে দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালায়। সে খেয়াল করল যে তার হাত কাঁপছে। তার বিপরীত পাশে বসে 'ফ্রগ' কাতাগিরির প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি খেয়াল করছে।

কাতাগিরি সাহস করে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোন গ্যাংয়ের সাথে যুক্ত নও তো?'

–'হা হা হা! তুমি ভালই মজা করতে পার কাতাগিরি! এটা ঠিক যে দক্ষ শ্রমিকের অভাব আছে তাই বলে একটি গ্যাং তাদের বাজে কাজের জন্য ব্যাঙকে ভাড়া করবে? এতে তো তারা হাসির পাত্রে পরিণত হবে!'

–'তুমি যদি এখানে কোন কিছু নিয়ে দর কষাকষি করতে এসে থাক, তবে আমি বলব তুমি তোমার সময় নষ্ট করছ। আমার এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোন ক্ষমতা নেই। শুধু আমার তত্ত্বাবধায়করাই তা করতে পারেন। আমি শুধু তাদের আদেশ পালন করি। আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না।'

'ফ্রগ' তার এরটি আঙ্গুল উঠিয়ে বলল, 'ক্ষমা কর মি: কাতাগিরি, আমি এ ধরনের কোন ছোট কাজে আসিনি। আমি এটার ব্যাপরে সম্পূর্ণ অবগত আছি যে তুমি টোকিও সিকিউরিটি ট্রাস্ট ব্যাংকের শিনজুকু শাখার ঋণদান বিভাগের

BanglaBook.org

সহকারী প্রধান হিসেবে কাজ করছ। কিন্তু আমার এই ভ্রমণের সাথে তোমার ঋণ শোধ করার কোন সম্পর্ক নেই। আমি টোকিওকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে এসেছি। আমি এটাই বলছি।'

–'কি ধরনের ধ্বংস?'

–ফ্রগ গম্ভীর গলায় উত্তর দিল 'ভূমিকম্প।'

কাতাগিরি মুখ খোলা রেখে ফ্রগের দিকে তাকিয়ে থাকল। এভাবে তারা একে অপরের দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থাকল। এরপর ফ্রগ মুখ খুলল।

–'অনেক বড় একটি ভূমিকম্প। এই ভূমিকম্প টোকিওতে ১৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮:৩০ মিনিটে আঘাত হানবে। আর মাত্র তিন দিন পর। গত মাসে কোবেতে যে ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে তার চেয়েও অনেক শক্তিশালী। এ ধরনের ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা হয়তো ১,৫০,০০০ কে ছাড়িয়ে যাবে। যে সংখ্যা হয়তো কমিউটারের লাইনচ্যুতি, সড়ক দুর্ঘটনা, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েের পতন, সাবওয়েের ভেঙে পড়া এবং ট্যাংকার ট্রাকের চেয়ে মৃতের সংখ্যার চেয়ে বেশি। বড় বড় দালানগুলো পাথরের স্তূপে পরিণত হবে। এতে বসবাসকারী মানুষেরা মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়বে। সবদিকে আগুন আর ধ্বংস, সড়ক ব্যবস্থা হবে বিপর্যস্ত, অ্যাম্বুলেন্স আর দমকলের গাড়িগুলো অকেজো হয়ে পড়বে। মানুষজন যন্ত্রণায় কাতরাবে, আর মারা যাবে। এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক একদম নিশ্চিহ্ন। মুনষজন বুঝতে বাধ্য হবে 'শহর' ধারণাটির কি পরিস্থিতি।' 'ফ্রগ' মাথা ঝোঁকাতে ঝোঁকাতে গম্ভীর গলায় বলল।

–'উপকেন্দ্রটি শিনজুকু অফিস দ্বারা বন্ধ ঘোষণা করা হবে।'

–'শিনজুকু ওয়ার্ড অফিস দ্বারা বন্ধ হবে?'

–'সঠিকভাবে বলতে গেলে এই উপকেন্দ্রটি টোকিও সিকিউরিটি ট্রাস্ট ব্যাংকের শিনজুকু শাখার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আনা হবে।'

খানিকটা নীরবতা চলল। তারপর কাতাগিরি বলল, 'আর তুমি এই ভূমিকম্প থামাতে এসেছ?'

–'ফ্রগ' মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিল, 'ঠিক তাই। আমি এটাই করতে চাই। তুমি এবং আমি টোকিও সিকিউরিটি ট্রাস্ট ব্যাংকের শিনজুকু শাখার মাটির নিচে পোকামাকড়দের সাথে যুদ্ধ করতে যাব।'

ট্রাস্ট ব্যাংকের ঋণদান বিভাগের সদস্য হিসেবে কাতাগিরি অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। সে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করে ব্যাংকের কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করার পর থেকে ১৬ বছর যাবৎ বিভিন্ন চড়াই উৎরাই এর মধ্য দিয়ে তার জীবন পার করেছে। সে ছিল এক বাক্যে একজন কালেকশান অফিসার– যে পদটি তার জন্য সামান্যই সুনাম বয়ে এনেছে। তার বিভাগের সব লোক ঋণ নিতে ইচ্ছুক ছিল, বিশেষ করে বাবল এর সময়ে।

BanglaBook.org

তাদের সে সময় এতই অর্থ–সম্পদ ছিল, জমি অথবা মজুদকৃত টাকা যাই হোক, তারা যে পরিমাণ ঋণ চায়, সেটি অনুমতি দেবার জন্য ঋণ কর্মকর্তাদেরকে রাজি করাতে যথেষ্ট ছিল। ঋণের পরিমাণ যত বেশি হত, কোম্পানিতে তাদের সুনামও তত বেশি হত। কিছু কিছু লোন কখনই ব্যাংকে ফেরৎ দেওয়া হত না। কাতাগিরির দায়িত্ব ছিল সেগুলোর দেখভাল করা। আর যখন বাবলের সময় আসত, তখন কাজের চাপ বেড়ে যেত। কিন্তু একসময়, প্রথমে সম্পদের দাম কমে গেল। তারপর জমির দাম, অবশেষে টাকা বিভাগের গুরুত্ব কমে গেল। তার বস তাকে নির্দেশ দিলেন, 'যাও এবং তাদের কাছে যা পাও নিংড়ে নিয়ে আস।'

শিনজুকুর পার্শ্ববর্তী এলাকা কাবুকিচো একটি সন্ত্রাসের আখড়া ছিল। সেখানে পুরনো যুগের গ্যাংস্টার, কোরিয়ান ডাকু, চীনা মাফিয়া, অস্ত্র ও মাদকের ছাড়াছাড়ি ছিল। টাকা-পয়সা একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ থেকে অন্য সন্ত্রাসী গ্রুপে লেনদেন হত। সবসময় মানুষ ধোঁয়ার মত গুম হয়ে যেত। একবার কাবুচিকোতে ঋণের টাকা উদ্ধার করতে গিয়ে কাতাগিরি একদল ডাকু দ্বারা আক্রান্ত হল। যারা তাকে মেরে ফেলার হুমকি দিল। কিন্তু সে কখনই ভয় পায় নি। ব্যাংকের একজন কর্মকর্তাকে মেরে ফেলে তাদের কি-ই বা লাভ হতো? তারা তাকে ছুরিকাঘাত করতে পারতো, পেটাতে পারত। সে এই চাকরির জন্য সবচাইতে উপযুক্ত ছিল: স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, বাবা মা মৃত, ভাই বোনদের কলেজে থাকতেই বিয়ে হয়ে গেছে। তাহলে তাকে মেরে ফেললে কি ক্ষতি হতো? এটা কাতাগিরি ছাড়া আর কারো মাঝে পরিবর্তন আনতো না।

কাতাগিরিকে শান্ত ও নির্ভার দেখে উল্টো সন্ত্রাসীরাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। সে ক্রমেই অন্ধকার জগতের সন্ত্রাসীদের মাঝে সুনাম অর্জন করল। দৃঢ় চিত্তের কাতাগিরি এখন কিংকর্তব্যবিমুখ হয়ে আছে। এ ব্যাঙটি কি আজব কথা বলছে?

–'ওয়ার্ম!'

সে কিছুটা ইতস্তত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওয়ার্ম কে?'

–'ওয়ার্ম পাতাল এ বাস করে। সে এক বিশালাকার পোকা। সে যখন রেগে যায় তখনই শক্তিশালী ভূমিকম্প তৈরি করে। আর এখন সে প্রচন্ড রাগান্বিত।।'

–'সে কি নিয়ে এত রাগান্বিত?'

'ফ্রগ' বলল, 'আমি জানি না। ওয়ার্ম তার কুবুদ্ধি দিয়ে কি চিন্তা করে তা কেউ জানে না। খুব কম লোকই তাকে দেখেছে। সে সাধারণত ঘুমিয়েই থাকে। আর সে ঘুমোতেই পছন্দ করে। পাতালে উষ্ণ আবহাওয়া ও অন্ধকারে সে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। তার চোখগুলো

পরিশ্রান্ত দেখায়। ঘুমোতে ঘুমোতে তার মস্তিষ্ক জেলিতে পরিণত হয়েছে। তুমি যদি আমায় জিজ্ঞেস কর তাহলে বলতে হয়, সে আসলে কিছুই চিন্তা করছে না। সে শুধু পাতালে শুয়ে তার সামনে আসা প্রতিবন্ধকতাগুলোকে শরীরের ভেতর জমিয়ে রাখে। এরপর কিছু রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে সেগুলোকে রাগে পরিণত করে। কেন এমনটি হয় আমার ধারণা নেই। আমি এটি কখনই ব্যাখ্যা করতে পারি নি।'

'ফ্রগ' চুপ হয়ে গেল। সে কাতাগিরির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে আবার শুরু করল, 'দয়া করে আমাকে ভুল বুঝ না। আমার সাথে ওয়ার্ম এর কোন শত্রুতা নেই। আমি তাকে শয়তানের প্রতিভূ হিসেবে দেখি না। আবার তার কদুও হতে চাই না। পৃথিবীতে হাজার রকমের প্রাণীর অস্তিত্ব আছে। পুরো পৃথিবী একটি ওভারকোটের মত, যাতে অনেক রকমের ছোট বড় পকেট রয়েছে। কিন্তু এ মুহূর্তে ওয়ার্ম এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তাকে অবজ্ঞা করলে পৃথিবীর ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে। বিভিন্ন রকমের ঘৃণা সে তার দেহে ও হৃদয়ে পুষে রেখে তার হৃদয় এবং দেহকে এক প্রচন্ড আকার দিয়েছে যা যেকোন সময়ের চাইতেও বৃহত্তর। তার উপর এ ব্যাপারটিকে আরও জটিল করে তুলেছে গত মাসে কোবেতে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্প যা তাকে জাগিয়ে তুলেছে। এই প্রচন্ড রাগের মধ্য দিয়ে তার উপলব্ধি হয়েছে, টোকিওতে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প তৈরির এখনই সময়। মিঃ কাতাগিরি আমি জানি আমি কি বলছিঃ আমি আমার পোকা বন্ধুদের কাছ থেকে এ ভূমিকম্পের অবস্থান ও মাত্রার ভয়াবহতা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য খবর জেনেছি।'

'ফ্রগ' চুপ হয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ রাখল।

কাতাগিরি বলল, 'তাহলে তুমি বলতে চাচ্ছ যে তুমি এবং আমি পাতালে গিয়ে ভূমিকম্প বন্ধের জন্য 'ওয়ার্ম' এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো?'

–'ঠিক তাই।'

কাতাগিরি তার চায়ের কাপ নিয়ে আবার রেখে দিল। সে বলল, 'আমি এখনও বুঝতে পারছি না। তুমি কেন আমাকে তোমার সাথে যাবার জন্য নির্বাচন করলে?'

'ফ্রগ' কাতাগিরির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার প্রতি আমার সবসময়ই গভীর শ্রদ্ধা আছে। দীর্ঘ ১৬ বছর যাবৎ তুমি নীরবে সবচাইতে ভয়ংকর, কম আকর্ষনীয় কাজ যেটি অন্যরা পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছে, সেগুলো চমৎকারভাবে করে গিয়েছ। আমি ভালই বুঝি তোমার জন্য এই কাজগুলো তোমার জন্য কতটা কষ্টের ছিল, এবং আমার বিশ্বাস তোমার উর্দ্ধতন কর্মকর্তা কিংবা তোমার কোন সহকর্মী এ কাজগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন করেনি। তারা সবাই অন্ধ। আর তুমি এগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন ও পদোন্নতি না পেয়েও কোন অভিযোগ করো নি।'

Banglabook.org

–'এটা শুধু তোমার কাজের ক্ষেত্রেই ঘটেনি। বাবা–মা মারা যাওয়ার পরে তুমি তোমার ভাই–বোনদের নিজ হাতে গড়ে তুলেছ, কলেজে ভর্তি করিয়েছ, এমনকি তাদেরকে বিয়েও দিয়েছ। এ সবকিছুর পেছনে তোমার সময় ও অর্থের ব্যয় হয়েছে। উপরন্তু তুমি নিজেও বিয়ে করো নি। এ সবকিছুর পরেও তোমার ভাইবোন তোমার প্রতি সামান্যতম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। এ তো অনেক দূরের কথা, তারা তোমাকে নুন্যতম শ্রদ্ধাও দেখায় নি, উল্টো তোমার সাথে বাজে ব্যবহার করেছে। আমার মতে তাদের এই আচরণ ক্ষমার অযোগ্য। আমার এও মনে হয়েছে যে তোমার পক্ষ থেকে আমি তাদের শাস্তি দেই। কিন্তু তুমি এর মাঝে কোন রকমের রাগ পর্যন্ত দেখালে না।'

–'সত্যি কথা কি মিঃ কাতাগিরি, তোমার সরলতা ও মিতভাষী স্বভাবের জন্য সবাই তোমাকে অবজ্ঞা করে। আমি, যাই হোক, বুঝতে পারছি তুমি কেমন সাহসী ও বিচক্ষণ। পুরো টোকিও শহরের লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে তুমি ছাড়া আর কাউকে এ অভিযানে আমার সঙ্গী করতে ভরসা পাচ্ছি না।'

কাতাগিরি বলল, 'মিঃ 'ফ্রগ', আমাকে এটি বল....'

'ফ্রগ' একটি আঙ্গুল তুলে বলল, 'দয়া করে আমাকে 'ফ্রগ' বলে ডাক।'

কাতাগিরি জিজ্ঞেস করল, 'ফ্রগ, আমাকে বল তুমি কিভাবে আমার এতকিছু জান?'

–'হুম, মিঃ কাতাগিরি, এত বছর যাবৎ আমি এমনি এমনি ফ্রগের কাজ করছি না। আমি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপরে বিশেষ নজর রাখি।'

কাতাগিরি বলল, ' কিন্তু এরপরও, ফ্রগ, আমি বিশেষ শক্তিশালী নই, আর এটিও জানি না পাতালে কি চলছে। আমি পেশিবহুল নই যে আমি এ দিয়ে 'ওয়ার্ম' এর সাথে যুদ্ধ করব। আমি নিশ্চিত যে তুমি আমার চেয়ে শক্তিশালী কাউকে পাবে যে কারাতে জানে অথবা একজন আত্মরক্ষাকারী কমান্ডো।'

'ফ্রগ' তার গোল গোল চোখগুলো ঘুরিয়ে বলল, 'মিঃ কাতাগিরি সত্যি কথা বলতে গেলে আমিই সব যুদ্ধ করব। কিন্তু আমি এটি একা করতে পারব না। মুল ব্যাপারটি হল তোমার সাহস এবং বিচক্ষণতা আমার প্রয়াজন। তোমাকে আমার এ জন্য প্রয়োজন যে তুমি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দেবে আর বলবে, 'ফ্রগ, তুমি দারুণ করছ, এগিয়ে যাও, তুমিই জিতবে। তুমিই ভাল লড়ছো।'

'ফ্রগ' তার হাতগুলো দু'পাশে ছড়িয়ে দিল, এরপর হাঁটুতে নিজের হাত দিয়ে জোরে শব্দ করল। 'মিঃ কাতাগিরি, সত্য বলতে গেলে 'ওয়ার্ম'–এর সাথে অন্ধকারে যুদ্ধ করার চিন্তা মাথায় আসলে আমার নিজেরও ভালো লাগে। কত বছর যাবৎ আমি একজন শান্তিবাদী হিসেবে বসবাস করছি যে কিনা কলা ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসে। যুদ্ধ-বিগ্রহ আমি পছন্দ করি না। আমাকে বাধ্য

BanglaBook.org

হয়ে যুদ্ধ করতে হয়। আর এই নির্দিষ্ট যুদ্ধটি একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হতে যাচ্ছে। এতে আমার মৃত্যুও হতে পারে। আমি হয়তো এ যুদ্ধে এক বা একাধিক অঙ্গ হারাতে পারি। কিন্তু আমি এ থেকে পিছু হটতে পারি না। যেমনটি নীৎসে বলেছিলেন,'ভয় না থাকাটাই সবচেয়ে বড় জ্ঞান।' আমি চাই মি. কাতাগিরি, একজন প্রকৃত বন্ধুর মত তুমি তোমার সাহস আমার সাথে ভাগাভাগি করে নেবে। তুমি কি বুঝতে পারছ আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি?'

এসবের কিছুই কাতাগিরি বুঝতে পারছিল না। কিন্তু যতই আজগুবি শোনাক, সে ফ্রগ এর কথা বিশ্বাস করছিল। ফ্রগের বাচনভঙ্গির মধ্যে এক ধরনের সততা আছে যা কাতাগিরিকে আকৃষ্ট করেছিল। সিকিউরিটি ট্রাস্ট ব্যাংকের সবচাইতে কঠিন বিভাগে কাজ করার ফলে কাতাগিরি এ ধরনের চিন্তা করার ক্ষমতা রাখে। এটা তার অনন্য বৈশিষ্ট্য।

'আমি জানি এটা তোমার জন্য খুব কঠিন। হঠাৎ একটি বিশালাকার ব্যাঙ তোমার বাড়িতে এসে এতসব আজগুবি কথা বিশ্বাস করতে বলছে। কিন্তু তোমার অভিব্যক্তি এখনও স্বাভাবিক। তোমাকে আমার অস্তিত্বের একটা প্রমাণ দিতে চাই। আমাকে বল মিঃ কাতাগিরি, কিছুদিন আগে বিগ বিয়ার ট্রেডিং এর কাছ থেকে ঋণের টাকা উদ্ধার করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল তোমায়, তাই না?'

কাতাগিরি উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, সত্যি।'

–'তাদের মাঝে কিছু চাঁদাবাজ আছে যাদের সাথে ডাকুদের যোগাযোগ ছিল। তারা সবাই চাচ্ছিল যে এ কোম্পানিটি দেউলিয়া হয়ে এর ধার থেকে মুক্তি পাক। তোমার ব্যাংকের ঋণ কর্মকর্তা তাদের কোনোরকম ব্যাকগ্রাউন্ড চেক ছাড়া বিশাল অংকের ঋণ দিয়েছিল। আর যথারীতি এ বিশাল অংকের ঋণ উদ্ধার করতে তোমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আর তোমার এ টাকা উদ্ধার করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কিছু প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাদের পৃষ্টপোষকতা দিয়ে আসছিল। তোমাকে ৭০০ মিলিয়ন ইয়েন উদ্ধারে কাজ করতে হয়েছে। তুমি এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলে তাই না?'

–'তুমি যথার্থ বলছ।'

'ফ্রগ' তার দু'হাত দুদিকে প্রসারিত করল। তার বিশাল হাতগুলো পাখার মত দেখাচ্ছিল। 'মিঃ কাতাগিরি, দু:শ্চিন্তা করো না। সব দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দাও। কাল সকালের মধ্যে বৃদ্ধ ফ্রগ তোমার সমস্যার সমাধান করে দেবে। রাতে ভাল একটা ঘুম দাও।'

হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল ফ্রগ। এরপর একটি শুকিয়ে যাওয়া স্কুইডের মত নিজেকে সংকুচিত করে দরজার ফাঁক গলে কাতাগিরিকে একা রেখে গেল। রান্নাঘরের টেবিলে রাখা দুটি কাপ-ই একমাত্র প্রমাণ যে ফ্রগ কাতাগিরির অ্যাপার্টমেন্টে এসেছিল।

BanglaBook.org

পরদিন সকাল ন'টায় কাজে পৌঁছানোর সাথে সাথেই কাতাগিরির টেলিফোনটা বেজে উঠল। একটি পুরুষ কণ্ঠ থেকে আওয়াজ এল, 'মিঃ কাতগিরি!'

কণ্ঠস্বরটি শুনে মনে হল কোন ব্যবসা সংক্রান্ত ফোন। 'আমি শিরাওকা। বিগ বিয়ার মামলাটির একজন অ্যাটর্নি। আমি আজ সকালে আমার মক্কেলের কাছ থেকে ঋণ সংক্রান্ত একটি ফোনকল পেয়েছি। সে আপনাকে জানাতে চায় যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে সম্পূর্ণ ঋণ শোধ করতে চায়। সে আপনাকে একটি স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রও দিতে চায়। তার একটাই অনুরোধ যে আপনি তার বাড়িতে ফ্রগকে আর পাঠাবেন না। আমি আবার বলছিঃ সে চায় যে আপনি ফ্রগ'কে আর তার বাড়িতে পাঠাবেন না। আমি নিজেই জানি না এর অর্থ কি, কিন্তু আমার ধারণা এটি আপনার কাছে পরিষ্কার। ঠিক বলেছি মিঃ কাতাগিরি?'

কাতাগিরি উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই!'

–'আমি বিশ্বাস করি আপনি এই বার্তাটি তুমি ফ্রগের কাছে পৌঁছে দেবেন।'

–'আমি তাই করব। আপনার মক্কেল আর ফ্রগকে দেখবে না।'

–'অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আপনার জন্য আগামীকালের মধ্যে চুক্তিপত্রটি তৈরি করব।'

কাতাগিরি বলল, 'আমি কৃতজ্ঞ।'

লাইনটি কেটে গেল। ফ্রগ কাতাগিরির সাথে মধ্যাহ্নভোজের সময় ট্রাস্ট ব্যাংক অফিসে দেখা করল।

–'আমার মনে হয় তোমার বিগ বিয়ার মামলাটি সমাধানের দিকে যাচ্ছে।'

কাতাগিরি চারিদিকে উদ্বিগ্ন হয়ে তাকাল।

ফ্রগ বলল, 'চিন্তা করো না। একমাত্র তুমিই আমাকে দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে তুমি আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগত হলে। আমি তোমার চিন্তার কোন ফসল নই। আমি কাজ করতে পারি এবং তার একটি ফলাফল তৈরি করতে পারি। আমি বাস্তব, একটি জীবিত প্রাণী।'

–'আমাকে বল মিঃ ফ্রগ.....'

একটি আঙ্গুল উঠিয়ে ফ্রগ বলল, 'আমাকে 'ফ্রগ' বলে ডাকবে।'

–'আমাকে এটা বল ফ্রগ, তুমি তাদের সাথে কি করেছ?'

ফ্রগ উত্তর দিল, 'তেমন কিছু না। আমি তাদেরকে একটু ভয় দেখিয়েছিলাম। মনস্তাত্ত্বিক ভয়। জোসেফ কনরাড বলেছিলেন, 'আসল ভয় হল সেটি যা মানুষ তাদের কল্পনায় অনুভব করে।' কিন্তু সেটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমাকে বিগ বিয়ার মামলাটি সম্বন্ধে একটু বল। সব ঠিকঠাক আছে, তাই না?'

BanglaBook.org

কাতাগিরি মাথা নাড়িয়ে একটি সিগারেট জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, 'তেমনটিই মনে হচ্ছে।'

–'তাহলে আমি তোমার সাথে যে প্রতিজ্ঞা গতকাল রাতে করেছিলাম, সেটি সফলভাবে পালন করেছি। তুমি কি আমার সাথে ওয়ার্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাচ্ছ?'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে কাতাগিরি বলল, 'সত্যি বলতে গেলে আমি এই ব্যাপারটি নিয়ে মোটেও রোমাঞ্চিত নই। কিন্তু আমার ধারণা, এর থেকে পরিত্রাণ পেতে এটাই যথেষ্ট নয়।'

'না,' ফ্রগ বলল, 'এটা হল সম্মান ও দায়িত্বের ব্যাপার। তুমি হয়তো ব্যাপারটি নিয়ে রোমাঞ্চিত নও, কিন্তু আমাদের আর কোন উপায় নেই: তোমাকে ও আমাকে ওয়ার্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাতালে যেতে হবে। যদি এই অভিযানে আমাদের প্রাণ যায় তবে আমরা কারও অনুকম্পা পাব না। আর যদি আমরা ওয়ার্মকে পরাজিত করতেও পারি তবু কেউ আমাদের প্রশংসা করবে না। কেউ এটা জানবেও না যে তাদের পায়ের নীচে এত বড় একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। শুধু তুমি ও আমি জানবো, মিঃ কাতাগিরি। এটি যেমনই হোক, শুধুই আমাদের একার যুদ্ধ হবে।'

কাতাগিরি নিজের হাতের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, তারপর তার সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকাল। 'তুমি জানো, মিঃ ফ্রগ, আমি একজন সাধারণ মানুষ।'

ফ্রগ বলল, 'শুধু ফ্রগ'। কিন্তু কাতাগিরি বলে চলল, আমি একজন সাধারণ মানুষ। সাধারণের চাইতেও সাধারণ। আমার মাথার চুল ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছে, ভুড়ি বেড়ে চলেছে, আর গত মাসেই আমার বয়স চল্লিশ হয়েছে। আমার পা–গুলো চওড়া। ডাক্তার আমাকে বলেছে আমার ডাইবেটিকসের ঝুঁকি আছে। তিন মাসের বেশি সময় হয়ে গেল আমি কোন নারী সাথে ঘুমাই না– আর আমাকে তার জন্য টাকা খরচ করতে হয়েছিল। আমি এই ঋণ শাখায় ঋণের টাকা উদ্ধারের জন্য কিছুটা মর্যাদা পাই, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। আমার ব্যক্তিগত জীবনে অথবা কর্মজীবনে এমন কেউ নেই যে আমাকে পছন্দ করে। মানুষের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় তা আমি জানি না, আর অপরিচিতদের সাথে একেবারে আনাড়ি। একারণে কারো সাথে আমি বন্ধুত্বও করতে পারি না। আমার খেলোয়াড়ি কোন ক্ষমতা নেই–স্বরের উঠানামা বুঝতে পারি না, আমি খাট, বেশিদূর দেখতে পাই না। একটি ভয়াবহ জীবনযাপন করি। আমি শুধু খাই-দাই আর ঘুমাই। আমি এও জানি না যে আমি কেন বেঁচে আছি। আমার মত একজন মানুষের কেন টোকিও বাঁচাতে হবে'

Banglabook.org

–'কারণ, মিঃ কাতাগিরি, টোকিও শুধুমাত্র তোমার মত একজন মানুষের দ্বারাই নিরাপদ হতে পারে। আর তোমার মত মানুষের কারণেই আমি টোকিওকে রক্ষা করতে চাই।'

কাতাগিরি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমাকে কি করতে হবে?'

ফ্রগ কাতাগিরিকে তার পরিকল্পনা বলল। তারা ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে পাতালে যাবে (ভূমিকম্পের একদিন আগে)। তাদের পথ হবে টোকিও সিকিউরিটি ব্যাংকের শিনজুকু শাখার ভূগর্ভস্থ রুম। তারা গভীর রাতে সেখানে দেখা করবে (কাতাগিরি ওভারটাইম করার ছুতোয় অগে থেকেই সেখানে অবস্থান করবে)। দেয়ালের মাঝে একটি খাদ আছে। তারা ১৫০ ফুট রশি বেয়ে মাটির নিচে ওয়ার্মকে পাবে।

কাতাগিরি জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি কোন যুদ্ধের পরিকল্পনা আছে?'

–'অবশ্যই আছে। ওয়ার্মের মত একজন শক্তিশালী শত্রুকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পরিকল্পনা অবশ্যই থাকতে হবে। সে একটি পিচ্ছিল জাতীয় প্রাণী। তুমি তার মুখ থেকে তার নিতম্ব আলাদা করতে পারবে না। সে একটি কমিটির ট্রেনের মত বিশাল।'

–'তোমার যুদ্ধের পরিকল্পনা কি?'

কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে ফ্রগ উত্তর দিল, 'হুম, লোকে বলে–'নীরবতাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা'।'

–'তুমি কি বলতে চাচ্ছ তাহলে আমি কোন প্রশ্ন করব না?'

–'হ্যাঁ এভাবে হতে পারে।'

–'কিন্তু আমি যদি শেষ মুহূর্তে ভয় পেয়ে পালিয়ে আসি? তাহলে তুমি কি করবে মিঃ ফ্রগ?'

–'শুধু 'ফ্রগ'।'

'ফ্রগ, তাহলে তুমি কি করবে?'

ফ্রগ কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দিল,'আমি একাই যুদ্ধ করব। আমি একা যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করার সুযোগ 'আনা কারেনিনা'র তীব্র গতিসম্পন্ন গাড়ি থামানোর চাইতে বেশি। তুমি কি আনা কারেনিনা পড়েছ মিঃ কাতাগিরি?'

সে যখন শুনল যে কাতাগিরি 'আনা কারেনিনা' পড়েনি, সে এমন ভঙ্গি করল যে এটি খুবই লজ্জার ব্যাপার। আসলে ফ্রগ আনা কারেনিনার খুব ভক্ত।

–'মিঃ কাতাগিরি, এর পরেও মনে হয় তুমি আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে একা ফেলে আসবে না। আমি নিশ্চিত। এটি একটি সাহসের প্রশ্ন যা আমার নেই। হা হা হা হা!' ফ্রগ অট্টহাসি দিল। ফ্রগের শুধু সাহসেরই অভাব নয়, তার দাঁতও নেই। যাই হোক, অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে চলেছে।

BanglaBook.org

কাতাগিরিকে ১৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার সময় গুলি করা হল। সে তার দিনের কাজ শেষে ট্রাস্ট ব্যাংকের শিনজুকু শাখায় যাওয়ার পথে একজন তরুণ যে কিনা চামড়ার জ্যাকেট পরা ছিল, অচমকা তার সামনে এসে পড়ল। তরুণের চেহারায় কোন অভিব্যক্তি ছিল না। আর তার হাতে ছোট একটি কালো বন্দুক ছিল। বন্দুকটি এত ছোট আর এত কালো ছিল যে তা দেখে আসল বন্দুক মনে হল না। বন্দুকটি তার দিকে তাক করে তরুণটি ট্রিগার চাপছিল। কাতাগিরি সেদিকে খেয়াল না করে বন্দুকের দিকে তাকিয়ে ছিল। এটা আকস্মিক, অতিদ্রুত ঘটে গেল; সে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না কিন্তু বন্দুক ঠিকই চলল।

আচমকা কাতাগিরি তার ডান কাঁধে প্রচন্ড জোরে হাতুড়ির আঘাতের মত অনুভব করতে লাগল। সে কোন ব্যথা অনুভব করল না কিন্তু সে রাস্তার ধারে পড়ে গেল। তার হাতে ধরে থাকা ব্রিফকেসটি উল্টো দিকে ছুটে গিয়ে পড়ল। তরুণটি আবারও তার দিকে বন্দুক তাক করে দ্বিতীয়বার গুলি চালল। একটি ছোট রেস্তরাঁর সাইনবোর্ড উড়ে গেল। সে লোকজনের চিৎকার শুনতে পেল। তার চোখের চশমাটি উড়ে যাওয়াতে সে ঝাপসা দেখতে শুরু করল। সে একেবারেই বুঝতে পারেনি যে তরুণটি পিস্তল তাক করে আবারও এগিয়ে আসছিল। কাতাগিরি ভাবল যে সে মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছে। ফ্রগ তাকে বলেছিল মানুষ কল্পনায় যে ভয় অনুভব করে সেটিই প্রকৃত ভয়। কাতাগিরি তার কল্পনার জগৎ থেকে বেরিয়ে একটি নির্ভার নীরবতায় প্রবেশ করল।

BanglaBook.org

যখন সে জেগে উঠল, তখন তাকে সে বিছানায় আবিষ্কার করল। এক চোখ খুলে চারদিক ভালোভাবে অবলোকন করে তার দ্বিতীয় চোখ খুলল। সে প্রথমেই যে জিনিসটি খেয়াল করল সেটি হচ্ছে তার বিছানার স্ট্যান্ডে ঝোলানো একটি ধাতব দন্ড যেখানে একটি পাত্র সংযুক্ত আছে। এ পাত্রটি থেকে তার মাথায় ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে। তার পাশেই সাদা পোশাক পরিহিত একজন সেবিকা দাঁড়ানো ছিল। সে এটা বুঝতে পারল যে সে একটি শক্ত বিছানায় শুয়ে আছে এবং তার পরনে শুধুমাত্র অদ্ভুত রকমের একটি গাউন। সে ভাবল, ও আচ্ছা। আমি তো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আর তখন একজন যুবক আমাকে গুলি করেছিল। যতদূর মনে পড়ে আমার কাঁধে। ডান কাঁধে। সে মনে মনে সেই দৃশ্যটি অনুভব করল। যখন সে তরুণের হাতে ধরা ছোট কালো বন্দুকটির কথা মনে করল তখন তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল। জানোয়ারগুলো আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি এখন ঠিক আছি। আমার স্মৃতিও ঠিক আছে। কোন ব্যথা নেই। শুধু ব্যথা নয়, আমার কোন অনুভূতিও নেই। আর আমি আমার হাত উপরে তুলতে পারছি না...

হসপিটালের কক্ষটিতে তোন জানলা ছিল না। সে এটাও মনে করতে পারছিল না যে তখন দিন না রাত ছিল। বিকেল পাঁচটার কিছু আগে তাকে গুলি করা হয়েছিল। এর মাঝে কতটুকু সময় অতিবাহিত হয়েছে? ফ্রগের সাথে তার যে অভিযানে যাবার কথা ছিল তার সময় কি পার হয়ে গেছে? কাতাগিরি কক্ষের মাঝে একটি ঘড়ি খুঁজতে লাগল, কিন্তু চশমা ছাড়া সে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না।

–'এক্সকিউজ মি,' সে সেবিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

সেবিকা উত্তর দিল, 'যাক, আপনি শেষপর্যন্ত জেগে উঠলেন!'

–'ক'টা বাজে?'

সেবিকা তার ঘড়ির দিকে তাকাল।

–'নয়টা পনের।'

–'রাত?'

–'বোকার মত প্রশ্ন করবেন না, এখন সকাল!'

কাতাগিরি তার বালিশ থেকে মাথা সামান্য উঁচু করে কাতরাতে কাতরাতে বলল, 'সকাল নয়টা পনের?' তার গলা থেকে যে শব্দ বেরোল, সেটা অন্য কারো গলার স্বর বলে মনে হল।

–'আঠার ফেব্রুয়ারি সকাল নয়টা পনের?'

সেবিকা তার ডিজিটাল ঘড়িটির দিকে তাকিয়ে তারিখ পরীক্ষা করে উত্তর দিল, –'ঠিক তাই, আজ আঠার ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫।'

–'আজকে সকালবেলা টোকিওতে কি কোন ভূমিকম্প হয়েছে?'

–'টোকিওতে?'

–'টোকিওতে।'

সেবিকা তার মাথা নেড়ে উত্ত দিল, 'আমার জানা মতে হয়নি।'

সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাই ঘটে থাকুক, ভূমিকম্পটিকে শেষ পর্যন্ত এড়ানো গেছে।

–'আমার ব্যথার কি অবস্থা?'

সেবিকা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ব্যথা? কিসের ব্যথা?'

–'যেখানে আমাকে গুলি করা হয়েছে।'

–'গুলি?'

–'হ্যাঁ, ট্রাস্ট ব্যাংকের গেটের কাছে। একজন তরুণ আমাকে গুলি করেছিল। মনে হয় ডান কাঁধে।'

সেবিকা একটি অদ্ভুত রকমের হাসি দিয়ে তার কাছে গেল, 'আমি দুঃখিত, মিঃ কাতাগিরি, আপনাকে গুলি করা হয়নি।'

–'আমাকে গুলি করা হয়নি? তুমি কি নিশ্চিত?'

Banglabook.org

–'আমি এ ব্যাপারে ততটুকুই নিশ্চিত যেভাবে নিশ্চিত যে টোকিওতে আজ সকালে কোন ভূমিকম্প হয়নি।'

কাতাগিরি আশ্চর্য হল, 'তাহলে আমি এখানে কেন?'

'আপনাকে রাস্তায় অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে একজন এখানে নিয়ে আসে। আর জায়গাটি হল কাবুকিচো এলাকায় শিনজুকু। আপনার বাহ্যিক কোন আঘাত নেই। শুধু শরীর ঠান্ডা ছিল। আর আমরা এখনো কারণটা জানতে পারিনি। শীঘ্রই ডাক্তার আসবেন। সবচেয়ে ভাল হয়, আপনি তার সাথে বিস্তারিত কথা বললে।'

রাস্তায় পড়ে ছিলাম? কাতাগিরি এটা নিশ্চিত ছিল যে সে তার দিকে তাক করা বন্দুক দেখেছিল। সে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে তার মাথাটাকে সোজা করার চেষ্টা করল। সে সবগুলো ঘটনাকে সাজাতে লাগল।

–'তাহলে তুমি বলতে চাচ্ছ, গতকাল সন্ধ্যা থেকে আমি এই হাসপাতালের বিছানায় অচেতন হয়ে পড়ে ছিলাম?'

সেবিকা উত্তর দিল, 'সত্যিই। আর আপনার খুব বাজে একটা রাত গেছে মিঃ কাতাগিরি। আপনি খুব বাজে কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। আমি আপনাকে বলতে শুনেছি, 'এই ফ্রগ! ফ্রগ! তুমি আমার জন্য অনেক করেছ।' আপনার কি ফ্রগ নামে কোন বন্ধু আছে?'

কাতাগিরি চোখ বন্ধ করে তার হৃদস্পন্দনের শব্দ শুনতে লাগল। এই হৃদস্পন্দন যেন তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে যতটুকু মনে করতে পারল তার কতটুকু বাস্তব আর কতটুকু কাল্পনিক? ফ্রগ কি আসলেই বাস্তবে বিরাজ করে? সে কি ওয়ার্মের সাথে ভূমিকম্প থামানোর জন্য যুদ্ধ করেছিল? নাকি সবকিছু তার লম্বা একটি স্বপ্নের অংশবিশেষ? সত্যতা কি এ সম্পর্কে কাতাগিরির কোন ধারণা ছিল না।

সেই রাতে হাসপাতালে ফ্রগ এসেছিল। কাতাগিরি ঘুম থেকে জেগে মৃদু আলোতে তাকে দেখল। সে একটি স্টিল ফোল্ডিং চেয়ারে বসে ছিল। তার পেছনের অংশ ছিল দেওয়ালের দিকে। ফ্রগের বেরিয়ে আসা বিশাল চোখের পাতা বন্ধ ছিল। কাতাগিরি বলে উঠল, 'ফ্রগ!', ফ্রগ ধীরে ধীরে নিজের চোখ খুলল। তার বিশাল পেট নিশ্বাসের সাথে উঠানামা করছিল। কাতাগিরি বলল, –'সেদিন রাতে তোমার সাথে আমার বয়লার রুমে দেখা হওয়ার কথা ছিল। আমি কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু সন্ধ্যায় আমি অপ্রত্যাশিত একটি দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম–আর তারা আমাকে এখানে নিয়ে আসে।'

ফ্রগ তার মাথা সামান্য বাঁকাল। 'আমি জানি। ঠিক আছে। চিন্তা করো না। তুমি সেই যুদ্ধে আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছিলে।'

BanglaBook.org

–'আমি?'

–'হ্যাঁ তুমি। তুমি তোমার স্বপ্নে বিস্ময়কর কাজ করেছ। আর আমি এর মাধ্যমে ওয়ার্মকে শেষ করতে পেরেছি। আমার বিজয়ের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানানো উচিৎ।'

কাতাগিরি বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না। পুরো সময়টা জুড়ে আমি অচেতন ছিলাম। আমার মাথায় ফোঁটা ফোঁটা পানি দেওয়া হচ্ছে। আমি স্বপ্নে কিছু করেছিলাম বলে মনে পড়ছে না।'

–'ঠিক আছে মিঃ কাতাগিরি, এটা ভাল যে তুমি কিছু মনে করতে পারছ না। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধটি কল্পনার মধ্যে ঘটেছে। এটাই তোমার যুদ্ধক্ষেত্র। এই জায়গাতেই আমরা হার-জিত উপলব্ধি করি। আমরা প্রত্যেকেই ক্ষণস্থায়ীঃ সবাইকে পরাজিত হতে হবে। কিন্তু আর্নেস্ট হোমিংওয়ে বলেছেন, 'আমাদের জীবনের স্বার্থকতা বিচার করা হয় আমাদের জয়ের মাধ্যমে নয়, বরং পরাজয়ের মাধ্যমে। তুমি ও আমি, মিঃ কাতাগিরি, আমরা একসাথে টোকিও শহরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছি। আর ১,৫০,০০০ মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছি। কেউ এটি উপলব্ধি করতে পারেনি, কিন্তু আমরা এ কাজটি করতে পেরেছি।'

–'তুমি কিভাবে ওয়ার্মকে পরাজিত করেছ? আর আমি কি করেছি?'

–'আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছি। আমরা...' ফ্রগ মুখ বন্ধ করে একবার শ্বাস নিয়ে নিল, '...আমরা আমাদের কাছে থাকা সব অস্ত্র ব্যবহার করেছি। আমরা আমাদের সব সাহসকে কাজে লাগিয়েছি। অন্ধকার ছিল আমাদের শত্রুর সহযোগী। তুমি তোমার সর্বশক্তি দিয়ে সেই অন্ধকারকে আলোতে পরিণত করেছিলে। ওয়ার্ম তোমাকে অন্ধকারের মাঝে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তুমি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ছিলে। অন্ধকার এবং আলোর মাঝে একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছে। আমি দানবীয় ওয়ার্মের সাথে আলোর মাঝে ধ্বস্তাধস্তি করেছি। সে আমার চারপাশে কুণ্ডলী পাকিয়েছিল, আর আমকে তার লালা দিয়ে ভিজিয়েছিল। আমি তাকে খণ্ড খণ্ড টুকরোয় পরিণত করেছিলাম। কিন্তু এরপরও সে মরছিল না। সে নিজেকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে নিল। আর তারপর...'

ফ্রগ কিছুক্ষণ চুপ থাকল, কিন্তু শিঘ্রই সে তার শেষ শক্তি দিয়ে কথা বলে যাচ্ছিল। 'থিওডোর দস্তয়ভস্কি তাদের কথা বলেছেন যারা সৃষ্টিকর্তার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে। তিনি মানুষের এক অমূল্য গুণের কথা বলেছেন। মানুষ যে সৃষ্টিকর্তাকে আবিষ্কার করেছে সেই সৃষ্টিকর্তার দ্বারাই পরিত্যক্ত হয়েছে। এটি দ্বান্দ্বিক। অন্ধকারে ওয়ার্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আমি দস্তয়ভস্কির লেখার কথা ভেবেছি।' ফ্রগের কথা ক্রমেই জড়িয়ে যাচ্ছিল।

BanglaBook.org

–'মিঃ কাতাগিরি, আমি একটু ঘুমিয়ে নিলে তুমি কিছু মনে করবে? আমি খুবই ক্লান্ত।'

কাতাগিরি বলল, 'অবশ্যই! একটি ভাল ঘুমের দরকার তোমার।'

ফ্রগ চোখ বন্ধ করতে করতে বলল, 'আমি শেষপর্যন্ত ওয়ার্মকে পরাজিত করতে পারিনি। কিন্তু আমি ভূমিকম্প থামাতে সক্ষম হয়েছিলাম, আমি আমাদের এ যুদ্ধটাকে একটা নিরপেক্ষ আবস্থানে আনতে পেরেছিলাম। আমরা একে অপরকে আহত করতে পেরেছিলাম। কিন্তু সত্য বলতে গেলে, মিঃ কাতাগিরি......'

–'কি ফ্রগ?'

–'আমি আসলেই একটি নিখুঁত ফ্রগ, কিন্তু একই সময়ে আমি এমন এক পৃথিবীতে বাস করি, যা সত্যিকার অর্থে আমার মত নয়।'

–'হুম, কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি না।'

ফ্রগ বলল, 'আমিও বুঝতে পারি না। এটি আমার এক অনুভূতি। তুমি খোলা চোখে যা দেখ তা বাস্তব নয়। আমি অন্যান্য জিনিসের মত নিজেই আমার শত্রু। আমার ভেতরে আমিত্ব নেই। আমার মস্তিষ্ক ক্রমেই অকার্যকর হয়ে পড়ছে। জড়িয়ে আসছে। কিন্তু আমি তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি মিঃ কাতাগিরি।'

–'তুমি ক্লান্ত ফ্রগ, ঘুমাও। তোমার ভাল লাগবে।'

–'আমি ধীরে ধীরে মাটিতে ফিরে যাচ্ছি। আর আমি...এখনও...'

ফ্রগ তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কোমায় চলে গেল। তার হাতগুলো প্রায় মাটি ছুঁয়ে ছিল আর তার বিশালাকৃতির মুখটি খোলা ছিল। কাতাগিরি ফ্রগের পুরো শরীরে চোখ বুলিয়ে অনেকগুলো ক্ষত দেখতে পেল। পুরো চামড়াতে বিবর্ণ দাগ ছিল। তার মাথায় বড় একটি ক্ষত দেখা গেল যেখান থেকে মাংশ উঠে এসেছে।

কাতাগিরি ঘুমিয়ে পা ফ্রগের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। এ হাসপাতালে থেকে ছাড়া পেয়ে আমি 'আনা কারেনিনা' ও 'হোয়াইট নাইটস' কিনে দুটোই পড়ব। এরপর আমি ফ্রগের সাথে সাহিত্য নিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ করব।

অনেকক্ষণ ধরে ফ্রগের খিচুনি হচ্ছে। কাতাগিরি প্রথমে ভেবেছিল যে এগুলো তার ঘুমের মাঝে নিয়ন্ত্রণহীন নড়াচড়া। কিন্তু পরক্ষণেই সে তার ভুল বুঝতে পারল। যেভাবে ফ্রগের শরীর নড়ছিল তা স্বাভাবিক ছিল না। মনে হচ্ছিল কেউ একটি বড় পুতুলকে পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছিল। কাতাগিরি চুপচাপ দেখছিল। একবার সে ফ্রগের কাছে ছুটে যেতে চাইল। কিন্তু তার নিজের শারীরিক অবস্থা তাকে বাধা দিল।

BanglaBook.org

পরক্ষণেই ডান চোখ ফুলে উঠল। একই রকম বড় বড় ফোসকা তার কাঁধ ও পুরো শরীরে দেখা গেল। কাতাগিরি কল্পনাও করতে পারল না ফ্রগের সাথে কি ঘটছিল। সে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় পুরো ব্যাপারটি দেখে গেল। তারপর হঠাৎ একটি ফোসকা শব্দ করে বিস্ফোরিত হল। চামড়া উড়ে গিয়ে আঠালো পুঁজ বেরিয়ে আসল। পুরো কক্ষে অদ্ভুত গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল। বাকি ফোসকাগুলোও বিস্ফোরিত হতে শুরু করল। একের পর এক, ২০–৩০ টি ফোসকা চামড়া ভেদ করে দেয়ালে তরল পদার্থ ছিটিয়ে বিস্ফোরিত হল। অসহ্য গন্ধে হাসপাতালের পুরো কক্ষটি ভরে গেল। ফ্রগের শরীরের যে জায়গাগুলো থেকে ফোসকা বিস্ফোরিত হয়েছে, সে জায়গায় বড় বড় কালো গর্ত হয়ে আছে। সে গর্তগুলো থেকে বিভিন্ন আকার ও আকৃতির ছোট ছোট কেঁচোর মত প্রাণী বেরিয়ে আসছিল। এরপর বেরিয়ে আসছিল ছোট ছোট প্রাণী যাদের পায়ের শব্দে পুরো কক্ষটিতে শব্দ হচ্ছিল। এসব জিনিসের একটি ধারাবাহিক প্রবাহ ফ্রগের দেহ থেকে বেরিয়ে আসছিল। ফ্রগের দেহ অথবা যে জিনিসটিকে ফ্রগের দেহ বলে মনে হচ্ছে তার পুরো জায়গাটিতে এসব প্রাণীর অস্তিত্ব দেখা গেল। তার বড় বড় চোখদুটি কোটর থেকে বেরিয়ে মাটিতে পগে গেল। আর এ চোখগুলোকে ছোট ছোট কালো পোকা তাদের শক্তিশালী চোয়াল দিয়ে কামড়ে ধরছিল। কেঁচোজাতীয় ছোট ছোট চিকন প্রাণীগুলো একে অন্যের অপর দিয়ে দেয়াল বেয়ে ধীরে ধীরে ছাদের উপর উঠল। তারা ফ্লুরোসেন্ট লাইট ও স্মোক অ্যালার্মের সবটুকু অংশকে আচ্ছাদিত করে ফেলেছে।

মেঝেটিও কেঁচোজাতীয় একটি প্রাণী ও পোকা দ্বারা আচ্ছাদিত। তারা ল্যাম্পের মধ্যে ঢুকে আলোর প্রবাহকে বিঘ্নিত করছিল, আর কয়েকটি কাতাগিরির বিছানাতেও উঠে আসল। শত শত পোকা তার বিছানার চাদরের নিচ দিয়ে আসতে লাগল। তারা তার পা বেয়ে দুই রানের মাঝে উঠে আসতে লাগল। সবচেয়ে ছোট কেঁচোগুলো তার পায়ুপথ, নাক ও কানের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করতে শুরু করল। কিছু পোকা তার মুখের ভিতর দিয়েও ঢুকতে শুরু করে। প্রচন্ড হতাশায় কাতাগিরি চিৎকার দিয়ে উঠল।

কেউ একজন রুমে এসে লাইট জ্বালিয়ে রুম আলোকিত করল।

সেবিকা বলে উঠল, 'মিঃ কাতাগিরি!' কাতাগিরি আলোতে চোখ খুলল। তার পুরো শরীর ঘেমে আছে। কোন পোকামাকড় নেই। তারা কাতাগিরির মাঝে শুধু এক ভয়ঙ্কর অনুভূতি রেখে গেল।

–'আরেকটি দুঃস্বপ্ন, না?'

সেবিকা দ্রুত একটি ইনজেকশন তৈরি করে সেটিকে কাতাগিরির হাতের নিচ দিয়ে প্রবেশ করাল। কাতাগিরি একটি লম্বা গভীর শ্বাস নিয়ে ছেড়ে দিল। তার হৃদস্পন্দন ভয়ঙ্কর ভাবে উঠানামা করছে।

BanglaBook.org

–'আপনি কি স্বপ্ন দেখছিলেন?'

কাতাগিরি স্বপ্ন ও বাস্তবতা আলাদা করতে পারছিল না। সে নিজে নিজেই বলতে থাকল, 'তুমি খালি চোখে যা দেখ তার সবকিছুই বাস্তব নয়।'

সেবিকা হাসতে হাসতে বলল, 'স্বপ্নের ব্যাপারে এটি খুবই সত্য।'

সে বিড়বিড় করে বলল, 'ফ্রগ।'

সেবিকা জিজ্ঞেস করল, 'ফ্রগের কিছু হয়েছে?'

–'সে টোকিও শহরকে একাই একটি শক্তিশালী ভূমিকম্পের হাত থেকে রক্ষা করেছে।'

সেবিকা ফিডিং বোতলটি ভরতে ভরতে বলল, 'চমৎকার। আমাদের এই টোকিও শহরে ভয়ঙ্কর আর কিছু ঘটার প্রয়োজন নেই। আমাদের এরই মাঝে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে।'

–'কিন্তু এতে তার নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে। সে চলে গেছে। আমার ধারণা সে মাটিতে ফিরে গিয়েছে। সে আর এখানে কখনই ফিরে আসবে না।

সেবিকা হাসতে হাসতে তার কপাল থেকে তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছে দিতে থাকে। 'মিঃ কাতাগিরি, আপনি ফ্রগের অনেক বড় ভক্ত ছিলেন, তাই না?'

–'অনেক বড়,' কাতাগিরি বিড়বিড় করল। 'যে কারও থেকে বেশি।' তারপর সে চোখ বন্ধ করে একটি স্বপ্নহীন তৃপ্তির ঘুমে নিমজ্জিত হল।

BanglaBook.org

মধুবন

'অবশেষে মাসাকিচি মুঠোভর্তি মধু সংগ্রহ করল– এত মধু যা সে খেয়ে শেষ করতে পারবে না। বালতিতে ভরে সে পাহাড় থেকে শহরের পথে রওনা হল। শহরে গিয়ে সে মধু বিক্রি করবে। মাসাকিচি সব সময় শ্রেষ্ঠ ভাল্লুক।'

স্যালা জিজ্ঞেস করল, 'ভাল্লুকদের কি বালতি আছে?'

জুনপেই ব্যাখ্যা করল, ' মাসাকিচির একটি আছে। সে এটি পেয়েছিল, রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়। আর ভাবল, এটি তার কাজে লাগতে পারে।'

–'আর সেটা কাজে লাগিয়ে দিল।'

–'এটা আসলেই কাজে লাগল। অতঃপর ভাল্লুক মাসাকিচি শহরে পৌছে বাজারের একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিজের বসার স্থান করে নিল। সে একটি সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিলঃ 'সুস্বাদু মধু, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। এক কাপ ২০০ ইয়েন।'

–'ভাল্লুকরা কি লিখতে পারে?'

জুনপাই উত্তর দিল, 'না, অবশ্যই না। তার পাশে একজন বৃদ্ধ লোক পেন্সিল নিয়ে বসে ছিল। আর মাসাকিচি তাকে লিখতে বলেছিল।'

'ঠিক তাই। ছোটবেলা থেকেই মাসাকিচি লোকজনের সাথে মেলামেশা করত যারা তাকে কথা বলা ও টাকা গুণতে শিখিয়েছে। সর্বোপরি সে একজন প্রতিভাবান ভাল্লুক।'

–'তাহলে, সে এ করণেই অন্যান্য ভাল্লুকদের চেয়ে আলাদা।'

–'হুম। খুব সামান্য কথায়, মাসাকিচি একজন অসাধারণ ভাল্লুক। তাই অন্যান্য সাধারণ ভাল্লুকরা তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত।'

–'তাকে এড়িয়ে চলত?'

–'হ্যাঁ, তারা ভাবত, 'এই লোকটির মাঝে এমন কি আছে যে সে অসাধারণের মত আচরণ করে?' আর তার কাছ থেকে দূরে থাকত। বিশেষ করে দৃঢ় চিত্তের তনকিচি। সে মাসাকিচিকে ঘৃণা করত।'

–'বেচারা, মাসাকিচি!' স্যালা দুঃখপ্রকাশ করল।

–'হ্যাঁ, বাস্তবেই এমনটি ঘটেছিল। যখন মাসাকিচি একজন পরিণত ভাল্লুক হিসেবে গড়ে উঠছিল তখন সবাই বলতো, 'ঠিক আছে, সে ভালভাবে

BanglaBook.org

কথা বলতে ও টাকা গুণতে পারে। কিন্তু যখন তার পরিচয় খুঁজতে যাবে তখন সে কেবলই ভাল্লুক।' এতএব, মাসাকিচি ভাল্লুকদের জগৎ অথবা সাধারণ মানুষের জগৎ কোন দলেই নিজের স্থান করে নিতে পারেনি।'

—'অসহায় মাসাকিচি! তার কি কোন বন্ধু ছিল না?'

—'একজনও না। ভাল্লুকরা সাধারণত স্কুলে যায় না, আর এ কারণে তাদের কোন বন্ধু হয় না।'

স্যালা বলল, 'আমার প্রাক স্কুল থেকেই বন্ধু আছে।'

জুনপেই বলল, 'অবশ্যই তোমার আছে।'

—'তোমার কি বন্ধু আছে জুন?' আংকেল জুনপেই সম্বোধনটি তার জন্য অনেক দীর্ঘ হয়ে যাওয়ায় স্যালা তাকে জুন বলে ডাকত।

—'অনেক আগে থেকেই তোমার বাবা আমার সবচাইতে ভালো একজন বন্ধু। আর তোমার মা'ও তাই ছিলেন।'

—'বন্ধু থাকা ভাল।'

জুনপেই বলল, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ।'

স্যালা ঘুমোতে যাওয়ার সময় জুনপেই তাকে অনেক গল্প শোনাত। আর সে কিছু বুঝতে না পারলে জুনপেই-কে জিজ্ঞেস করত। জুনপেই অনেক ভেবে উত্তর দিত। স্যালার প্রশ্নগুলো এতই তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত ছিল যে, যখনই জুনপেই তার উত্তর দিতে গিয়ে ভাবত, তখন গল্পগুলো চমৎকার মোড় নিত।

সায়োকো এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে আসল। স্যালা তাকে বলল, 'জুনপেই আমাকে মাসাকিচির গল্প শোনাচ্ছে। যদিও সে সবসময়ের সেরা ভাল্লুক, তার কোন কন্ধু নেই।'

BanglaBook.org

সায়োকো জিজ্ঞেস করল,'সত্যি? আসলেই কি সে একজন বড় ভাল্লুক?'

স্যালা জুনপেই এর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'মাসাকিচি কি বড়?'

সে উত্তর দিল, 'খুব বেশি বড় না। আসলে সে একটু খাটো। সে খুব ঠান্ডা মেজাজের খাটো প্রাণী। যখন সে গান শোনে, তখন রক অথবা পাঙ্ক শোনে না। সে শুবার্থ এর গান শোনে।'

সায়োকো হাই তুলতে তুলতে বলল, 'থামো।'

আবার সে জানতে চাইলো, 'সে গান শোনে? তার কি কোন সিডি প্লেয়ার আছে?'

—'সে একদিন মাটিতে একটি সাউন্ডপ্লেয়ার পড়ে থাকতে দেখে সেটি কুড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল।'

স্যালা সন্দেহের বশে জিজ্ঞেস করল, 'এরকম একটি বস্তু পাহাড়ের উপর কিভাবে পড়ে থাকতে পারে?'

–'এটা আসলে খুব খাড়া পাহাড়। আর যে অভিযাত্রীরা সেখানে যায়, তারা প্রায়ই মূর্ছা যায়। আর তারা তাদের অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সেখান থেকে ছুঁড়ে নিচে ফেলে দেয়। যেমন ধর, তারা হয়তো বলে, 'এই জিনিসটি অনেক ভারী, আমার মনে হয় আমি মারা যাচ্ছি! আমার এই বালতিটির আর প্রয়োজন নেই। আমার এই সাউন্ডবক্সটির আর প্রয়োজন নেই।' এই আর কি! তাই মাসাকিচি তার যা প্রয়োজন সবকিছু রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে।'

সায়োকো তখন বলল, 'মা জানো তখন কেমন লাগে? মাঝে মাঝে তোমার মনে হবে সব ফেলে দেই!'

স্যালা বলল, 'আমার মনে হয় না।'

সায়োকো তখন বলল, 'কারণ তুমি খুব লোভী।'

স্যালা প্রতিবাদী স্বরে বলল, 'আমি লোভী নই!'

জুনপেই সমাধানের সুরে বলল, 'তুমি এখনও অনেক তরুণ আর শক্তিশালী, স্যালা। এখন তাড়াতাড়ি দুধটুকু খেয়ে নাও যাতে আমি তোমাকে গল্প শোনাতে পারি।'

সে তার কোমল হাত দিয়ে গরম দুধের গ্লাসটিকে ধরে অতি যত্নের সাথে দুধটুক খেয়ে বলল, 'ঠিক আছে।' তারপর সে আবার জিজ্ঞেস করল, –'মাসাকিচি কেন মধুবন বানিয়ে সেগুলো বিক্রি করে না? আমার মনে হয় শহরের লোকজন খালি মধুর চেয়ে মধুবন বেশি পছন্দ করবে।'

সায়োকো হাসিমুখে বলল, 'চমৎকার! লাভজনক চিন্তা!'

জুনপেই বলল, 'আচ্ছা, নতুন বাজার সৃষ্টির ধারণা। এই মেয়েটি বড় হয়ে একজন প্রকৃত উদ্যোক্তা হবে।'

যখন স্যালা ঘুমোতে গেল তখন প্রায় রাত দু'টো বেজে গিয়েছিল। জুনপেই ও সায়োকো একবার দেখল যে সে ঘুমিয়ে গিয়েছিল কিনা। তারপর তারা রান্নাঘরের টেবিল থেকে দুটো বিয়ার নিয়ে খেতে থাকল। সায়োকো খুব বেশি পান করল না, আর জুনপেইকে গাড়ি চালিয়ে তার ফ্ল্যাটে পৌছাতে হবে।

সায়োকো বলল, 'তোমাকে এই মাঝরাতে ডেকে পাঠানোর জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি নিরুপায় ছিলাম। আমি অনেক ক্লান্ত, আর তুমি ছাড়া অন্য কেউ তাকে শান্ত করতে পারত না। আর এ সমস্যা সমাধানের জন্য আমি কোনভাবেই তাকাতসুকিকে ডাকতে পারতাম না।'

জুনপেই মাথা নাড়াল। প্লেটে পড়ে থাকা একটি বিস্কুট মুখে পুরে এক চুমুক বিয়ার খেয়ে নিল। সে বলল, 'আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না। আমি সূর্যোদয় পর্যন্ত জেগে থাকি, আর এই রাতে রাস্তা খালি থাকে। এটা কোন ব্যাপার না।'

BanglaBook.org

–'তুমি না একটি গল্প বানিয়েছিলে?'

জুনপেই মাথা নাড়িয়ে ইতিবাচক সাড়া দিল।

–'সেটির কি অবস্থা?'

–'সব সময়ের মত আমি লিখছি। এগুলো প্রকাশিত হয় কিন্তু কেউ পড়ে না।'

–'আমি পড়ি। সবগুলো পড়ি।'

জুনপেই বলল, 'ধন্যবাদ। তুমি একজন চমৎকার মানুষ। কিন্তু ছোটগল্পগুলো ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে। যাই হোক, চল স্যালার প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। সে কি আগে এমন করেছে?'

সায়োকো মাথা নাড়ল।

–'অনেকবার?'

–'প্রায় প্রতি রাতেই। মাঝে মাঝে মাঝরাতে সে ঘুম থেকে চমকে ওঠে। তার খিঁচুনি থামানো যায় না। আর আমি তার কান্না থামাতে পারি না। আমি সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছি।'

–'তোমার কি এ বিষয়ে কোন ধারণা আছে?'

সায়োকো তার শেষ বিয়ারটুকু পান করে খালি গ্লাসের দিকে তাকিয়ে রইল।

–'আমার মনে হয় সে ভূমিকম্পের অনেকগুলো প্রতিবেদন টিভিতে দেখেছে। এটা চার বছরের একটা বাচ্চার জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর। সে ভূমিকম্পের সময় ঘুম থেকে জেগে যায়। সে বলে, কোন একজন অপরিচিত লোক তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে, 'ভূমিকম্প মানব'। সে স্যালাকে একটি ছোট আঁটসাট বাক্সে পুরে ফেলতে চায়। সে তাকে বলে যে সে এর ভিতর যেতে চায় না, কিন্তু সেই লোকটি তার হাত ধরে টানাটানি করে। সে এমনভাবে টানাটানি করে যেন মনে হয় তার হাত খুলে চলে আসছে। ঠিক তখনই সে ঘুম থেকে জেগে যায়।'

–'ভূমিকম্প মানব?'

–'সে অনেক লম্বা, বৃদ্ধ এবং শীর্ণকায়। স্যালা এ স্বপ্নটি দেখার পরে ঘুম থেকে জেগে চারদিক আলো জ্বালিয়ে সেই লোকটিকে ক্লজেট এর ভেতর, দেয়ালের আলমারির ভেতর, বিছানার নিচে, জুতার র‍্যাকে আর ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারের ভিতর খুঁজতে থাকে। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে এটি একটি স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু সে বুঝতে চায় না। আর সে সেই লোকটিকে সব জায়গায় না খুঁজে ঘুমোতে যায় না। এ সবকিছু শেষ হতে প্রায় দু'ঘন্টা সময় লেগে যায় এবং পুরো সময়টুকু আমি জেগে থাকি। আমার এত ঘুম পায় যে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না, কাজ করা তো দূরের কথা!'

BanglaBook.org

সায়োকো এর আগে কখনও এমনভাবে ভেঙে পড়েনি। জুনপেই বলল, খবর না দেখার চেষ্টা করলে ভাল হয়। প্রয়োজনে টিভি দেখাও ছেড়ে দিও। এখন ভূমিকম্পের খবর ছাড়া আর কোন খবর প্রচারিত হচ্ছে না।'

–'বলতে গেলে আমি টিভি একদমই দেখি না। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। –'ভূমিকম্প মানব' আসতেই থাকে। ওকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছি। কিন্তু ডাক্তার ঘুমের ওষুধ ছাড়া আর কিছু দেয়নি।'

জুনপেই কিছুক্ষণ ভাবল। 'রবিবার চিড়িয়াখানা গেলে কেমন হয়? স্যালা বলছিল যে সে একটি প্রকৃত ভাল্লুক দেখতে চায়।'

সায়োকো চোখ নামিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। হয়তো এটি তার মনের অবস্থার পরিবর্তন করবে। জুনপেই সায়োকোর মুখপানে চোখ রেখে বলল, 'চলো আমরা চারজনই যাই। অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয় না। তাকাতসুকিকে খবর দাও, একদিন সময় করে আসতে বল। ঠিক আছে?'

জুনপেই এর বয়স ৩৬। সে সুকুগাওয়া জেলার হোয়োগো এলাকায় জন্মগ্রহণ করে। সেখানেই তার শৈশব ও বেড়ে ওঠা। তার বাবার দুটো অলংকারের দোকান ছিল, একটি ওসাকাতে আর একটি কোবেতে। ছয় বছরের ছোট একটি বোনও ছিল। একটি বেসরকারী স্কুল থেকে পাশ করে সে টোকিওর ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। সে ব্যবসায় শিক্ষা ও সাহিত্য দুটি বিষয়েই ভর্তি হবার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু কোন দ্বিধা ছাড়াই সে সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হয়। আর তার বাবা মাকে বলে যে সে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ভর্তি হয়েছে। তারা হয়তো সত্যি কথা জানলে তাকে সাহিত্যে পড়াশুনার খরচ দিত না। অথচ জুনপেই চার বছর শুধু অর্থ সংক্রান্ত পড়াশুনা করে অযথা সময় নষ্ট করতে চায়নি। সে শুধুমাত্র সাহিত্য পড়ে একজন ঔপন্যাসিক হতে চেয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সে তাকাতসুকি ও সায়োকো দুজনের সাথে বন্ধুত্ব করেছিল। তাকাতসুকির বাড়ি নাগানো এলাকার পাহাড়ি অঞ্চলে। লম্বা গড়নের তাকাতসুকি তার স্কুলের ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিল। সে বিশ্বদ্যিালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য দু'বছর প্রস্তুতি নিয়েছিল। এতএব সে ছিল জুনপেই–এর চাইতে এক বছরের বড়। তার বাস্তবজ্ঞান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার কারণে সে যে কোন গ্রুপে দলনেতা হিসেবে মনোনীত হত। কিন্তু তার বই পড়তে বেশ কষ্ট হতো। তাকাতসুকি সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হয়েছিল, কেননা একমাত্র সেই বিভাগেই ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। সে আড্ডার ফাঁকে বলেছিল, 'কি আশ্চর্য! আমি একজন সংবাদ প্রতিবেদক হতে যাচ্ছি। আর তারা আমাকে লিখতে শেখাবে।' জুনপেই বুঝতে পারেনি কেন তাকাতসুকি তাকে বন্ধু বানাল। জুনপেই এমন একজন মানুষ যে শ্রেণিকক্ষে চুপচাপ বসে বই পড়ত অথবা গান শুনত, আর সে খেলাধুলায় ছিল

একেবারেই অপারদর্শী। সে কখনো অপরিচিত লোকজনের সাথে মিশতে পারত না। আর তাই তার বন্ধুও ছিল খুব কম। কিন্তু, যাই হোক, তাকাতসুকি জুনপেইকে প্রথম দেখাতেই তার সাথে বন্ধুত্ব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে জুনপেই-এর কাঁধে চাপড় মেরে বলেছিল, 'চল কিছু খেয়ে আসি।' আর দিন শেষে একে অন্যের কাছে তারা মনের কথা বলল।

তাকাতসুকি যখন সায়োকোর সাথে বন্ধুত্ব করল, তখন সেখানে জুনপেইও উপস্থিত ছিল। সে তার কাঁধ চাপড়ে বলেছিল, 'চল আমরা তিনজন মিলে কিছু খেয়ে আসি।' এভাবেই তাদের ছোট্ট দলটি গড়ে ওঠে। তারা একে অন্যের সাথে ক্লাশ-লেকচার, নোট, দুপুরের খাবার ভাগাভাগি করত। একে অন্যের সাথে ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করত। এমনকি একই প্রতিষ্ঠানে খণ্ডকালীন চাকরি নিয়েছিল। সারারাত একসাথে সিনেমা দেখে ও কনসার্টে গিয়ে সময় কাটিয়েছিল। আবার কখনও কখনও সারারাত টোকিওর রাস্তায় ঘুরে বেড়াত; আর একসাথে এত পরিমান পান করত যে তিনজন একই সাথে অসুস্থ হয়ে যেত। অন্যভাবে বলা যায়, তাদের মধ্যে প্রথমবর্ষ কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের মত আচরণ ছিল।

সায়োকো প্রকৃত অর্থে একজন টোকিও অধিবাসী। সে শহরের পুরনো অভিজাত এলাকা থেকে এসেছে। সেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যবসায়ীরা বসবাস করেছে। তার বাবার একটি দোকান ছিল যেখানে তিনি পোশাকের খুঁটিনাটি সামগ্রী বিক্রি করতেন। এই ব্যবসাটি কয়েক পুরুষ যাবৎ তাদের পরিবারে ছিল। দোকানটির প্রতি অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী আকৃষ্ট ছিল। সায়োকোর দুজন বড় ভাইও ছিলেন। বড়জন এই দোকানটির মালিক হয়ে যান, অর্থাৎ পুরোদস্তুর ব্যবসার সাথে জড়িয়ে যান। আর ছোটজন স্থাপত্য নকশা করতেন। সায়োকো একটি অভিজাত বালিকা প্রিপ্যারেটরী স্কুল থেকে পাশ করে ইংরেজি সাহিত্যে পড়ার উদ্দেশ্যে ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়েছিল। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল অধ্যাপনা করা। সে অনেক বই পড়েছে। আর জুনপেইয়ের সাথে প্রতিনিয়ত উপন্যাস আদান প্রদান এবং এগুলো নিয়ে বিশদ আলোচনা করত।

সায়োকোর চুল ও চোখ চমৎকার সুন্দর। সে খুব শান্তভাবে সাধারণ ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলত। তার শক্তি ছিল অতুলনীয়। একটা সুন্দর প্রকাশভঙ্গি তার মিতভাষী স্বভাবকে ফুটিয়ে তুলত। সবসময় মেকআপ ছাড়া সাধারণ পোশাক পরিধান করত। কিন্তু তার উপস্থিত বুদ্ধি ও মজা করার ক্ষমতা ছিল অনন্য। আর যখন সে কোন মজার কথা বলতে যেত, তখন তার মুখে এক ধরনের দুষ্টু অভিব্যক্তি দেখা যেত। জুনপেইয়ের মেয়েটিকে দেখতে ভাল লাগতো। প্রতিনিয়ত তার মনে হত, সে সায়োকোর মত একটি মেয়েকে

banglabook.org

অনেকদিন যাবৎ খুঁজছিল। জুনপেই যেহেতু বয়েজ স্কুলের ছাত্র ছিল, সে মেয়েদের সাথে মেশার তেমন একটা সুযোগ পায় নি। কিন্তু জুনপেই কখনই তার মনের কথা সায়োকোকে বলতে পারেনি। সে বুঝতে পেরেছিল যে একবার যদি সে কথাগুলো বলে ফেলে তাহলে সেগুলো আর ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না, সায়োকো হয়তো তখন তার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাবে।

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জুনপেই তাকাতসুকি এবং সায়োকোর মাঝে যে সুন্দর ভারসাম্যযুক্ত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেটি নষ্ট হয়ে যেতে পারত। তাই সে তার নিজের মনকে বোঝাল আর অপেক্ষা করতে বলল। সবশেষে তাকাতসুকিই প্রথম পদক্ষেপ নিল। সে জুনপেইকে বলল, 'তোমাকে হঠাৎ কথাগুলো বলতে আমার ভাল লাগছে না, কিন্তু আমি সায়োকোকে ভালোবাসি। আমার ধারণা তুমি কিছু মনে করো নি।'

এটি সেপ্টেম্বর এর মাঝামাঝি সময়কার কথা। তাকাতসুকি জুনপেই এর কাছে ব্যাখ্যা করেছিল যে সে এবং সায়োকো হঠাৎ করেই একসাথে মেলামেশা করতে শুরু করেছে। জুনপেই তখন কানসাই-এ গ্রীষ্মকালীন অবকাশে ছিল। জুনপেই তাকাতসুকির দিকে তাকাল। তার সবকিছু বুঝে উঠতে কিছুটা সময় লাগল। কিন্তু সে যখন পুরো ঘটনাটি বুঝতে পারল, তার মন ভারী হয়ে গেল। কিন্তু তার কিছুই করার ছিল না। সে বলেছিল, 'না আমি কিছু মনে করিনি।'

তাকাতসুকি হাস্যোজ্জ্বল মুখে উত্তর দিয়েছিল, 'আমি শুনে খুব প্রীত হলাম! এ ব্যাপারটিতে একমাত্র তোমাকে নিয়েই উদ্বিগ্ন ছিলাম। মানে আমাদের তিনজনের মধ্যে এমন একটি সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যা অন্যরকম। আমার মনে হয় আমি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু জুনপেই, কখনও না কখনও এটি ঘটত। তোমার সেটা বোঝা উচিৎ। যদি এখন নাও ঘটত, খুব শীঘ্রই এটি ঘটত। আমি চাই আমাদের সম্পর্ক আগের মত থাকবে এবং আমাদের বন্ধুত্ব টিকে থাকবে। ঠিক আছে!'

পরের কয়েকদিন জুনপেই-এর মনে হয় যে সে গভীর বালিতে হাঁটছে। সে ক্লাশ ও তার কাজে ফাঁকি দেওয়া শুরু করল। এক রুমের অ্যাপার্টমেন্টের মেঝেতে শুয়ে, প্রায় কোনকিছু না খেয়েই পড়ে থাকত। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হলে ফ্রিজ থেকে হুইস্কির বোতল থেকে হুইস্কি খেত। সে বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিয়ে দূরের কোন জায়গায় চলে যেতে চাইত, যেখানে তাকে কেউ চিনবে না। কায়িক পরিশ্রম করে জীবন-যাপন করবে, এমন চিন্তা করছিল। এটাই তার জন্য হতে পারে সবচাইতে সুন্দর জীবন, সে ভাবল। ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার পাঁচ দিনের মাথায় সায়োকো জুনপেই-এর অ্যাপর্টমেন্টে খোঁজ নিতে গেল। সায়োকোর পরনে ছিল নীল শার্ট এবং সাদা ট্রাইজার, চুলগুলো ছিল পেছন দিকে বাঁধা ।

BanglaBook.org

সে জুনপেইকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথায় ছিলে? সবাই তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছে যে তুমি তোমার অ্যাপার্টমেন্টে মরে পড়ে আছো! তাকাতসুকি আমাকে বলল তোমার খোঁজ নিতে, তোমাকে দেখতে আসতে। আমার মনে হয় সে তোমার মৃতদেহ দেখতে আসতে চায়নি। তাকে দেখতে যতটা দৃঢ় চিত্তের মনে হয় ততটা সে নয়। জুনপেই বলল, সে অসুস্থবোধ করছিল। সায়োকো তার শরীর নিরীক্ষা করে বলল, 'হ্যাঁ তোমার ওজন কমেছে।' সে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। সায়োকো তাকে বলল, 'আমি কি তোমার খাওয়ার জন্য কিছু বানিয়ে দেব?'

জুনপেই মাথা নাড়াল। সে বলল তার খেতে ইচ্ছে করছে না।

সায়োকো বিকৃত দৃষ্টিতে ফ্রিজের ভিতরে তাকাল। তার ভিতরে ছিল দুই ক্যান বিয়ার, একটি পচা শঁসা, এবং দুর্গন্ধ। সায়োকো তার পাশে বসল। 'আমি জানি না ব্যাপারটি কিভাবে বলব, জুনপেই, তুমি কি আমার ও তাকাতসুকির ব্যাপারটি নিয়ে কষ্ট পাচ্ছ?'

জুনপেই বলল যে সে এ বিষয়ে কষ্ট পাচ্ছে না। এবং এটি মিথ্যা নয়। সে রাগও করেনি বা দুঃখও পায়নি। সে যদি রাগান্বিত হয়েও থাকে, তবে সেটি নিজের উপর। তাকাতসুকি এবং সায়োকোর প্রেমিক-প্রেমিকা হওয়া পৃথিবীর সবচাইতে স্বাভাবিক ঘটনা। তাকাতসুকির সব ধরনের যোগ্যতা ছিল। আর সে ছিল একা। এটা খুবই স্বাভাবিক। সায়োকো বলল, 'একটি বিয়ার পান করবে?'

-'অবশ্যই।'

সে ফ্রিজ থেকে এক ক্যান বিয়ার নিয়ে সেটি দ্রুত গ্লাসে ঢেলে নিল, এরপর এক গ্লাস জুনপেইকে দিল। তারপর দুজনেই নীরবে পান করতে লাগল। সায়োকো নীরবতা ভাঙলো। সে বলল, 'এ কথাগুলো বলতে আমি বিব্রতবোধ করছি, কিন্তু বলতেই হবে। আমি তোমার বন্ধু থাকতে চাই। শুধু এখন নয়, আমরা বুড়ো হয়ে যাওয়ার পরেও। যখন অনেক বুড়ো হয়ে যাবো। আমি তাকাতসুকিকে ভালোবাসি, কিন্তু তোমাকেও আমার দরকার আছে। আমি কি স্বার্থপরের মত আচরণ করছি?'

জুনপেই বুঝতে পারল না সে সায়োকোকে কি উত্তর দিল, কিন্তু সে বুঝলো যে সে মাথা নাড়িয়েছে। সায়োকো বলল, 'কিছু উপলব্ধি করা আর সেই উপলব্ধিটাকে নিজের চোখে দেখার মত কাঠামো প্রদান করা, এ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। তুমি যদি এ দুটো কাজ একসাথে করতে পার তাহলে জীবন অনেক সহজ হয়ে যাবে।'

জুনপেই একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। তার কোন ধারণা ছিল না সায়োকো তাকে কি বোঝাতে চাচ্ছিল। আমার মাথা কেন এত ধীরে কাজ

BanglaBook.org

করছে? সে ভাবল। উপরের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ সে ছাদে একটি দাগ দেখছিল। যদি সে তাকাতসুকির আগে সায়োকোকে নিজের অনুভতির কথাটি বলতে পারত, তাহলে কি হতো? জুনপেই এর কোন উত্তর খুঁজে পেল না। সে যা জানে তা হল এ ধরনের কিছু ঘটা অসম্ভব ছিল। সে দূরে কোথাও পানি পড়ার শব্দ পেল, একটি অদ্ভুত আওয়াজ। পরক্ষণেই ভাবল, সে কি নিজের অজান্তেই কেঁদে চলেছে? কিন্তু এরপরেই জুনপেই বুঝল যে সে নয়, সায়োকো কাঁন্না করছিল। সে নিজের হাঁটুর মাঝে তার মাথা রেখে কাঁদছিল। এতে কোন শব্দ হচ্ছিল না কিন্তু তার কাঁধ কাঁপছিল।

প্রায় অসচেতনভাবেই জুনপেই তার কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল। এরপর সে তাকে ধীরে ধীরে কাছে টেনে নিল। সায়োকো কোন বাধা দিল না। সে তার দু'হাত দিয়ে সায়োকোকে আলিঙ্গন করল আর ঠোঁটের ওপর আলতো একটা চুমু দিল। সায়োকো চোখ বন্ধ করে ঠোঁটগুলো মেলে ধরল। জুনপেই তার চোখের পানির গন্ধ পেল এবং সায়োকোর নিঃশ্বাসকে নিজের ভেতর টেনে নিল। সে তার বুকে সায়োকোর নরম শরীরের স্পর্শ অনুভব করল। এ স্পর্শ মাথার ভিতরে হঠাৎই যেন বিদ্যুতের ঝলকানির অনুভূতি জাগিয়ে তুলল। এমনকি সে কিছু অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেল। কিন্তু এখানেই শেষ। তার চেতনা যখন সে ফিরে পেল তখন সে বুঝতে পারল, সায়োকো তার মুখ সরিয়ে নিয়েছে আর তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। সে নীরবে মাথা দুপাশে নাড়াতে নাড়াতে বলল, 'না, আমরা এটা করতে পারি না। এটা ভুল।'

জুনপেই ক্ষমা চাইল। সায়োকো চুপ করে ছিল। এভাবে দুজনে অনেকক্ষণ চুপ থাকল। জানালা দিয়ে দূরের কোথাও থেকে রেডিওর শব্দ আসতে শুরু করেছে। এটি একটি জনপ্রিয় গান। জুনপেই ভাবল, সে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই গানটি মনে রাখবে। কিন্তু বাস্তবে সে পরে আর কখনই সেই গানটির সুর অথবা কথা মনে করতে পারল না।

সায়োকো বলল, 'ক্ষমা চাওয়ার কিছুই নেই, এতে তোমার কোন দোষ নেই।'

সে সহজভাবে বোঝানোর জন্য বলল, 'আমি মনে হয় দ্বিধাগ্রস্ত।'

সায়োকো জুনপেই-এর কাছে গিয়ে তার হাত ধরল। 'কাল ক্লাসে এস, ঠিক আছে? আমি আগে কখনও তোমার মত বন্ধু পাই নি। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার ধারণা তুমি বুঝতে পেরেছো।'

জুনপেই বলল, 'আমি আমার সবটুকু তোমাকে দেইনি।'

সায়োকো মাথা নাড়িয়ে বলল, 'এটা একদমই সত্য নয়।'

জুনপেই পরেরদিন ক্লাসে গেল। এই ঘটনার পর জুনপেই, তাকাতসুকি ও সায়োকোর সম্পর্ক তাদের স্নাতক জীবন শেষ না হওয়া পর্যন্ত টিকে ছিল।

Banglabook.org

জুনপেইয়ের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা এক জাদুকরী ভঙ্গিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেদিন যখন সে সায়োকোকে তার অ্যাপার্টমেন্টের কাছে টেনে চুমু খেয়েছিল, তখনই সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। অন্তত তার মাঝে আর দ্বিধা কাজ করে নি। যদিও সে কোন দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অবস্থায় ছিল না, সেটা সেদিনই সিদ্ধান্তে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সায়োকো মাঝে মাঝেই জুনপেইকে তার স্কুলজীবনের বন্ধুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিত। প্রায়ই দুজন অভিসারে বের হত। জুনপেই অনেক মেয়ের মাঝ থেকে একজনকে নির্বাচন করেছে। মেয়েটি প্রথমবার তার সাথেই মিলিত হয়েছে। এবং সেটি তার ২০তম জন্মদিনের ঠিক আগ মুহূর্তে। তবে তার হৃদয় সবসময় অন্য কিছু চাইত। সে তার প্রেমিকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, দয়াশীল এবং কর্তব্যপরায়ণ ছিল। কিন্তু কখনও ব্যাকুল ছিল না। জুনপেই কেবল একা থাকলেই তার জন্য ব্যাকুল হয়ে যেত, আর তখন গল্প লিখত। ঘটনাক্রমে তার প্রেমিকা উষ্ণতার খোঁজে অন্য কোথাও চলে গেল। ঘটনাটির কয়েকবার পুনরাবৃত্তি হল।

যখন স্নাতক পাশ করা হল, তখন জুনপেই এর বাবা-মা আবিষ্কার করল যে সে ব্যবসায় শিক্ষায় পড়ালেখা না করে সাহিত্যে স্নাতক সম্পন্ন করেছে। এবং এরপর থেকেই তার অবস্থা আরো খারাপে দিকে যেতে লাগল। তার বাবা তাকে কানসাই-এ গিয়ে পারিবারিক কাজে মনোনিবেশ করতে বললেন। কিন্তু জুনপেই-এর এরকম কোন ইচ্ছা ছিল না। সে টোকিওতে অবস্থান করে গল্প লিখে যেতে চাইল। কেউই ছাড় দিতে রাজি ছিল না। পরিণামে একটি ভয়ঙ্কর তর্কযুদ্ধ সংঘটিত হল। এমন কথা বলা হল যা আসলে বলা উচিৎ ছিল না। জুনপেই তার বাবা-মাকে আর কখনই দেখতে পেল না। তার মনে হল, এমনই হওয়ার কথা ছিল। জুনপেই তার বোনের মত, বাবা-মার সাথে থাকার জন্য তাদেরকে ছাড় দিত না। ছোটবেলা থেকেই সে তাদের সাথে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে এসেছে। তাই সে একটি নিষ্ঠুর হাসির সাথে ভাবল যে, অবশেষে তাকে ত্যাগ করা হয়েছে। কনফুসিয়াসের অনুসারী বাবা-মায়ের সাথে বিশের কোটায় পৌঁছানো সন্তানের একটি দূরত্ব তৈরি হল।

জুনপেই কখনও নিয়মিত ও স্থায়ী চাকরির জন্য চেষ্টা করেনি। উপরন্তু, সে খণ্ডকালীন চাকরি করে গিয়েছে একের পর এক যা তাকে লিখতে সাহায্য করেছে। যখনই সে একটি গল্প লিখে শেষ করত, সে সায়োকোকে সেটি দেখাত আর তার সঠিক মতামত নিয়ে সে অনুযায়ী গল্পগুলোকে কাটা-ছেঁড়া করত। যতক্ষণ পর্যন্ত সায়োকো কোন লেখাকে ভাল না বলত, ততক্ষণ পর্যন্ত; সে ধৈর্য সহকারে লিখে যেত। তার অন্য কোন বিচারক ছিল না, সে কোন লেখক সংঘের সদস্যও নয়। যে ক্ষীণ আলো তাকে পথ দেখাত, তা ছিল সায়োকোর উপদেশ। যখন জুনপেই-এর বয়স ২৪ হল, তখন তার একটি গল্প

BanglaBook.org

এক সাহিত্য পত্রিকায় নবীন লেখকের পুরস্কার পেল। এবং এটি 'আকুতাগাওয়া পুরস্কার' এর জন্য মনোনীত হল। পরের পাঁচ বছরে সে চারবার এই একই পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল, কিন্তু কখনই জিততে পারেনি। তার পরিচয় হল স্থায়ীভাবে একজন উদীয়মান লেখক। পুরস্কার কমিটির একজন বিচারকের সহজাত বক্তব্য ছিল: 'একজন নতুন লেখকের জন্য এ লেখাটি অত্যন্ত উঁচু মানের। তিনি হয়তো তার গল্পের ভেতর থেকে কিছু চিত্র ও মনস্তাত্ত্বিক দিককে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করতেন। কিন্তু লেখকের অনুভূতি সময়ে সময়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। আর এ কাজটির নতুনত্ব ও সজীবতা কোনটিই নেই।'

তাকাতসুকি এসব শুনে হাসত।

–'এ লেখকগুলোর কি সমস্যা? নতুনত্ব মানে কি? আসল বিচারকেরা এ ধরণের শব্দ ব্যবহার করেন না। 'আজকের সুকিয়াকির লেখারও সময় ছিল'। কাউকে কখনও এমন কথা বলতে শুনেছ?'

জুনপেই ত্রিশ বছরে পা দেয়ার আগে দুটি গল্পের বই লিখল: 'হর্স ইন দ্যা রেইন' এবং 'গ্রেপস'। 'হর্স ইন দ্যা রেইন' ১০০০০ কপি বিক্রি হয়েছিল এবং 'গ্রেপস' ১২০০০ কপি। তার সম্পাদকের মতে, 'একজন নবীন লেখকের জন্য এ সংখ্যাগুলো মোটেও খারাপ না।' তার লেখার যে পর্যালোচনা, সেগুলো খারাপ ছিল না, কিন্তু কেউ যে তাকে জোর গলায় সমর্থন করত, তাও না।

জুনপেই এর বেশিরভাগ গল্পই ব্যর্থ প্রেম নিয়ে রচিত। সেসব গল্পের বেশির ভাগ উপসংহারই হতো বেদনাবিধুর। সবাই একবাক্যে স্বীকার করত যে গল্পগুলো সুন্দর। কিন্তু সবাই সমসাময়িক কেতাদুরস্ত সাহিত্যকে সমর্থন করত। জুনপেই–এর গল্প লেখার ধরন ছিল ব্যক্তিগত, গল্পের পটভূমি একপ্রকার পুরনো ধাঁচের। তার সমসাময়িক পাঠকেরা একটু নতুন ধাঁচের গল্প পড়তে চাইত। কেননা সমসাময়িক পাঠকেরা ভিডিও গেমস খেললেও র‍্যাপ মিউজিক শুনতে অভ্যস্ত। জুনপেই–এর সম্পাদক তাকে একটি উপন্যাস লিখতে অনুরোধ করলেন। যদি সে শুধু ছোটগল্পই লিখে যায়, তবে তার একই ধরনের লেখার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। আর তাতে তার কল্পনার জগৎ এখানেই শেষ হয়ে যাবে। একটি উপন্যাস একজন লেখকের জন্য নতুন সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করতে পারে। বাস্তবিক অর্থে উপন্যাস গল্পের চাইতেও পাঠককে বেশি আকৃষ্ট করে। সে যদি লেখক হয়ে জীবনধারণ করতে যায়, তবে শুধু ছোটগল্প লিখে বেশিদিন টিকে থাকা যাবে না।

কিন্তু জুনপেই–এর জন্ম হয়েছিল ছোটগল্প লেখার জন্য। সে নিজের কক্ষে ঢুকে অন্য সবকিছুর চিন্তা বাদ দিয়ে তার সম্পূর্ণ সামর্থ্য দিয়ে তিনদিনের মধ্যে একটি গল্পের খসড়া তৈরি করতে পারত। আরও চারদিনের মাঝে এই গল্পের

BanglaBook.org

পান্ডুলিপি কাটাছেঁড়া করে সায়োকো ও তার সম্পাদককে দিত। এরপর তাদের মন্তব্য শুনে এটিকে আরও উন্নত করার চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতো। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধটি এক সপ্তাহের মধ্যে জয় অথবা পরাজয় বরণ করত। এই সময়ের মধ্যেই গল্পের ভাগ্য নির্ধারিত হত। তবে তার ব্যক্তিত্ব এই কাজের জন্য খুবই উপযোগী ছিল: কিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ মাপযোগ ও সামর্থ্য দিয়ে সে তার ভাষা ও কল্পনার জগতের সংমিশ্রণ ঘটাত। জুনপেই-এর উপন্যাস লেখার কথা মাথায় আসলেই খুব ক্লান্ত লাগত। সে কিভাবে মাসের পর মাস ধরে একটি বিষয়ের উপর মনোনিবেশ করবে? এ ধরনের চিন্তা তার মাথায় সবসময় ঘুরপাক খেত। সে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও পরাজিত হয়েছিল। আর এ জন্যই সে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। ভাল লাগুক আর না-ই লাগুক, তাকে ছোটগল্পকার হিসেবেই জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। এটা তার বিশেষত্ব। কোন চেষ্টাই তার ব্যক্তিত্বকে পরিবর্তিত করতে পারবে না। ঠিক যেমন একজন ধীর গতির দৌড়বিদকে কেউ দৌড়বিদের প্রথম সারির কাতারে উন্নীত করতে পারে না।

জুনপেই এর নিজের ব্যাচেলর জীবন নির্বাহ করতে খুব বেশি টাকার প্রয়োজন হয় না। সে একবার একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যতটুকু উপার্জন দরকার তা হয়ে গেলে আর কোন কাজ হাতে নেয় না। তার শুধু একটি নির্বাক বিড়াল আছে, সেটাই একমাত্র প্রাণী যাকে তার খাওয়াতে হয়। তার যে প্রেমিকারা ছিল তাদের খুব বেশি চাহিদা কখনও ছিল না। আর যদিও বা তার জন্য জুনপেই-এর অর্থ খরচ হবার সম্ভাবনা থাকত, তবে সে সেখান থেকে সরে আসতো। মাঝে মাঝে হয়তো মাসে একবার সে ভয় পেয়ে ঘুম থেকে উঠে যেত। আমি কোথাও যাবো না, সে নিজেকে নিজে বলত। তারপর সে হয় জোর করে তার টেবিলে লিখতে বসতো অথবা ঘুম না আসা পর্যন্ত পান করতে থাকত। এ সময়গুলো ছাড়া সে পুরোপুরি একটি নিয়ন্ত্রিত ও নির্বিঘ্ন জীবনযাপন করত।

তাকাতসুকি একটি নামিদামী সংবাদপত্রের প্রতিবেদকের চাকরি পেল যেমনটি সে চাইত। যেহেতু সে খুব একটা মনোযোগী ছিল না, তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফল আকর্ষণীয় ছিল না। কিন্তু পত্রিকার চাকরির সাক্ষাৎকার তার এতই ভাল হয়েছিল যে, সে সেখানেই চুক্তিবদ্ধ হয়ে যায়। সায়োকো তার পূর্বের ইচ্ছা অনুযায়ী একটি স্নাতক পর্যায়ের কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেছিল। তাদের জন্য জীবন খুব সুন্দর হয়ে উঠল। তাদের স্নাতক পাশের পরপরই সায়োকো ও তাকাতসুকি বিয়ে করেছিল। তাদের অনুষ্ঠান তাকাতসুকির মতই প্রাণচঞ্চল ও ব্যস্ত ছিল। বিয়ের পর তারা ফ্রান্সে মধুচন্দ্রিমায় গিয়েছিল। টোকিওতে যুগ্ম মালিকানায় একটি ছোট দুই রুমের

BanglaBook.org

বাসা তারা কিনে নিয়েছিল। জুনপেই প্রতি সপ্তাহেই কয়েকবার করে তাদের বাসায় ডিনারের জন্য যেত। নতুন দম্পতি তাকে সবসময়ই তাদের বাসায় স্বাগত জানাতো। তাদের মাঝে যখন জুনপেই থাকত তখনই তারা অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দবোধ করতো। তাকাতসুকি তার পত্রিকার কাজটি উপভোগ করছিল। কর্তৃপক্ষ প্রথমে শহরের কার্যালয়ে তাকে কাজ দিয়েছিল। সে শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছুটতে ছুটতে ট্র্যাজেডিতে মারা যাওয়া অনেকগুলো লাশ দেখল। 'আমি এখন মৃতদেহ দেখে খুব একটা অবাক হই না,' সে ব্যাখ্যা করল। ট্রেনের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত লাশ, আগুনে পুড়ে যাওয়া লাশ, পানিতে ডুবে মরে যাওয়া লাশ, বহু বছরের বিবর্ণ লাশ, শর্টগানের আঘাতে মাথার খুলি উড়ে যাওয়া লাশ, মাথা ও হাত আলাদা হয়ে যাওয়া লাশ– এসব কিছুর সাথে তার দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করেছিল। সে বলল, 'আমরা বেঁচে থাকতেই কেবল একে অন্যের চেয়ে আলাদা, কিন্তু মারা যাওয়ার পর সবাই এক। ঠিক যেন কোন ব্যবহৃত খোলস।' তাকাতসুকি এত ব্যস্ত ছিল যে মাঝে মাঝেই সে সকালের আগে বাড়ি যেতে পারতো না। তখন সায়োকো জুনপেই-কে কল করতো। সে জানত যে সে প্রায়ই রাতে জেগে থাকে।

–'তুমি কি কাজ করছ? একটু কথা বলা যাবে?'

সে বলত, 'অবশ্যই, আমি তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছি না।'

তারা প্রতিদিনের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো অথবা যে বইগুলো তারা পড়েছিল সেগুলো নিয়ে আলাপ করতো। এরপর তারা পুরনো দিনের পাগলামির কথা মনে করতো যখন তারা ছিল মুক্ত ও স্বতস্ফূর্ত। এ ধরনের কথাবার্তা প্রায়ই জুনপেইকে সেই ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয় যখন সে সায়োকোকে দু'হাতে আলিঙ্গন করেছিল। সায়োকোর ঠোঁটে চুমু খাওয়া, তার চোখ হতে নিঃসৃত অশ্রুর ঘ্রাণ, শরীরের কোমল স্পর্শ, শরতের সুন্দর সকালে তার ঘরের মেঝেতে রোদের ঝলকানি–এর কোনটিই তার চিন্তার বাইরে ছিল না।

ত্রিশ বছরে পা দিতেই সায়োকো গর্ভবতী হল। সে তখন গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে কাজ করতো। কিন্তু বাচ্চার জন্য সে তার কাজ থেকে মাতৃত্বকালীন ছুটি নিয়েছিল। তারা তিনজনই নাম নিয়ে ভাবছিল। কিন্তু সবশেষে জুনপেই-এর দেওয়া 'স্যালা' নামটি ওরা বাছাই করলো। সায়োকো তাকে বলেছিল, 'আমি এই নামটি অনেক পছন্দ করি, এটি আমার হৃদয়ে সুন্দর অনুভূতির সৃষ্টি করে। স্যালার জন্মের রাতে কোনরকম ঝামেলা হয়নি। আর জুনপেই ও তাকাতসুকি সায়োকোকে ছাড়া অনেকদিন পর এভাবে একসাথে হয়েছিল। জুনপেই এক বোতল সীরা এনেছিল যা তারা একসাথে রান্নাঘরের টেবিলে বসে খেয়ে স্যালার জন্মকে উৎযাপন করে।

BanglaBook.org

তাকাতসুকি স্বভাবসুলভ গম্ভীর গলায় বলল, ‘ সময় এত দ্রুত চলে যায় কেন? এটা যেন এমন যে কেবল কালই আমি একজন মৎসজীবি ছিলাম, তারপর তোমার সাথে দেখা হল, তারপর সায়োকো, আর এরপরই আমি জানলাম যে আমি বাবা হয়েছি। এটা অদ্ভুত, ঠিক যেন টেনে টেনে সিনেমা দেখার মত। কিন্তু এটা হয়তো তুমি বুঝবে না, জুনপেই, কারণ তুমি এখনও কলেজে পড়ার সময় যেমন ছিলে তেমনই আছ। তুমি খুবই সৌভাগ্যবান যে মনে হয় তুমি এখন পর্যন্ত কলেজের ছাত্র আছ।’

জুনপেই উত্তর দিল, ‘খুব বেশি সৌভাগ্যবান না।’ কিন্তু সে বুঝতে পারল তাকাতসুকি কি বোঝাতে চায়। সায়োকো মা হয়েছে, এটা তাকাতসুকি ও জুনপেই দুজনের জন্যই আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল। তাদের জীবনের গতি অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। আর জুনপেই বুঝতে পেরেছিল যে তারা আর কখনও পেছনে ফিরে যেতে পারবে না। সে ঠিক বুঝতে পারছিল না এটা নিয়ে তার কেমন অনুভূতি হওয়া উচিৎ।

তাকাতসুকি বলল, ‘আমি তোমাকে আগে কখনও বলতে পারি নি। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে সায়োকো আমার চেয়ে তোমার প্রতি বেশি আকর্ষণ অনুভব করে।’ সে মদ্যপ থাকলেও তার চোখে আগের চেয়ে বেশি গম্ভীর অভিব্যক্তি দেখা যায়।

জুনপেই হেসে বলল, ‘এটা পাগলামি।’

–‘আমি কি বলছি আমি জানি। তুমি জানো কিভাবে সুন্দর সুন্দর শব্দ লিখতে হয়, কিন্তু একজন মেয়ের অনুভূতি সম্পর্কে কিছু জানো না। একটি ডুবে যাওয়া লাশও তোমার চেয়ে ভালো। তোমার কোন ধারণা ছিল না যে সে তোমাকে কতটা পছন্দ করতো। কিন্তু, আমার মনে হয়েছিল। কি আশ্চর্য! তাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলাম। আর আমি তার চেয়ে ভালো কাউকে পাইনি। তাই আমার তাকে পেতে হয়েছিল। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, সে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে চমৎকার মেয়ে। এবং এটাও মনে করি তাকে পাওয়াটা আমার অধিকার ছিল।’

জুনপেই বলল, ‘কেউ বলবে না যে, এটি তোমার অধিকার ছিল না।’

তাকাতসুকি মাথা নাড়াল, ‘কিন্তু তুমি এখনও বুঝতে পারছো না, একদমই না। কারণ তুমি একটা অপদার্থ। যদিও এটি ঠিক আছে। তুমি অপদার্থ হলেও আমার কিছু যায় আসে না। তুমি বাজে লোকও নও। আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি তা হল আমার মেয়ের নাম রাখার জন্য তুমি উপযুক্ত ব্যক্তি।’

জুনপেই বলল, ‘আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে। কিন্তু আমি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বুঝি না।’

BanglaBook.org

–'একদমই ঠিক। যখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তোমার সামনে আসে, তখন তুমি বুঝতে পার না। এজন্যই এটি আমার খুব আশ্চর্য লাগে যে, তুমি গল্প লেখ।'

–'হ্যাঁ, ঠিক আছে। সেটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।'

–'যাই হোক, আমরা এখন চারজন। যদিও আমি বুঝতে পারছি না এই চার সংখ্যাটি আমাদের জন্য ঠিক আছে কিনা,' তাকাতসুকি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল।

স্যালার দ্বিতীয় জন্মদিনের আগে জুনপেই জানতে পারল যে তাকাতসুকি ও সায়োকোর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। সায়োকো যখন তাকে খবরটি দিচ্ছিল তখন তার গলায় ক্ষমার সুর দেখা গেল। সায়োকো যখন গর্ভবতী হয়েছিল তখন থেকে তাকাতসুকির একজন প্রেমিকা ছিল। আর সে প্রায়ই বাড়ির বাইরে থাকতো, সে তাকাতসুকির সহকর্মী। জুনপেই তার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাকাতসুকিকে কেন আর একজনের কাছে যেতে হল? সে তো স্যালার জন্মের রাতেই বলেছিল সায়োকো এই পৃথিবীর সবচেয়ে চমৎকার মেয়ে। সেই কথাগুলো তার হৃদয়ের গভীর থেকে আসছিল। উপরন্তু সে স্যালাকে পেয়ে অনেক খুশি হয়েছিল। কিন্তু, এরপরও কেন সে তার পরিবার ছেড়ে গেল?

–'আমি তোমাদের বাড়িতে তো প্রায়ই যেতাম, তাই না? কিন্তু আমি এ ধরনের কিছু কখনই আঁচ করতে পারি নি। তোমরা অত্যন্ত খুশি ছিলে, একটি সম্পূর্ণ পরিবার।'

সায়োকো মৃদু হেসে বলল, 'এটা সত্যি। আমরা তোমাকে কোন মিথ্যা বলছিলাম না কিংবা এ ধরনের কোন সংকেতও দিচ্ছিলাম না। কিন্তু এরপরও, তার একজন প্রেমিকা ছিল। আমরা কখনও আমাদের ফেলে আসা কিছু ফিরে পাই না। তাই আমরা ছাড়াছাড়ি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এতে তুমি কষ্ট পেয়ো না। আমি জানি এরপর থেকে সবকিছু ভালোর দিকে যাবে, ভিন্ন পথে।'

সায়োকো আবার বলল, 'সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। এ পৃথিবী দূর্বোধ্য চিন্তা ও শব্দ দ্বারা পূর্ণ।'

সায়োকো ও তাকাতসুকি কয়েকমাস পরেই ছাড়াছাড়ি করল। তারা সবগুলো ব্যাপার ইতি টেনে সিদ্ধান্তে পৌঁছল। তাদের মধ্যে সিদ্ধান্তহীনতার কোন ব্যাপার ছিল না। তাকাতসুকি তার প্রেমিকার সাথে বসবাস করতে চলে গেল; সে স্যালাকে সপ্তাহে একবার দেখতে আসত, তবে তারা দুজনেই একমত হয়েছিল যে, জুনপেই মাঝে মাঝেই চাইলে আসতে পারে।

সায়োকো জুনপেইকে বলল, 'এতে আমাদের দুজনেরই সুবিধা হতো।'

BanglaBook.org

–'সুবিধা?' জুনপেই–এর মনে হল সে হঠাৎ করে পরিণত হয়েছে, যদিও তার বয়স তখন ৩৩ বছর। স্যালা তাকাতসুকিকে 'বাবা' আর জুনপেইকে 'জুন' বলে ডাকত। তাদের চারজনের সন্নিবেশে একটি অদ্ভুত ছদ্মবেশী পরিবার গড়ে উঠল। যখনই তারা একসাথে হতো, তখন তাকাতসুকি তার বাচাল স্বভাব নিয়ে উপস্থিত হতো। আর সায়োকোর আচরণ ছিল খুবই স্বাভাবিক, যেন কিছুই ঘটেনি। সে জুনপেই এর চোখে আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বাভাবিক দেখাত। স্যালার কোন ধারণাই ছিল না যে, তার বাবা–মায়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। জুনপেই কোনরকম প্রশ্ন ছাড়াই তাকে দেওয়া দায়িত্ব পালন করে আসছিল। তারা তিনজনই একে অপরের সাথে মজায় লিপ্ত থাকতো আর পুরনো দিনের গল্প করতো। জুনপেই বুঝতে পেরেছিল যে তাদের তিনজনের একসাথে থাকা দরকার ছিল।

তাকাতসুকি জানুয়ারি মাসের এক রাতে জুনপেই–এর সাথে যখন হাঁটছিল তখন তাকে জিজ্ঞেস করল, 'জুনপেই, তুমি কি কাউকে বিয়ে করতে চাও?'

জুনপেই উত্তর দিল, 'এই মুহূর্তে না।'

–'কোন প্রেমিকা নেই?'

–'না, মনে হয় নেই।'

–'তুমি আর সায়োকো কেন একসাথে থাকছো না?'

জুনপেই–এর চোখে যেন আলোর ঝলকানি দেখা গেল। সে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

–'কেন?! 'কেন'–এর মাধ্যমে তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ? এটা খুবই স্বাভাবিক। অন্য কোনকিছু না থাকলেও আমি তোমাকেই স্যালার বাবা হিসেবে দেখতে চাই।'

–'তুমি কি এই কারণেই মনে করছো যে আমার সায়োকোকে বিয়ে করা উচিৎ?'

তাকাতসুকি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জুনপেই–এর দু'কাঁধে তার হাত রাখল।

–'কি ব্যাপার? তুমি কি সায়োকোকে বিয়ে করতে চাও না? নাকি আমি মারা গেলে তারপর বিয়ে করবে?'

–'এটা কোন সমস্যা না। আমার মনে হচ্ছে আমাদের মধ্যে কোন চুক্তি থাকা উচিৎ। এটা ভদ্রতার প্রশ্ন।'

তাকাতসুকি বলল, 'এটা কোন চুক্তির ব্যাপার না। আর এর সাথে ভদ্রতারও কোন সম্পর্ক নেই। তুমি সায়োকোকে ভালোবাস, তাই না? তুমি স্যালাকেও ভালোবাস, ঠিক? এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আমি জানি তোমার অনেক ব্যস্ত থাকতে হয়। আমার তাতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু আমার কাছে এটি ট্রাউজার না খুলে প্যান্ট খোলার মতই অদ্ভুত।'

Banglabook.org

জুনপেই কোন কথা বলল না। আর তাকাতসুকিও অনেকক্ষণ যাবৎ চুপ থাকল। যা তার স্বভাবসুলভ নয়। তারা কাঁধে কাঁধ রেখে স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে গেল।

জুনপেই বলল, 'তুমি একজন প্রকৃত অপদার্থ।'

তাকাতসুকি বলল, 'তোমাকে আমার কৃতিত্ব দিতেই হবে। তুমি ঠিক পথেই আছ। আমি এটি অস্বীকার করছি না। আমি আমার নিজের জীবনকে ধ্বংস করছি। কিন্তু জুনপেই, আমার কিছুই করার ছিল না। আমি কোনভাবেই এটি এড়িয়ে যেতে পারছিলাম না। আমি জানি না কিভাবে এটি ঘটে গেল। একে সমর্থন করার কোন পথও আমার জানা নেই। এটি শুধু ঘটে গেল, নিমিষে। এখন না হলেও এটি পরে ঘটতে পারত।'

জুনপেই-এর মনে হল সে এ কথা আগেও শুনেছে। 'স্যালা যে রাতে জন্মগ্রহণ করল তখন তুমি আমাকে কি বলেছিলে মনে করতে পার? তুমি বলেছিলে, 'সায়োকো পৃথিবীর সবচাইতে চমৎকার মেয়ে, আর তুমি তার জায়গায় কখনো কাউকেই বসাতে পারবে না।'

-'হ্যাঁ এটা সত্যি। এটা পরিবর্তিত হয় নি। কিন্তু এ ধারণা পরিস্থিতিকে খারাপের দিকেও নিয়ে যেতে পারে।'

-'আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ?'

তাকাতসুকি মাথা নেড়ে বলল, 'আর কখনই বুঝতে পারবে না।'

BanglaBook.org

দু'বছর কেটে গেল। সায়োকো আর তার কলেজের শিক্ষকতায় ফিরে গেল না। জুনপেই-এর একজন সম্পাদক বন্ধু ছিল যে সায়োকোকে একটি অনুবাদের কাজ দিয়েছিল। কাজটি সায়োকো খুব ভালোভাবে সম্পন্ন করেছিল। তার ভাষার উপরে ভালো দক্ষতা ছিল। আর সে জানতো, কিভাবে লিখতে হয়। তার কাজ এত দ্রুত, সুন্দর ও উঁচুমানের ছিল যে সম্পাদক তাকে পরের মাসে আরেকটি অনুবাদের কাজ দিল। সম্মানী ভালো না হলেও এটা তাকাতসুকি যে পরিমান টাকা পাঠাতো, তার পাশাপাশি সায়োকো ও স্যালাকে ভালোভাবে চলতে সাহায্য করত। তারা সবাই সপ্তাহে অন্তত একবার দেখা করত। যখন তাকাতসুকি জরুরি কোন কাজে থাকায় আসতে পারতো না, তখন সায়োকো, জুনপেই ও স্যালা একসাথে খেতে যেত। তাকাতসুকিকে ছাড়া খাবার টেবিলে যেন নীরবতা বিরাজ করে তাদের মাঝে। কোন অপরিচিত লোক দেখলে মনে করত যে তারা তিনজন একটি সাধারণ পরিবার।

জুনপেই তার ৪র্থ বই 'সাইলেন্ট মুন' প্রকাশ করল। তার বয়স এখন ৩৫। এটি প্রতিষ্ঠিত লেখকের পুরস্কার পেল এবং শিরোনামের গল্পটি থেকে

একটি সিনেমা বানানো হল। জুনপেই কিছু গানের সমালোচনা ও বাগানের উপর একটি বই লিখল। আর সে 'জন উপদাইক'–এর ছোটগল্পের একটি বই অনুবাদ করল। সবগুলোই প্রশংসিত হল। সে তার লেখায় একধরনের নিজস্বতা নিয়ে আসল যা তার ভেতরের অনুভূতিগুলো ও শব্দগুলোকে সুন্দর গদ্যে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। ধীরে ধীরে সে নিজেকে একজন লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে একটা পাঠকশ্রেণি তৈরি করতে পারল। তার আয়–রোজগার পূর্বের চেয়ে স্বাভাবিকতা পেল।

সে সায়োকোকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার কথা ভাবতে লাগল। এক রাতে জেগে জেগে সে এটা ভাবল। এমনকি এই ভাবনায় সে কোন কাজও করতে পারত না। অথচ সে তার মনকে তৈরি করতে পারেনি। সে যখনই এটা নিয়ে বেশি ভাবত, তখনই তার মনে হতো, সায়োকোর সাথে তার সম্পর্ক অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তার অবস্থানে সে সবসময়ই নিষ্কৃত ছিল। তাকাতসুকি তাদের দু'জনকে নির্বাচন করে তিনজনের একটি গ্রুপ তৈরি করেছিল। তারপর সে সায়োকোকে বিয়ে করল। তার বাচ্চার জন্ম দিল, আর তাকে ছেড়েও দিল। আর এখন তাকাতসুকিই তাকে বিয়ে করতে বলল। জুনপেই অবশ্যই সায়োকোকে ভালোবাসে। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর এখনই উপযুক্ত সময় তার সাথে একত্রে বসবাস করার। সে হয়তো এখন তাকে নিরাশ করবে না। কিন্তু জুনপেই ভাবল, সবকিছুই এখন খুব বেশি নিখুঁত, তার এখন আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার কি আছে? তাই সে গভীরভাবে ভাবতে লাগল, তবে কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারলো না। কিছুদিন পর ভূমিকম্প আঘাত হানল। জুনপেই একটি 'এয়ারলাইনস ম্যাগাজিন'–এর জন্য গল্প লিখতে বার্সেলোনা অবস্থান করছিল। সে সন্ধ্যায় পৌছে যখন টিভিতে খবর দেখছিল, তখন খেয়াল করল পুরো শহর দালানকোঠার ভাঙা স্তুপে পরিণত হয়েছে। চারদিকে কালো ধোঁয়া। দেখে মনে হল এটি কোন বিমান হামলার পরবর্তী অবস্থা। যেহেতু প্রতিবেদক স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছিল, সেহেতু জুনপেই এর বুঝতে একটু সময় লাগল, সে নিজেরই শহর কোবের অবস্থা দেখছিল। অনেক পরিচিত জায়গায় তার চোখ আটকে গেল। আশিয়া শহরের এক্সপ্রেস ওয়েটি ভেঙে গিয়েছে। তার ফটোগ্রাফার জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বাড়ি কোবে, তাই না?'

জুনপেই উত্তর দিল,'তুমি একদম ঠিক বলেছ।'

কিন্তু জুনপেই তার বাবা–মাকে ফোন করল না। ক্ষতি এত বেশি ছিল যে তাকে সান্ত্বনা দিয়েও লাভ হত না। টোকিওতে ফিরে সে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে শুরু করল। সে কখনই টিভি কিংবা সংবাপত্র দেখত না। যখন কেউ তার সামনে ভূমিকম্পের কথা বলত, তখন সে চিৎকার করে উঠত। অনেকদিন যাবৎ সে লুকিয়ে রাখা পুরনো একটি প্রতিধ্বনি নিয়ে বেড়াত। সে স্নাতক পাশ

banglabook.org

করার পর আর কখনও সেইসব রাস্তায় হাঁটতে যেত না। কিন্তু এর পরেও তার ভেতরে একটি ধ্বংসাত্মক ছবি ভেসে উঠত। একটি বড়সড় দূর্যোগ তার জীবনকে সম্পূর্ণভাবে পাল্টে দিল। জুনপেই সম্পূর্ণ একাকিত্ব অনুভব করতে শুরু করল। সে ভাবল তার কোন শেকড় নেই। আমি কোনকিছুর সঙ্গে সংযুক্ত নই।

রবিবার সকালে যেদিন স্যালাকে নিয়ে ভাল্লুক দেখতে চিড়িয়াখানায় যাওয়ার কথা ছিল, তাকাতসুকি এটা বলার জন্য ফোন করেছিল যে সে ওকিনাওতে চলে যাচ্ছে। সে অনেক কষ্ট করে গভর্নরের কাছ থেকে সময় চেয়ে নিয়েছে, –'দুঃখিত তোমাদের আমাকে ছাড়াই চিড়িয়াখানা যেতে হবে। আমার ধারণা মিঃ ভাল্লুক আমাকে না দেখলে খুব একটা মন খারাপ করবে না। অবশেষে জুনপেই এবং সায়োকো স্যালাকে ইউনো চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেল। জুনপেই স্যালাকে হাত ধরে রেখে ভাল্লুক দেখাতে লাগল। স্যালা সবচেয়ে বড় ও কালো ভাল্লুকটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এটাই কি মাসাকিচি?'

জুনপেই উত্তর দিল, 'না, এটা মাসাকিচি না। মাসাকিচি এর চাইতেও ছোট, আর দেখতে অনেক সুন্দর। এটা দৃঢ়চিত্তের তনকিচি।'

স্যালা বারবার চিৎকার করে ডাকল, 'তনকিচি!' কিন্তু ভাল্লুকটি কোন মনোযোগই দিল না। স্যালা জুনপেই এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাকে তনকিচি সম্বন্ধে গল্প বল।'

জুনপেই বলল, 'এ কাজটি কঠিন। কারণ তনকিচি সম্বন্ধে মজার গল্প খুব একটা নেই। সে কেবলই একজন সাধারণ ভাল্লুক। সে মাসাকিচির মত টাকাও গুণতে পারে না, কিংবা কথাও বলতে পারে না।'

–'কিন্তু আমি বাজি ধরতে পারি যে তুমি তার সম্বন্ধে ভাল কিছু বলতে পারবে। একটা কিছু।'

জুনপেই বলল, 'তুমি একদম ঠিক বলেছ। খুব সাধারণ ভাল্লুকদের মধ্যেও অন্তত ভাল কিছু একটা ঘটনা আছে। ওহ!, আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। তনচিকি....'

স্যালা নামটি ঠিক করে দিয়ে বলল, 'তনকিচি!'

–'ওহ দুঃখিত। তনকিচি একটি কাজ খুব ভাল পারত। আর সেটা হচ্ছে স্যামন মাছ ধরা। সে নদীতে গিয়ে স্যামন মাছ ধরত। তোমাকে খুব ক্ষীপ্র গতিসম্পন্ন হতে হবে এ ধরনের কাজ করার জন্য। তনকিচি পাহাড়ের খুব ভাল ভাল্লুক ছিল না, কিন্তু সে অন্যান্য ভাল্লুকদের চেয়ে ভালোভাবে স্যামন মাছ ধরতে পারত। সে যতটুকু খাওয়ার আশা করত তার চাইতেও বেশি। কিন্তু সে অতিরিক্ত স্যামন মাছ বিক্রি করার জন্য শহরেও যেতে পারত না, কারণ সে কথা বলতে জানত না।'

BanglaBook.org

স্যালা বলল, 'খুব স্বাভাবিক। তার অতিরিক্ত স্যামন মাছের বদলে মাসাকিচির থেকে যাওয়া মধুগুলো নিতে পারতো।'

জুনপেই বলল, 'ঠিক বলেছ। এবং তনকিচি এমনটাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তোমার এবং তনকিচির ধারণা মিলে যায়। অতঃপর তনকিচি ও মাসাকিচি একে অন্যের সাথে খুব বেশি পরিচিত হওয়ার আগেই মধু এবং স্যামন আদান-প্রদান শুরু করেছিল। তনকিচি ভাবত, মাসাকিচি খুব ভাল ভাল্লুক না, আর মাসাকিচি ভাবত তনকিচি খুব একটা দৃঢ়চিত্তের লোক না। তারা এটি না জেনে একে অন্যের কাছের বন্ধু হয়ে গেল। তারা অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলতো। তারা একে অন্যের সাথে দ্রব্য বিনিময় করতো, মজা করতো। তনকিচি স্যামন ধরার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতো আর মাসাকিচি মধু সংগ্রহের জন্য অনেক কষ্ট করতো। কিন্তু একদিন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত নদী থেকে স্যামন উধাও হয়ে গেল।

-'বিনা মেঘে বজ্রপাত?'

সায়োকো ব্যাখ্যা করল, 'বিদ্যুৎ চমকানোর মত। হঠাৎ কোন পূর্বাভাস ছাড়া।'

স্যালা জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ করেই স্যামন উধাও হয়ে গেল? কিন্তু কেন?'

-'পৃথিবীর সব স্যামন একসাথে হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যে তারা আর নদীতে সাঁতার কাটতে যাবে না, কারণ তনকিচি নামের একজন নদীতে যায় যে কিনা অনেক ভালো স্যামন ধরতে পারে। তনকিচি এরপরে আর একটিও স্বাস্থ্যবান বড়সড় স্যামন ধরতে পারল না। সে যেটা করতে পারত সেটা হল মাঝে মাঝে শীর্ণকায় স্যামন ধরে খাওয়া। কিন্তু সবচাইতে বাজে স্বাদের খাবার হল শীর্ণকায় স্যামন।

স্যালা বলল, 'অসহায় তনকিচি।'

সায়োকো জিজ্ঞাসা করল, 'আর এ কারণেই কি তনকিচির চিড়িয়াখানায় জায়গা হল?'

জুনপেই উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, এটি অনেক বড় গল্প। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এমনটিই ঘটেছিল।'

স্যালা জিজ্ঞাসা করল, 'মাসাকিচি কি তনকিচিকে সাহায্য করেনি?'

-'সে অবশ্য চেষ্টা করেছিল। তারা অত্যন্ত ভালো বন্ধু ছিল। আর এ জন্যই বন্ধুত্বের প্রয়োজন। মাসাকিচি তনকিচির সাথে মধু ভাগাভাগি করত, কোন টাকাপয়সা ছাড়াই। কিন্তু তনকিচি বলত, 'আমি তোমাকে এটি করতে দিতে পারি না। এর মাধ্যমে তোমার কাছ থেকে সুবিধা নেওয়া হবে।'

মাসাকিচি বলল, 'আমার সাথে তোমার এমন ধরনের অদ্ভুত আচরণ দেখানোর প্রয়োজন নেই। আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম, তুমিও আমার জন্য একই কাজ করতে, তাই না?'

BanglaBook.org

স্যালা বলল, 'অবশ্যই করত।'

সায়োকো বলল, 'তাদের মাঝে এমন সম্পর্ক বেশিদিন ছিল না।'

জুনপেই বলল, 'তাদের মাঝে এমন সম্পর্ক বেশিদিন ছিল না। তনকিচি মাসাকিচিকে বলল, 'আমরা বন্ধু। একজন বন্ধু সবসময় দিয়ে যাবে আর একজন শুধু নিয়ে যাবে এমনটি হতে পারে না। এটি প্রকৃত বন্ধুত্ব নয়। আমি এ পাহাড় ছেড়ে অন্য পাহাড়ে চলে যাচ্ছি, মাসাকিচি। আর যদি তোমার আমার অন্য কোথাও কখনও দেখা হয়, আমরা আবার ভালো বন্ধু হবো।' এরপর তারা করমর্দন করে একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিল। কিন্তু তনকিচি পাহাড় থেকে নেমে গেলেও বাইরের জগতে কিভাবে সাবধানতার সাথে চলাফেরা করতে হয় সেটি জানত না। ফলে একজন শিকারী তাকে ফাঁদে ফেলে ধরে ফেলল। তখনই তনকিচির স্বাধীনতার হরণ হল। সেই শিকারী তনকিচিকে চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দিল।'

স্যালা সহানুভূতি প্রকাশ করে বলল, 'বেচারা তনকিচি!'

সায়োকো বলল, 'তুমি কি এর চাইতে ভালো আর কোন সমাপ্তি পাওনি? অন্য সবার মত সবাই যেমন সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকল।'

-'আমি এমন কিছু ভাবিনি।' তারা তিনজন একসাথে সায়োকোর অ্যাপার্টমেন্টে রাতের খাবার খেল। সায়োকো এক গামলা স্প্যাগেটির মাঝে টমেটোর সস্ ছেড়ে দিয়ে রান্না করতে লাগল। আর জুনপেই মটরশুটি এবং পেঁয়াজ দিয়ে সালাদ বানাতে লাগল। তারা স্যালাকে একগ্লাস ওরেঞ্জ জুস দিয়ে ওয়াইন-এর বোতলটি খুলল। যখন তারা খাওয়া-দাওয়া শেষে সবকিছু পরিষ্কার করছিল, তখন জুনপেই স্যালাকে একটি ছবির বই দেখাচ্ছিল। কিন্তু যখন ঘুমানোর সময় আসলো তখন সে বাধা দিল।

সে অনুনয় করে বলল, 'আম্মু, চলনা ব্রা-এর খেলাটা খেলি।'

সায়োকো লজ্জা পেল। সে বলল, 'এখন না। আমাদের একজন অতিথি আছে।'

স্যালা বলল, 'না, আমাদের কোন অতিথি নেই। জুনপেই আমাদের অতিথি নয়।'

জুনপেই জিজ্ঞাসা করল, 'এসব কি হচ্ছে?'

সায়োকো উত্তর দিল, 'এটি একটি খেলা।'

'আম্মু তার ব্রা খুলে টেবিলের উপর রাখে, আর আবার পরে নেয়। তার একহাত টেবিলের উপর রাখতে হয়। আর আমরা লক্ষ্য রাখি। সে চমৎকার খেলে।'

সায়োকো মাথা নাড়তে নাড়তে গম্ভীর গলায় বলল, 'স্যালা! এটা বাড়িতে খেলার মত একটি খেলা। এটি অন্য কারো জন্য নয়।'

BanglaBook.org

জুনপেই বলল, 'আমার মজার মনে হল।'

–'মা, জুনপেইকে দেখাও না। শুধু একবার। তুমি যদি এটি কর, তবে আমি সাথে সাথে ঘুমোতে যাব।'

সায়োকো বলল, 'কি দরকার! সে তার ডিজিটাল ঘড়িটি খুলে স্যালার হাতে দিল। 'এখন তুমি আর আমার সাথে ঘুমানো নিয়ে ঝামেলা করবে না তো? চলো আমি তিন গোনার পরে সময় গোনার জন্য প্রস্তুত হও।'

সায়োকো একটি ঢিলেঢালা কালো সোয়েটার পরে ছিল। সে তার দু'হাত টেবিলের উপর রেখে গুণতে শুরু করল, 'এক...দুই...তিন!' কচ্ছপ যেভাবে নিজেকে খোলসের ভেতর ঢোকায়, সায়োকো সেভাবে তার ডান হাত সোয়েটারের ভেতর নিয়ে গেল। আর তারপর তার হাত পেছন দিকে চলে গেল। ডান হাত আবার বেরিয়ে আসল, আর বাম হাত সোয়েটারের ভিতর ঢুকল। সায়োকো তার মাথা সামান্য ঘোরাল আর বাম হাতে একটি সাদা ব্রা বেরিয়ে আসল– ছোট একটি ব্রা। কোনরকম বাড়তি নড়াচড়া ছাড়া আবারও হাত ব্রা–সহ সোয়েটারের ভেতরে ঢুকে গেল, তারপর হাতটি বেরিয়ে আসল। এবার ডান হাত ভেতরে ঢুকল। পিছনদিকে একটু খোঁচা দিয়ে আবার তার হাত বেরিয়ে আসল। শেষ! সায়োকো তার বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে দুটো হাতই টেবিলের উপর রাখল।

স্যালা বলল, '২৫ সেকেন্ড! চমৎকার মা। একটি নতুন রেকর্ড! তোমার সবচাইতে ভাল রেকর্ডটি ছিল ৩৬ সেকেন্ডের।'

জুনপেই উৎসাহ দিল, 'চমৎকার! জাদুর মতো।' স্যালাও হাততালি দিল। সায়োকো দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিল, 'ঠিক আছে, অনুষ্ঠান শেষ। ইয়াং লেডি, বিছানায় যান। তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে।'

স্যালা জুনপেই–এর গালে চুমু দিয়ে ঘুমোতে গেল। সায়োকো তার শ্বাস–প্রশ্বাস স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত স্যালার সাথে সময় কাটাল। তারপর সে জুনপেই–এর সাথে আবার যোগ দিল। সে বলল, 'আমার একটি স্বীকারোক্তি আছে। আমি ধোকা দিয়েছিলাম।'

–'ধোকা?'

–'আমি ব্রা পরিনি। সেটা পরার মতন শুধু ভান করে ছিলাম। এটি সোয়েটারের ভেতর থেকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলাম।'

জুনপেই হেসে বলল, 'কি ভয়ঙ্কর মা!'

সায়োকো তার চোখ নিচে নামাতে নামাতে হেসে বলল, 'আমি একটি নতুন রেকর্ড করতে চেয়েছিলাম। জুনপেই তার এই সাধারণ স্বাভাবিক হাসি অনেকদিন দেখেনি। সময় এভাবেই তার কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছিল। যেমনটি বাতাসে পর্দা নড়ে। সে সায়োকোর কাঁধ ধরল, আর সায়োকোর হাত

Banglabook.org

জুনপেই–এর। তারা সোফায় বসে একে অন্যকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করল। সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে একে অন্যের হাত জড়িয়ে চুমু খেতে লাগল। ঠিক যেন উনিশ বছর পর, কোন পরিবর্তন হয়নি। সায়োকোর শরীরে সেই মিষ্টি গন্ধ লেগে আছে। সে সোফা থেকে বিছানায় গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আমাদের এভাবেই শুরু করা উচিৎ ছিল, কিন্তু তুমি বুঝতে পারো নি। তুমি একেবারেই বুঝতে পারনি। নদী থেকে স্যামন চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত না।'

তারা পোশাক খুলে একে অন্যকে আলিঙ্গন করল। তাদের হাত একে অন্যকে খেয়ালীভাবে ধরল। যেন জীবনে এই প্রথম একটি যুগল মিলিত হচ্ছে। তারা প্রস্তুত হওয়ার আগ পর্যন্ত সময় নিল। এরপর দুজন দুজনের মাঝে হারিয়ে গেল। এর কোনকিছুই জুনপেই–এর কাছে আসল মনে হল না। মৃদু অন্ধকারে তার মনে হল সে যেন একটি সেতু পার হচ্ছে যার কোন শেষ নেই। যদিও তারা একসাথে শিহরিত হল। বারবার জুনপেই তার কাছে আসতে চেয়েছিল কিন্তু সে ভয় পেয়ে দূরে ছিল। একবার এমনটি হয়েছিল যে স্বপ্ন ভেঙে সবকিছু উধাও হয়ে গিয়েছিল।

এরপর জুনপেই তার পেছনে মৃদু শব্দ শুনতে পেল। শোবার ঘরের দরজাটি আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছিল। বৈঠকখানা থেকে আলো এসে দরজার ফাঁক গলে ঘরের ভেতর ঢুকছিল, আর বিছানার চাদরে তার অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছিল। জুনপেই উঠে দেখল যে স্যালা দাঁড়িয়ে আছে। সায়োকো শ্বাস বন্ধ করে নিজেকে জুনপেই এর কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিল। তার বুকের কাছে বিছানার চাদর টেনে নিয়ে একহাতে চুল ঠিক করতে লাগল। স্যালা কান্নাকাটি করেনি। ডান হাতে দরজার হাতল ধরে সে শুধু তাদের দুজনার দিকে তাকিয়ে ছিল। অবশ্য ভালো করে দেখতে গেলে, তার চোখ শূন্যের দিকে ছিল। সায়োকো তার নাম ধরে ডাকল। স্যালা স্বাভাবিক স্বরে সদ্য ঘুম থেকে ওঠা মানুষের মত বলল, 'লোকটি আমাকে এখানে আসতে বলেছে।'

সায়োকো জিজ্ঞেস করল, 'কোন লোকটি?'

–'ভূমিকম্প মানব। সে এসে আমাকে জাগিয়ে তুলল। সে তোমাকে বলল, তার কাছে সবার জন্য সে বাক্সটি তৈরি করা অছে। সবার জন্য বাক্সের মুখ খুলে সে অপেক্ষা করছে। সে তোমাকে বলতে বলল, আর তুমি তা বুঝতে পারবে।'

স্যালা সে রাতে সায়োকোর সাথে ঘুমাল। জুনপেই শোবার ঘরের সোফাতে একটি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল, কিন্তু ঘুমাতে পারেনি। সোফার উল্টো দিকে ছিল টিভি। সে অনেকক্ষণ যাবৎ কালো পর্দার দিকে তাকিয়ে ছিল। তারা এর ভেতরে আছে। তারা বাক্স খুলে অপেক্ষা করছে। সে তার শিরার মাঝে এক ধরনের ঠাণ্ডা অনুভূতি পেতে লাগল। সে যতই অপেক্ষা

করুক, এটি শেষ হবে না। ঘুমানোর চিন্তা বাদ দিয়ে সে সোফা ছেড়ে রান্নাঘরে গেল। এক কাপ কফি বানিয়ে সেটি পান করার জন্য টেবিলের উপর বসল। হঠাৎ তার এক পায়ের নিচে কিছু একটা অনুভব করল। এটি ছিল সায়োকোর ব্রা। সে এটি তুলে চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে রাখল। এটি একটি সাধারণ জীবনহীন সাদা অন্তর্বাস। খুব বেশি বড় নয়। রান্নাঘরের চেয়ারে অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় সেটি এমনভাবে ঝুলছিল, দেখে মনে হল এটি অনেক পুরনো নাম না জানা সাক্ষী। সে তার কলেজ জীবনের প্রথমদিককার কথা মনে করল। তাকাতসুকি তাকে খাওয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল, সে এখনও শুনতে পায়, অনুভব করতে পারে। আমরা তখন কোথায় খেয়েছিলাম? সে মনে করতে পারল না। যদিও সে নিশ্চিত ছিল এটি সাধারণ কিছুর মতই।

জুনপেই সেদিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কেন আমাকে তোমার সাথে লাঞ্চ করাতে নিয়ে যেতে চাও?'

তাকাতসুকি হেসে বলেছিল, আমার সঠিক সময়, সঠিক জায়গায় সঠিক বন্ধু নির্বাচন করার ক্ষমতা ও প্রতিভা আছে।'

কফির মগ রান্নাঘরের টেবিলে রাখতে রাখতে সে ভাবল, তাকাতসুকি ঠিক বলেছিল। তাকাতসুকির সঠিক বন্ধু নির্বাচন করার সহজাত ক্ষমতা ছিল। কিন্তু এটাই সব নয়। একজন ভালোবাসার মানুষ খুঁজে পাওয়া আর একজন বন্ধু খুঁজে পাওয়া-এ দুটোর মাঝে অনেক পার্থক্য আছে। জুনপেই চোখ বন্ধ করে তার ফেলে আসা সময়ের কথা মনে করল। সে এটিকে কোন অর্থহীন বিষয় হিসেবে ভাবত না।

সায়াকো ঘুম থেকে উঠলেই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে, এটি সে নিশ্চিত। সে এক মুহূর্তও নষ্ট করতে চায় না। কোন শব্দ না করেই সে শোবার ঘরে গিয়ে দেখলো সায়োকো ও স্যালা একসাথে ঘুমাচ্ছে। স্যালা সায়োকোর দিকে পিঠ ফিরিয়ে ঘুমালো, আর সায়োকোর হাত স্যালার কাঁধ জড়িয়ে ছিল। জুনপেই সায়োকোর চুলে হাত দিল। আঙুলের মাথা দিয়ে স্যালার ছোট গোলাপি গালে আদর করলো। তাদের কেউই বুঝতে পারল না। সে বিছানার পাশে কার্পেট বেছানো মেঝেতে শুয়ে পড়ল। তার পিঠ দেয়ালের দিকে ঘোরানো ছিল যাতে করে সে তাদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পারে।

দেয়াল ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে সে স্যালার জন্য মাসাকিচি ও তনকিচির গল্পটি চিন্তা করছিল। তার কিছু একটা বের করতে হবে। সে তনকিচিকে চিড়িয়াখানায় ফেলে আসতে পারে না। তাকে তার বাঁচানো উচিৎ। এজন্য সে প্রথম থেকে গল্পটি তৈরি করল। অনেক আগে থেকেই সে বাক্যটি নিয়ে ভাবছিল। ধীরে ধীরে এটিকে কাঠামো প্রদান করা হল। তনচিকির স্যালার মত একই চিন্তাভাবনা ছিল। সে মাসাকিচির মধুবন বানানোর কাজে

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

সাহায্য করত। আর এটি বুঝতে সময় লাগলো না তার মচমচে, সুস্বাদু মধুবন বানানোর প্রতিভা ছিল। মাসাকিচি মধুবন বানিয়ে শহরে নিয়ে বিক্রি করত। লোকজন তনকিচির মধুবন পছন্দ করে ডজনে ডজনে সেগুলো কিনতো। তাই তনকিচি ও মাসাকিচির আর আলাদা হওয়া হল না। তারা একে অন্যের সাথে হাসিখুশি অবস্থায় বসবাস করতে লাগল। একে অন্যের কাছের বন্ধু। স্যালা গল্পের নতুন সম্পাদনা অবশ্যই পছন্দ করবে। আর সায়োকোও পছন্দ করবে।

জুনপেই চিন্তা করল, সে তখন পর্যাপ্ত যে রকম গল্প লিখেছিল তার চেয়ে একটু আলাদা ধাঁচের গল্প লিখবে। আমি তাদের জন্য গল্প লিখবো যারা রাত শেষ হওয়ার অপেক্ষা করে। যারা তাদের কাছের মানুষদের ধরে রাখার জন্য আলোর অপেক্ষা করে। কিন্তু আমাকে এই মুহূর্তে এই বাচ্চাটি ও এই মহিলাটিকে দেখে রাখতে হবে। আমি কখনো কারো দ্বারা এই দুজনকে সেই যন্ত্রণাদায়ক বাক্সে পুরতে দেব না–এমনকি যদি আকাশ ভেঙে পড়ে কিংবা বিকট শব্দে বিমান আক্রমণ করে, তবুও না।